গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
স্বাস্থ্য-১ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

নং-৪৫.০০.০০০০.১৯১.১৪.০৫৮.২০২০ (অংশ-৩)-৫৬৮

তারিখঃ ২৪ কার্তিক ১৪২৭ বঙ্গাব্দ
০৯ নভেম্বর ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

সভার নোটিশ

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের আওতায় স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নপুষ্ট 'COVID-19 Emergency Response and Pandemic Preparedness' শীর্ষক প্রকল্প এবং এশিয় উন্নয়ন ব্যাংকের অর্থায়নপুষ্ট 'COVID-19 Response Emergency Assistance' শীর্ষক প্রকল্প দুটি'র বাস্তবায়ন অগ্রগতি ত্বরান্বিত করার নিমিত্ত বিস্তারিত আলোচনা ও মাননীয় মন্ত্রীর দিক্‌নির্দেশনার জন্য একটি সভা আগামী **১৬.১১.২০২০ তারিখে (সোমবার) বেলা ১২.০০ ঘটিকায়** স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সভা কক্ষে **(কক্ষ নং ৩৩২, ভবন নং-৩, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা)** অনুষ্ঠিত হবে। সভায় সভাপতিত্ব করবেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব জাহিদ মালেক, এম.পি।

২। উক্ত সভায় সম্মানিত সদস্যগণ বা প্রতিনিধিগণকে উপস্থিত/সংযুক্ত থাকার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।

০৯/১১/২০২০

মোঃ ইব্রাহীম খলিল
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোনঃ ৯৫১৪০৯২/০১৭০৯-৬০০৪৭২
ই-মেইলঃkabboibrahim@yahoo.com

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

১. অতিরিক্ত সচিব (বিশ্বস্বাস্থ্য), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২. অতিরিক্ত সচিব (আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও অডিট), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩. অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪. অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫. অতিরিক্ত সচিব (হাসপাতাল), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬. অতিরিক্ত সচিব (জনস্বাস্থ্য), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৭. মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা **[নব-নিয়োগপ্রাপ্ত প্রকল্প পরিচালকদ্বয়কে সভায় উপস্থিত রাখার অনুরোধসহ]।**
৮. মহাপরিচালক, সিপিটিউ, IMED, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।
৯. অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পরিকল্পনা), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
১০. পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), সিএমএসডি, তেজগাঁও, ঢাকা।
১১. যুগ্মসচিব (স্বাস্থ্য), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১২. প্রধান স্থপতি, স্থাপত্য অধিদপ্তর, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
১৩. অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (স্বাস্থ্য), গণপূর্ত অধিদপ্তর, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
১৪. পরিচালক (পরিকল্পনা ও গবেষণা), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
১৫. প্রকল্প পরিচালক, 'COVID-19 Emergency Response and Pandemic Preparedness' শীর্ষক প্রকল্প, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
১৬. প্রকল্প পরিচালক, 'COVID-19 Response Emergency Assistance' শীর্ষক প্রকল্প, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
১৭. উপ-প্রকল্প পরিচালক, 'COVID-19 Emergency Response and Pandemic Preparedness' শীর্ষক প্রকল্প, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
১৮. উপ-প্রকল্প পরিচালক, 'COVID-19 Response Emergency Assistance' শীর্ষক প্রকল্প, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।

বিশেষ আমন্ত্রণঃ

১. Mr. S M Ebadur Rahman, Senior Social Sector Officer (Education and Health), Asian Development Bank, Bangladesh Resident Mission, Dhaka.

২. Ms. Iffat Mahmud, Senior Operations Officer, World Bank Office Dhaka, E-32 Agargaon, Sher-E-Bangla Nagar, Dhaka-1207.

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যঃ

১। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
(মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অবহিত করার অনুরোধসহ)

২। উপসচিব (নিরাপত্তা-২), জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

৩। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাপকম, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
(সচিব মহোদয়কে অবহিত করার অনুরোধসহ)

৪। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (সম্মেলন কক্ষ) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
(৪০ জনের আপ্যায়নের ব্যবস্থা করার অনুরোধ সহ)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
স্বাস্থ্য-১ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

ই-মেইল/বিশেষ বাহক মারফত

নং-৪৫.০০.০০০০.১৯১.১৪.০৫৮.২০২০ (অংশ-৩)-৬৯৭

তারিখঃ ১৬ অগ্রহায়ণ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ / ০১ ডিসেম্বর ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়ঃ ১৬.১০.২০২০ তারিখে বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নপুষ্ট 'COVID-19 Emergency Response and Pandemic Preparedness' শীর্ষক এবং এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের অর্থায়নপুষ্ট 'COVID-19 Emergency Response Assistance শীর্ষক' প্রকল্পদ্বয়ের উপর অনুষ্ঠিত সভার অনুমোদিত কার্যবিবরণী।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের আওতায় স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নপুষ্ট 'COVID-19 Emergency Response and Pandemic Preparedness' শীর্ষক এবং এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের অর্থায়নপুষ্ট 'COVID-19 Emergency Response Assistance শীর্ষক' প্রকল্পদ্বয়ের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে মাননীয় মন্ত্রীর প্রয়োজনীয় দিক্‌নির্দেশনার জন্য একটি সভা গত ১৬.১০.২০২০ তারিখে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব জাহিদ মালেক, এম.পি। স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সচিব জনাব মো. আবদুল মান্নান সভায় উপস্থিত ছিলেন। বিশ্বব্যাংকের কান্ট্রি ডাইরেক্টর মিজ মার্সি টেম্বন এবং দক্ষিন এশিয়ার অঞ্চলের পরিচালক রিচার্ড গেইল তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় সভায় যোগদান করেন। উক্ত সভার অনুমোদিত কার্যবিবরণী সদয় অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় কার্যার্থে এতদসংগে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: ০৭ (সাত) পাতা।

০১/১২/২০২০

(মোঃ ইব্রাহীম খলিল)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোনঃ৯৫১৪০৯২/০১৭১০৯-৬০০৪৭
ই-মেইলঃkabboibrahim@yahoo.com

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

১. অতিরিক্ত সচিব (বিশ্বস্বাস্থ্য), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২. অতিরিক্ত সচিব (আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও অডিট), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাপকম, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩. অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪. অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫. অতিরিক্ত সচিব (হাসপাতাল), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬. অতিরিক্ত সচিব (জনস্বাস্থ্য), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৭. মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
৮. মহাপরিচালক, সিপিটিউ, IMED, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।
৯. অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পরিকল্পনা), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
১০. পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), সিএমএসডি, তেজগাঁও, ঢাকা।
১১. যুগ্মসচিব (স্বাস্থ্য), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১২. প্রধান স্থপতি, স্থাপত্য অধিদপ্তর, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
১৩. অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (স্বাস্থ্য), গণপূর্ত অধিদপ্তর, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
১৪. পরিচালক (পরিকল্পনা ও গবেষণা), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
১৫. প্রকল্প পরিচালক, 'COVID-19 Emergency Response and Pandemic Preparedness' শীর্ষক প্রকল্প, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।

১৬. প্রকল্প পরিচালক, 'COVID-19 Response Emergency Assistance' শীর্ষক প্রকল্প, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।

১৭. উপ-প্রকল্প পরিচালক, 'COVID-19 Emergency Response and Pandemic Preparedness' শীর্ষক প্রকল্প, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।

১৮. উপ-প্রকল্প পরিচালক, 'COVID-19 Response Emergency Assistance' শীর্ষক প্রকল্প, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।

১৯. Mr. S M Ebadur Rahman, Senior Social Sector Officer (Education and Health), Asian Development Bank, Bangladesh Resident Mission, Dhaka.

২০. Ms. Iffat Mahmud, Senior Operations Officer, World Bank Office Dhaka, E-32 Agargaon, Sher-E-Bangla Nagar, Dhaka-1207.

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যঃ

১। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

২। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাপকম, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
স্বাস্থ্য-১ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

বিষয়ঃ ১৬.১০.২০২০ তারিখে বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নপুষ্ট 'COVID-19 Emergency Response and Pandemic Preparedness' শীর্ষক এবং এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের অর্থায়নপুষ্ট 'COVID-19 Emergency Response Assistance শীর্ষক' প্রকল্পদ্বয়ের উপর অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের আওতায় স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নপুষ্ট 'COVID-19 Emergency Response and Pandemic Preparedness' শীর্ষক এবং এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের অর্থায়নপুষ্ট 'COVID-19 Emergency Response Assistance শীর্ষক' প্রকল্পদ্বয়ের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে মাননীয় মন্ত্রীর প্রয়োজনীয় দিক্‌নির্দেশনার জন্য একটি সভা গত ১৬.১০.২০২০ তারিখে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব জাহিদ মালেক, এম.পি। স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সচিব জনাব মো. আবদুল মান্নান সভায় উপস্থিত ছিলেন। বিশ্বব্যাংকের কান্ট্রি ডাইরেক্টর মিজ মার্সি টেম্বন এবং দক্ষিণ এশিয়ার অঞ্চলের পরিচালক মিজ গেইল রিচার্ডসন তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় সভায় যোগদান করেন। সভায় সভাকক্ষে উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দের তালিকা পরিশিষ্ট -'ক' তে সংযুক্ত করা হল।

২. বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নপুষ্ট 'COVID-19 Emergency Response and Pandemic Preparedness' শীর্ষক প্রকল্পঃ

উপস্থাপনা ও আলোচনাঃ

২.১ সভাপতি সভায় উপস্থিত এবং Virtually যোগদানকারী সকল কর্মকর্তাদের এবং বিশেষভাবে বিশ্বব্যাংকের কান্ট্রি ডাইরেক্টর মিজ মার্সি টেম্বনকে স্বাগত জানিয়ে সভা শুরু করেন। অতঃপর তিনি বাংলাদেশে করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব মোকাবেলায় জরুরীভিত্তিতে ১০০ (একশত) মিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্থায়ন দেয়ার জন্য বিশ্বব্যাংককে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান এবং সভায় যোগদানকারী বিশ্বব্যাংকের কান্ট্রি ডাইরেক্টরকে কিছু বলার জন্য অনুরোধ করেন। বিশ্বব্যাংকের কান্ট্রি ডাইরেক্টর বলেন, বিশ্বের সবচেয়ে জনঘনবসতিপূর্ণ দেশ হওয়া সত্বেও সীমিত সুযোগ সুবিধা দিয়ে বাংলাদেশ যেভাবে করোনার প্রথম ধাপ মোকাবেলা করেছে, তা সত্যিই প্রশংসার দাবিদার এবং এটি বিশ্বে একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। করোনা মোকাবেলায় বিশ্বে বাংলাদেশে একটি রোল মডেল হবে মর্মেও তিনি অভিমত প্রকাশ করেন। অত্যন্ত দক্ষতার সাথে করোনার প্রথম ধাপ মোকাবেলা করার জন্য তিনি স্বাস্থ্য সেবা বিভাগকে অভিনন্দন জানান।

২.২ অতঃপর সভাপতি স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা)-কে সভার বিষয়বস্তু উপস্থাপনের আহবান জানান। অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা) জানান যে, সারা বিশ্বের মত বাংলাদেশেও কোভিড-১৯ ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব মহামারী আকারে দেখা দেয়ায় কোভিড-১৯ মোকাবেলায় বাংলাদেশের সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ এবং চিকিৎসা ব্যবস্থা শক্তিশালী ও উন্নতিকরণের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের আওতায় স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নপুষ্ট 'COVID-19 Emergency Response and Pandemic Preparedness' শীর্ষক প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়, যা গত ১৮ এপ্রিল ২০২০ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে গত ০২ জুন ২০২০ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত একনেক বৈঠকে প্রকল্পটি চূড়ান্ত অনুমোদন লাভ করে। প্রকল্পটি মোট ১১২৭৫১.৬১ লক্ষ টাকা (জিওবি ২৭৭৫১.৬১ লক্ষ টাকা এবং বিশ্বব্যাংকের অর্থায়ন ৮৫০০০.০০ লক্ষ টাকা) প্রাক্কলিত ব্যয়ে এপ্রিল ২০২০ হতে জুন ২০২৩ মেয়াদে বাস্তবায়িত হচ্ছে। তিনি বলেন, জরুরী পরিস্থিতি মোকাবেলায় বিশেষ বিবেচনায় প্রকল্পটি অতি দ্রুত অনুমোদন করা হলেও প্রকল্পের বাস্তবায়নে তেমন কোন অগ্রগতি পরিলক্ষিত হচ্ছে না এবং বারবার প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তনের কারণে প্রকল্প বাস্তবায়নে স্থিতাবস্থা বিরাজ করছে। প্রকল্প বাস্তবায়নে ধীরগতির

বিষয়ে অর্থায়নকারী সংস্থা বিশ্বব্যাংক এবং অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ(ইআরডি) পক্ষ হতে বেশ কয়েকবার উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে প্রকল্পের বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে মাননীয় মন্ত্রীর দিক্‌নির্দেশনার জন্য অদ্যকার সভা আহ্বান করা হয়েছে মর্মে তিনি জানান।

২.৩ প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কে তিনি জানান যে, ২০১৯-২০ অর্থ বছরের আরএডিপিতে প্রকল্পটিতে মোট বরাদ্দ ছিল ২০৬০০.০০ লক্ষ টাকা; তন্মেধ্যে জিওবি ৩৯৪২.০০ লক্ষ টাকা, প্রকল্প সাহায্য ১৬৭২৩.০০ লক্ষ টাকা। ২০১৯-২০ অর্থ বছরে মোট ব্যয় হয়েছে ১১৫৮৬.৭৬ লক্ষ টাকা; বাস্তবায়ন অগ্রগতির হার বরাদ্দের তুলনায় ৫৬.২৪%। প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি সম্পর্কে তিনি জানান যে, প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে আইসিইউ বেড (ফুল ফাংশনড এ্যাক্সেসরিজসহ), ইমারজেন্সী ভেন্টিলেটর (এ্যাক্সেসরিজসহ), কম্প্রেসড গ্যাস পাওয়ার ভেন্টিলেটর (এ্যাক্সেসরিজসহ), পাওয়ার এ্যাসিস্টেড পিউরিফাইং রেসপিরেটর, থ্রি-ফাংশন/ ফাইভ ফাংশন বেড এবং আইআর থার্মোমিটার (হ্যান্ড হেন্ডল), ২.৫ লক্ষ পিপিই (গাউন), এক লক্ষ এন ৯৫ মাস্ক এবং ১৫৫০টি আইআর থার্মোমিটার ক্রয় করা হয়েছে। এছাড়া, ৪.৭৫ কোটি টাকা ব্যয়ে CoronaBD Mobile App and National Corona Care System on Central Web Application APP, ৮৫.৮০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে Awareness building TVC regarding disposal of COVID-19 dead bodies এবং ৫৮.২২ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে Develop TVC Clip for Awareness, Education, Risk Communication & Counter Misinformation তৈরী করা হয়েছে।

২.৪ সভায় জানানো হয় যে, বাংলাদেশে করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব মোকাবেলায় পরবর্তীতে Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) বিশ্বব্যাংকের সাথে ১০০.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার Co-lending করছে। AIIB কর্তৃক প্রদেয় অর্থায়নে বাস্তবায়নের জন্য নতুন কিছু কার্যক্রম চিহ্নিত করে ইআরডি'র মাধ্যমে ঋণচুক্তি স্বাক্ষরের বিষয়ে নেগোশিয়েশান করা হয়েছে। উক্ত কার্যক্রমসমূহ অন্তর্ভুক্তকরণ, করোনা ভাইরাসের বার বার মিউটেশানের কারণে Prevention and Control mechanism পরিবর্তন হওয়ায় তার সাথে সামঞ্জস্য রেখে নতুন কার্যক্রম অন্তর্ভুক্তকরণ, ডিপিপিতে বিদ্যমান অসংগতি দূর করা এবং উদ্ভুত নতুন চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নতুন কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করে প্রকল্পের ডিপিপি সংশোধন করা হয়েছে এবং প্রস্তাবিত সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদনের জন্য গত ০৩.১১.২০২০ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। প্রস্তাবিত সংশোধিত ডিপিপির মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ১৯১২২৫.৯০ লক্ষ টাকা; যার মধ্যে জিওবি ২১৩২৬.৯৬ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ১৬৯৮৯৮.৯৪ লক্ষ টাকা।

২.৫ সভায় উল্লেখ করা হয় যে, কোভিড-১৯ ভ্যাক্সিন সংগ্রহের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অর্থায়নের জন্য ইআরডির মাধ্যমে বিশ্বব্যাংককে অনুরোধ করা হয়। এক্ষণে, বিশ্বব্যাংক হতে করোনা ভ্যাক্সিন ক্রয়ের জন্য আরো অতিরিক্ত ৫০০.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্থায়নের আশ্বাস পাওয়া গেছে, যা উল্লিখিত প্রকল্পের মাধ্যমে ব্যয় করতে হবে। ফলে প্রতিশ্রুত অর্থায়নের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম বর্ণিত প্রকল্পের ডিপিপিতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। সেলক্ষ্যে ইতোমধ্যে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরিত আরডিপিপি ফেরত এনে পুনরায় পুনর্গঠন করা প্রয়োজন মর্মে তিনি সভাকে জানান। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের প্রতিনিধি উল্লেখ করেন যে, প্রাথমিকভাবে দেশের ৩১% শতাংশ মানুষের জন্য ভ্যাক্সিন ক্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। তন্মেধ্যে Gavi COVAX Facility হতে ২০ শতাংশ মানুষের জন্য ভ্যাক্সিন সরবরাহ করা হবে; যার জন্য cost sharing বাবদ ১৫২.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার গ্যাভীকে পরিশোধ করতে হবে। অবশিষ্ট ১১ শতাংশ মানুষের জন্য সরাসরি দ্বিপাক্ষিক চুক্তির আওতায় ভ্যাক্সিন সংগ্রহ করা হবে; যার জন্য আনুমানিক মোট ২৩১.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রয়োজন হবে। ফলে ভ্যাক্সিন ক্রয় বাবদ মোট অর্থের প্রয়োজন হবে ৩৮৩.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। এছাড়া, স্টোরেজ ও কোল্ড চেইন শক্তিশালীকরণ বাবদ ৩১.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং ভ্যাক্সিন ট্রান্সপোর্টেশন ও পরিচালন ব্যয় বাবদ ৯০.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারসহ ভ্যাক্সিনক্রয় ও আনুষঙ্গিক ব্যয় বাবদ মোট ৫০৪.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রয়োজন হবে। অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা)উল্লেখ করেন, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের Vaccine Laboratory Wing কে শক্তিশালী করার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ক্রয়ের লক্ষ্যে প্রায় ৪.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং বিশ্বব্যাংকের PEF এর অর্থায়নে ইউএনএফপিএ কর্তৃক নিয়োগকৃত টেকনোলজিস্টদেরকে আরো ১৫ মাস সেবা অব্যাহত রাখার জন্য বেতন/ভাতা বাবদ প্রায় ১৪.৮৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রয়োজন হবে। উল্লিখিত কার্যক্রমসমূহ প্রস্তাবিত আরডিপিপিতে অন্তর্ভুক্ত করে পুনর্গঠিত আরডিপিপি জরুরীভিত্তিতে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা প্রয়োজন মর্মে তিনি সভাকে জানান। সচিব, স্বাস্থ্য

সেবা বিভাগ আগামী ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে প্রস্তাবিত আরডিপিপিতে উল্লিখিত কার্যক্রম অন্তর্ভুক্তপূর্বক পুনর্গঠিত আরডিপিপি স্বাস্থ্য সেবা বিভাগে দাখিল করার জন্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তরকে অনুরোধ করেন। সভায় উপস্থিত সকলে এ বিষয়ে একমত পোষণ করেন।

২.৬ এ পর্যায়ে সভাপতি সভায় উপস্থিত সদস্যদের বক্তব্য জানতে চাইলে বিশ্বব্যাংকের কান্ট্রি ডাইরেক্টর বলেন, বিশ্বব্যাংক করোনা ভাইরাসের ভ্যাক্সিনের জন্য প্রতিশ্রুত অর্থ অবমুক্ত করার পূর্বে ইউনিসেফ ও বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার সহায়তায় একটি Vaccine Readiness Assessment Framework (VRAF) পরিচালনা করবে। তিনি বলেন, উক্ত Assessment এর আওতায় প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে অর্থ অবমুক্ত করা হবে। সেজন্য তিনি বাংলাদেশকে একটি Vaccine Distribution Plan তৈরী করার জন্য অনুরোধ করেন। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পরিকল্পনা) জানান যে, ইতোমধ্যে একটি খসড়া Vaccine Deployment Plan তৈরী করা হয়েছে এবং এটি চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে আরো পর্যালোচনা করা হচ্ছে। বিশ্বব্যাংকের কান্ট্রি ডাইরেক্টর খসড়া Vaccine Deployment Planটি বিশ্বব্যাংকের সাথে শেয়ার করার জন্য অনুরোধ করেন। সভাপতি জরুরীভিত্তিতে খসড়া Vaccine Deployment Planটি বিশ্বব্যাংকে প্রেরণের নির্দেশনা প্রদান করেন। সভায় উপস্থিত সকলে এ বিষয়ে একমত পোষণ করেন।

২.৭ অতঃপর বিশ্বব্যাংকের কান্ট্রি ডাইরেক্টর বলেন, বর্ণিত প্রকল্পের আওতায় ইউনিসেফের মাধ্যমে দেশের ৩০টি সরকারী হাসপাতালে সেন্ট্রাল অক্সিজেন সিস্টের স্থাপনের কার্যক্রমটি দীর্ঘদিন ধরে পেন্ডিং রয়েছে। প্রকল্পের পিআইউ এর আওতায় Procurement Specialist এবং Financial Management Specialist নিয়োগের কার্যক্রম এখনও শুরু হয়নি। এছাড়া, এ বৃহৎ প্রকল্পের বাস্তবায়ন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য প্রকল্পের পিআইউতে আরো জনবল পদায়নসহ উল্লিখিত কার্যক্রম বাস্তবায়নে জরুরী পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য তিনি অনুরোধ করেন। এ পর্যায়ে সভাপতি সেন্ট্রাল অক্সিজেন সিস্টেম স্থাপন কার্যক্রম অনুমোদনের বিষয়ে জানতে চাইলে সভায় জানানো হয় যে, এ কার্যক্রমটি ইতোমধ্যে অনুমোদন করা হয়েছে। এক্ষণে, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরকে ইউনিসেফের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করতে হবে। সভাপতি আগামী ২(দুই) দিনের মধ্যে ইউনিসেফের সাথে উক্ত চুক্তি স্বাক্ষরের জন্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তরকে নির্দেশনা প্রদান করেন। অতঃপর তিনি প্রকল্পের পরামর্শক নিয়োগের কার্যক্রমটি জরুরীভাবে সম্পন্ন করার জন্য নব-নিযুক্ত প্রকল্প পরিচালককে এবং প্রকল্পের পিআইইউতে আরো জনবল পদায়ন করার জন্য মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরকে নির্দেশনা প্রদান করেন। সভায় উপস্থিত সকলে এ বিষয়ে একমত পোষণয করেন।

৩. সিদ্ধান্তঃ

অতঃপর বিস্তারিত আলোচনা শেষে সভায় নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

৩.১ স্বাস্থ্য অধিদপ্তর আলোচ্য প্রকল্পের প্রস্তাবিত আরডিপিপিতে বিশ্বব্যাংকের প্রতিশ্রুত অতিরিক্ত ৫০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্থায়নসহ পূর্বের অর্থায়নের সাথে সমন্বয় করে ভ্যাক্সিন ক্রয় ও পরিচালন ব্যয় বাবদ পর্যাপ্ত অর্থের সংস্থান, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের Vaccine Laboratory Wing শক্তিশালী করার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ক্রয় ও জনবলের বেতন বাবদ প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান এবং বিশ্বব্যাংকের PEF এর অর্থায়নে ইউএনএফপিএ কর্তৃক নিয়োগকৃত জনবলের সেবা অব্যাহত রাখার জন্য আরো ১৫ মাসের বেতন/ভাতাদির সংস্থানপূর্বক আরডিপিপি পুনর্গঠন করে আগামী ৭(সাত) কার্যদিবসের মধ্যে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগে দাখিল করবে;

৩.২ স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত খসড়া Vaccine Deployment Plan টি বিশ্বব্যাংকে প্রেরণ করতে হবে;

৩.৩ বিবেচ্য প্রকল্পের আওতায় দেশের ৩০টি সরকারী হাসপাতালে সেন্ট্রাল অক্সিজেন সিস্টের স্থাপন ও গ্যাস পাইপলাইন বর্ধিতকরণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আগামী ২(দুই) কার্যদিবসের মধ্যে ইউনিসেফের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করতে হবে;

৩.৪ প্রকল্পের পিআইইউ এর আওতায় Procurement Specialist এবং Financial Management Specialist নিয়োগের কার্যক্রম প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক সম্পাদন শুরু করতে হবে;

৩.৫ আলোচ্য বৃহৎ এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পটির বাস্তবায়ন সময়মত এবং সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য প্রকল্পের পিআইউতে একজন সহকারী পরিচালক পর্যায়ের কর্মকর্তাসহ আরো ৩ (তিন) জন মেডিকেল অফিসার পদায়ন করতে হবে।

৪। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের অর্থায়নপুষ্ট 'COVID-19 Emergency Response Assistance শীর্ষক' প্রকল্পঃ

উপস্থাপনা ও আলোচনাঃ

৪.১ স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা) জানান যে, বাংলাদেশে কোভিড-১৯ ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব মহামারী আকারে দেখা দেয়ায় কোভিড-১৯ মোকাবেলায় বাংলাদেশের সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ, চিকিৎসা ব্যবস্থা উন্নতিকরণ এবং জরুরী প্রস্তুতি শক্তিশালী করার লক্ষ্যে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের আওতায় স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার ও এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের ১০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঋণ সহায়তায় 'COVID-19 Emergency Assiatnace' শীর্ষক প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়, যা গত ১২ মে ২০২০ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে গত ০২ জুন ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক বৈঠকে একনেককে অবহিত করার জন্য প্রকল্পটি উপস্থাপন করা হয়। প্রকল্পটির মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ১৩৬৪৫৬.৩৭ লক্ষ টাকা, যার মধ্যে জিওবি ৫১৪৫৯.৫০ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য বাবদ এডিবি'র অর্থায়ন ৮৪৯৯৬.৮৭ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল এপ্রিল ২০২০ হতে জুন ২০২৩ পর্যন্ত।

৪.২ তিনি আরো জানান যে, প্রকল্পটির আওতায় ১০৭টি পিসিআর মেশিনসহ ১৯টি প্রতিষ্ঠানে (১০টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ৫টি সংক্রামক ব্যাধি হাসপাতাল ও ৪টি বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান- বিএসএমএমইউ, আইপিএইচ, আইইডিসিআর, এনআইএলএমআরসি, ঢাকা) আধুনিক মাইক্রোবায়েলজি পরীক্ষাগার সম্প্রসারণ করা হবে। ৮০টি সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান/বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যমান পিসিআর ল্যাব কার্যকর করার প্রস্তাব রাখা হয়েছে, ২৬টি স্থল-বন্দরে মেডিকেল সেন্টার স্থাপন করা হবে, ১৭টি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ৫০ শয্যার আইসোলেশন সেন্টার স্থাপন করা হবে এবং ১৭টি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে অতিরিক্ত ১০ শয্যার ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিট/আইসিইউ চালু করা হবে। এছাড়া, প্রাথমিক পর্যায়ের ৪৯২টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স-এ Infection prevention and control unit স্থাপন করা হবে, স্থানীয় পর্যায়ে ২৩টি ১০-শয্যার মেকশিফট আইসোলেশন সেন্টার/ ফিল্ড হাসপাতাল এবং ৩০টি ২০-শয্যার মেকশিফট আইসোলেশন সেন্টার/ফিল্ড হাসপাতাল স্থাপনে সংস্থান রাখা হয়েছে। কোভিড-১৯ রোগীর জন্য সরকারী-বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় বেসরকারী হাসপাতালসমূহে ৩০০ শয্যার আইসোলেশন ও ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিট/ আইসিইউ পরিচালনা করা, কোভিড-১৯ মোকাবেলায় বিভিন্ন চিকিৎসা/পিপিই সামগ্রী সংগ্রহ, নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরসহ বেসরকারী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল সমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা, স্বাস্থ্য খাতে কর্মরত চিকিৎসক, নার্স ও সংশ্লিষ্ট সকল স্বাস্থ্য কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধিসহ কেইস ব্যবস্থাপনার জন্য জরুরী ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় জনবল চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেয়া এবং কোভিড-১৯ মোকাবেলায় জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য কমিউনিকেশন ক্যাম্পেইন পরিচালনা করা হবে মর্মে তিনি সভাকে অবহিত করেন।

৪.৩ এ পর্যায়ে সভাপতি প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কে জানতে চাইলে প্রকল্প পরিচালক জানান যে, ২০১৯-২০ অর্থ বছরের আরএডিপিতে বর্ণিত প্রকল্পের অনুকুলে ৯৪.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল। কিন্তু উল্লিখিত বরাদ্দের বিপরীতে কোন অর্থ ব্যয় করা সম্ভব হয়নি। চলতি ২০২০-২১ অর্থ বছরে এ প্রকল্পের অনুকুলে ৩৯২.০০ কোটি টাকার বরাদ্দ রয়েছে; অদ্যাবধি কোন অর্থ ব্যয় হয়নি। প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি সম্পর্কে তিনি জানান যে, প্রকল্পের আওতায় পিপিই, এন ৯৫ বা সমতুল্য মাস্ক, সার্জিক্যাল মাস্ক, সার্জিক্যাল গ্লভস, বায়ো-হেযার্ড ব্যাগ, গগলস, সু-কভার, সেনিটাইজার (৫০০ মিলি বোতল), ক্লোরহেক্সিডিন গ্লুকোনেট (২৫০ মিলি বোতল), এবং আইআর থার্মোমিটার (হ্যান্ড হেন্ডল) ক্রয়ের লক্ষ্যে ৫টি প্যাকেজের মাধ্যমে ক্রয়ের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে এবং ৫টি প্যাকেজের দরপত্র e-GP System এর মাধ্যমে আহ্বান করা হয়েছে।

৪.৪ এ পর্যায়ে সভাপতি সভায় উপস্থিত সদস্যদের মতামত জানতে চাইলে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সচিব বলেন, চিকিৎসক, সেবিকা এবং টেকনোলজিস্টসহ অন্যান্য সেবাদাতাদের জন্য প্রয়োজনীয় পর্যাপ্ত সুরক্ষা সামগ্রী পরিচালন (রাজস্ব) খাতের অর্থায়নে সিএমএসডি'র মাধ্যমে ক্রয় করা হয়েছে এবং এখনও ক্রয় করা হচ্ছে। এছাড়া, বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের আওতায় এ সকল সুরক্ষা সামগ্রী ক্রয় করা হয়েছে। ফলে সেবাদাতাদের সুরক্ষা সামগ্রীর এ

মুহূর্তে ঘাটতি আছে বলে মনে হচ্ছে না। তিনি বলেন, এখনো জেলা পর্যায়ে করোনা টেস্টিং সুবিধা পর্যাপ্ত নয়। ৬৪টি জেলার মধ্যে মাত্র ৪১টি জেলায় পিসিআর ল্যাব রয়েছে। অবশিষ্ট ২৩টি জেলায় এখনো পিসিআর ল্যাব স্থাপিত হয়নি। তিনি উল্লেখ করেন যে, জেলা পর্যায়ে স্যাম্পল দেয়ার পর এখনো রিপোর্ট পেতে ৪/৫ দিন সময় লাগে। সুতরাং জেলা পর্যায়ে পিসিআর ল্যাবের সংখ্যা বাড়ানো প্রয়োজন। প্রতিটি বিভাগীয় শহরে এমন একটি ল্যাব থাকা উচিত যেখানে কমপক্ষে দৈনিক ১০০০টি টেস্ট করা যায়। সে অনুযায়ী বিভাগীয় শহরে অবস্থিত মেডিকেল কলেজ হাসপাতালসমূহে ৩/৪টি পিসিআর মেশিন স্থাপন করা যেতে পারে। এছাড়া, বড় জেলাসমূহে (যেমন: কুমিল্লায়) অবস্থিত মেডিকেল কলেজে ২টি করে পিসিআর মেশিন স্থাপন করা যেতে পারে মর্মে তিনি অভিমত পোষণ করেন। এ পর্যায়ে সভাপতি আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় জরুরীভিত্তিতে পিসিআর মেশিন ক্রয় করে জেলা পর্যায়ে পিসিআর ল্যাব স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।

৪.৫. এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের প্রতিনিধি বলেন, করোনা ভাইরাসের ভয়াবহ পরিস্থিতি বিবেচনা করে দ্রুততম সময়ে বিশেষ বিবেচনায় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রকল্পটি অনুমোদন করা হলেও অদ্যাবধি প্রকল্পের কোন উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জিত হয়নি। তিনি উল্লেখ করেন যে, বারবার প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তন হওয়ার কারণে প্রকল্পের বাস্তবায়ন যথাযথভাবে হচ্ছে না মর্মে অভিমত প্রকাশ করেন এবং নতুন প্রকল্প পরিচালককে প্রকল্পের বাস্তবায়নে আরো তৎপর হওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। সভাপতি বলেন, এটি সত্য যে বিভিন্ন কারণে বেশ কয়েকবার প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তন করা হয়েছে। তবে অতি সম্প্রতি নিয়োগপ্রাপ্ত নতুন প্রকল্প পরিচালক বেশ কর্মঠ এবং দক্ষ বিধায় প্রকল্পের বাস্তবায়নে গতি ফিরে আসবে মর্মে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

৪.৬. স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা) বলেন, প্রকল্পের অনুকুলে চলতি ২০২০-২১ অর্থ বছরের এডিপিতে ৩৯২.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে উক্ত বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যবহারের জন্য একটি বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা ও একটি ক্রয় পরিকল্পনা তৈরী করা প্রয়োজন মর্মে অভিমত প্রকাশ করেন। প্রকল্প পরিচালক জানান যে, প্রকল্পের জন্য চলতি অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনা তৈরী করে অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হয়েছে।

৫. সিদ্ধান্তঃ

অতঃপর বিস্তারিত আলোচনা শেষে সভায় নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

৫.১ প্রকল্পের আওতায় পিসিআর মেশিন ক্রয় কার্যক্রমটি জরুরীভাবে সম্পন্ন করে যেসকল জেলায় পিসিআর ল্যাব নেই সেখানে পিসিআর ল্যাব স্থাপন করতে হবে;

৫.২ প্রকল্পের অনুকুলে চলতি ২০২০-২১ অর্থ বছরের এডিপিতে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যবহারের লক্ষ্যে একটি বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা অনুমোদনের জন্য ও যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত ক্রয় পরিকল্পনা এ বিভাগে দাখিল করতে হবে।

৬. পরিশেষে সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

৩০-১১-২০২০

(জাহিদ মালেক, এমপি)

মন্ত্রী

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
স্বাস্থ্য-১ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

নং-৪৫.০০.০০০০.১৯১.১৪.০৫৮.২০২০-৪২৬

তারিখঃ ২৪ আষাঢ় ১৪২৭ বঙ্গাব্দ / ০৮ জুলাই ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

সভার নোটিশ

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের আওতায় স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নপুষ্ট 'COVID-19 Emergency Response and Pandemic Preparedness' শীর্ষক প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির ২য় সভা আগামী **১৩.০৭.২০২০ তারিখে (সোমবার) বেলা ১১.৩০ ঘটিকায়** স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সভা কক্ষে **(কক্ষ নং ৩৩২, ভবন নং-৩, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা)** অনুষ্ঠিত হবে। সভায় সভাপতিত্ব করবেন স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সচিব ও স্টিয়ারিং কমিটি'র সভাপতি জনাব মোঃ আবদুল মান্নান।

২। উক্ত সভায় স্টিয়ারিং কমিটির সম্মানিত সদস্যগণ বা প্রতিনিধিগণকে উপস্থিত/Cisco Webex প্লাটফর্মের মাধ্যমে সংযুক্ত থাকার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল। **Cisco Webex connection link** ই-মেইলে প্রেরণ করা হবে।

08/07/2020

মোঃ ইব্রাহীম খলিল
সিনিয়র সহকারী প্রধান
ফোনঃ ৯৫৬২০৫৭/০১৭০৯-৬০০৪৭২
ই-মেইলঃkabboibrahim@yahoo.com

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

১. সদস্য (সিনিয়র সচিব), সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।
২. সিনিয়র সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শেরেবাংলানগর, ঢাকা। [দৃষ্টি আকর্ষণঃ যুগ্ম-প্রধান, এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগ]
৩. সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪. সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫. সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।
৬. সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শের-ই-বাংলানগর, ঢাকা।[দৃঃআঃমহাপরিচালক সেক্টর-৫]
৭. সদস্য, আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।[দৃষ্টি আকর্ষণঃ যুগ্ম-প্রধান (স্বাস্থ্য)]
৮. সদস্য, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা। [দৃষ্টি আকর্ষণঃ যুগ্ম-প্রধান (আসা)]
৯. মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
১০. বিভাগ প্রধান (পরিকল্পনা), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১১. অতিরিক্ত সচিব (আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও অডিট), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
১২. অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
১৩. প্রধান প্রকৌশলী, স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ১০৫-১০৬, বা/এ, মতিঝিল, ঢাকা।
১৪. অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (স্বাস্থ্য), গণপূর্ত অধিদপ্তর, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

১৫. উপ-প্রধান (পরিকল্পনা), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৬. পরিচালক (পরিকল্পনা ও গবেষণা), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
১৭. প্রকল্প পরিচালক, 'COVID-19 Emergency Response and Pandemic Preparedness' শীর্ষক প্রকল্প, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
১৮. উপ-প্রকল্প পরিচালক, 'COVID-19 Emergency Response and Pandemic Preparedness' শীর্ষক প্রকল্প, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।

বিশেষ আমন্ত্রণঃ

১. মহাপরিচালক, সিপিটিইউ, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।
২. উপসচিব, ক্রয় ও সংগ্রহ অধিশাখা, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাপকম, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩. Ms. Iffat Mahmul, Senior Operations Officer, World Bank Office Dhaka, E-32 Agargaon, Sher-E-Bangla Nagar, Dhaka-1207.

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যঃ

১। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। উগ-সচিব (নিরাপত্তা-২), জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাপকম, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
(সচিব মহোদয়কে অবহিত করার অনুরোধসহ)
৪। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (সম্মেলন কক্ষ) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
(৩০ জনের আপ্যায়নের ব্যবস্থা করার অনুরোধ সহ)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
স্বাস্থ্য-১ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

বিষয়ঃ ১৩.০৭.২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত 'COVID-19 Emergency Response and Pandemic Preparedness' শীর্ষক প্রকল্পের ষ্টিয়ারিং কমিটির ২য় সভার কার্যবিবরণী।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের আওতায় স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন বিশ্বব্যাংকের সহায়তাপুষ্ট 'COVID-19 Emergency Response and Pandemic Preparedness' শীর্ষক প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির একটি সভা গত ১৩.০৭.২০২০ তারিখে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে Zoom link এর মাধ্যমে virtually অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সচিব ও প্রকল্প ষ্টিয়ারিং কমিটির সভাপতি জনাব মো. আবদুল মান্নান। সভায় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ স্বশরীরে সভাকক্ষে উপস্থিত হন এবং অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও সংস্থার সদস্যবৃন্দ virtually যোগদান করেন। সভায় সভাকক্ষে উপস্থিত ও virtually যোগদানকারী কর্মকর্তাবৃন্দের তালিকা পরিশিষ্ট - 'ক' তে সংযুক্ত করা হল।

২. উপস্থাপনা ও আলোচনাঃ

২.১ সভাপতি সভায় উপস্থিত এবং Virtually যোগদানকৃত স্টিয়ারিং কমিটি'র সদস্য এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের স্বাগত জানিয়ে সভা শুরু করেন। সংক্ষিপ্ত পরিচিতি পর্বের পর তিনি স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের বিভাগ-প্রধান (পরিকল্পনা)-কে সভার বিষয়বস্তু উপস্থাপনের আহবান জানান। বিভাগ-প্রধান (পরিকল্পনা) জানান যে, সারা বিশ্বের মত বাংলাদেশেও কোভিড-১৯ ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব মহামারী আকারে দেখা দেয়ায় কোভিড-১৯ মোকাবেলায় বাংলাদেশের সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ এবং চিকিৎসা ব্যবস্থা শক্তিশালী ও উন্নতিকরণের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের আওতায় স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার ও বিশ্বব্যাংক-এর সহায়তায় 'COVID-19 Emergency Response and Pandemic Preparedness' শীর্ষক প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়, যা গত ১৮ এপ্রিল ২০২০ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে গত ০২ জুন ২০২০ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত একনেক বৈঠকে প্রকল্পটি চূড়ান্ত অনুমোদন লাভ করে। প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ১১২৭৫১.৬১ লক্ষ টাকা, যার মধ্যে জিওবি ২৭৭৫১.৬১ লক্ষ টাকা এবং বিশ্বব্যাংকের অর্থায়ন ৮৫০০০.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল এপ্রিল ২০২০ হতে জুন ২০২৩ পর্যন্ত।

২.২ বিভাগ প্রধান জানান যে, চলমান করোনা প্রাদুর্ভাবের কারণে প্রতিদিন অসংখ্য রোগী হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছে, যাদেরকে সার্বক্ষণিক অক্সিজেন সরবরাহ করার প্রয়োজন হয়। কিন্তু হাসপাতালসমূহে অক্সিজেন সরবরাহের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেই। এ চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় দেশের ৩০টি সরকারী হাসপাতালে Central Oxygen Plant স্থাপন ও বর্ধিতকরণের (১৯ টি হাসপাতালে নতুন স্থাপন এবং ১১ টি হাসপাতালে সম্প্রসারণ) পরিকল্পনা করেছে এবং এ কার্যক্রমটি ইউনিসেফের মাধ্যমে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ইউনিসেফ এর সংগে সমঝোতা স্মারক/চুক্তি স্বাক্ষরের বিষয়ে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর হতে এ বিভাগের অনুমোদন চাওয়া হয়েছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর প্রস্তাবে উল্লেখ করেছে যে, ইউনিসেফের প্রথম প্রস্তাবনা অনুযায়ী ৩০টি সরকারী হাসপাতালে Central Oxygen Plant স্থাপন ও বর্ধিতকরণের জন্য সর্বোচ্চ প্রাক্কলিত ব্যয় ছিল ১৮ (আঠার) মিলিয়ন মার্কিন ডলার। পরবর্তীতে ইউনিসেফ তাদের সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে নেগোশিয়েশান করে প্রকৃত ব্যয় ১০.৮৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার নির্ধারণ করে প্রস্তাব প্রেরণ করেছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের উল্লিখিত প্রস্তাবের বিষয়ে এ বিভাগের উন্নয়ন অনুবিভাগ হতে পরিকল্পনা অনুবিভাগের মতামত

চাওয়া হলে পরিকল্পনা অনুবিভাগ এ বিষয়টি বিস্তারিত পর্যালোচনা করে। পর্যালোচনান্তে দেখা যায় যে, বিশ্বব্যাংকের বোর্ড সভায় অনুমোদিত বর্ণিত প্রকল্পের Project Appraisal Document (PAD) এর ৫১, ৫৫, ৫৮ ও ৬৪ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপি'র আওতায় মেডিকেল যন্ত্রপাতির ক্রয় কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় যে কোন ইউএন এজেন্সীকে নিয়োজিত করতে পারে। সে অনুযায়ী ৩০টি সরকারী হাসপাতালে সেন্ট্রাল অক্সিজেন প্ল্যান্ট স্থাপন ও বর্ধিতকরণের প্রস্তাবিত কার্যক্রমটি বিশ্বব্যাংকের ক্রয়নীতিমালা অনুসরণে ইউনিসেফ এর মাধ্যমে সরাসরি সম্পাদনের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের পক্ষে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক ইউনিসেফ কে চুক্তিবদ্ধ করার জন্য সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরে কোন বাধা নেই বলে প্রতিয়মান হয়। তবে, 'সরকারী হাসপাতালে সেন্ট্রাল অক্সিজেন প্ল্যান্ট স্থাপন ও বর্ধিতকরণ' সংক্রান্ত কার্যক্রমটি একনেক কর্তৃক অনুমোদিত প্রকল্পের ডিপিপিতে যন্ত্রপাতির তালিকায় কিংবা পূর্ত কাজের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত নেই। অনুমোদিত ডিপিপিতে ৬৪ টি জেলা হাসপাতালের প্রতিটিতে ০৫ শয্যা Critical Care Unit (CCU) স্থাপন সংক্রান্ত কার্যক্রমের সাথে অক্সিজেন প্ল্যান্ট স্থাপন কার্যক্রমের কিছুটা সম্পৃক্ততা থাকলেও ডিপিপিতে মেডিকেল যন্ত্রপাতি সংগ্রহের যে বিস্তারিত তালিকা দেয়া হয়েছে সেখানেও অক্সিজেন প্ল্যান্ট স্থাপনের কাজটি অন্তর্ভূক্ত নয়। বর্ণিত প্রকল্পের আওতায় জেলা হাসপাতাল ব্যতীত মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে CCU স্থাপনের কোন সংস্থান নেই। কিন্তু স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের বিবেচ্য প্রস্তাবে ২০ টি জেলা সদর হাসপাতাল ও ১০ টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে অক্সিজেন প্ল্যান্ট স্থাপনের বা সম্প্রসারণের প্রস্তাব করা হয়েছে। তবে করোনা ভাইরাস সংক্রমনের হার যেভাবে দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে সে বাস্তবতা বিবেচনায় এ মূহূর্তে হাসপাতালে অক্সিজেন প্ল্যান্ট স্থাপন করা জরুরী।

২.৩ এ পর্যায়ে সভাপতি বলেন, সারাদেশে করোনা টেস্টের পর্যাপ্ত সুবিধা না থাকায় সাধারণ মানুষ করোনা টেস্ট করতে বিড়ম্বনার শিকার হচ্ছে। বিভিন্ন জেলার করোনা মনিটরিং এর দায়িত্বে নিয়োজিত সচিবগণ কিংবা মাননীয় সংসদ সদস্যগণ তাকে পিসিআর মেশিন স্থাপন বা করোনা টেস্ট সুবিধা সম্প্রসারণের অনুরোধ করে থাকেন। সে দিক বিবেচনায় বর্ণিত প্রকল্পের আওতায় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রতি জেলায় পিসিআর ল্যাব স্থাপনের উদ্যোগ না নিয়ে কেন Central Oxygen Plant স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে এবং প্রকল্পের ডিপিপিতে সংস্থান না থাকা সত্বেও Central Oxygen Plant ক্রয়ের প্রস্তাব কেন করা হয়েছে। তাছাড়া, জরুরী অবস্থা বিবেচনা করে প্রকল্পের আওতায় সিভিল সার্জনগণ কর্তৃক স্থানীয়ভাবে পিসিআর মেশিন ক্রয় করতে পারেন কিনা তা তিনি জানতে চান।

২.৪ স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের বিভাগ প্রধান (পরিকল্পনা) জানান যে, বিশ্বব্যাংকের সহায়তাপুষ্ট আলোচ্য প্রকল্পে ৮২টি রিয়েল টাইম পিসিআর (RT-PCR) মেশিন ক্রয়ের সংস্থান রয়েছে। বিভিন্ন জেলার করোনা মনিটরিং এর দায়িত্বে নিয়োজিত সচিবগণ কিংবা মাননীয় সংসদ সদস্যগণের চাহিদা অনুযায়ী সারা দেশে করোনা টেস্টিং সুবিধার সহজলভ্যতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জরুরী ভিত্তিতে উল্লিখিত পিসিআর মেশিনসমূহ ক্রয় করে বিভিন্ন জেলায় স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে। সভাপতি একমত পোষণ করে বর্ণিত প্রকল্পে সংস্থানকৃত ৮২টি পিসিআর মেশিন ক্রয়ের কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তরকে নির্দেশনা দেন। সভায় উপস্থিত সকলে এ বিষয়ে একমত পোষণ করেন।

২.৫ স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বলেন, করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব শুরু হওয়ার পূর্বে বাংলাদেশে আইইডিসিআরসহ গুটি কয়েক পিসিআর ল্যাব ছিল। সারাদেশের মানুষের করোনা টেস্টিং সুবিধার সহজলভ্যতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে রাজস্ব বাজেটের আওতায় ইতোমধ্যে দেশের ২১টি জেলায় পিসিআর ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের সহায়তাপুষ্ট COVID 19 Emergency Response Assistance শীর্ষক প্রকল্পে ১৯৮টি পিসিআর মেশিন ক্রয়ের সংস্থান রয়েছে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় অবশিষ্ট ৪৩টি জেলায় পিসিআর ল্যাব স্থাপনের জন্য ইতোমধ্যে পিসিআর মেশিন ক্রয়ের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে মর্মে তিনি সভাকে জানান। অতঃপর তিনি বলেন চলমান করোনা প্রাদুর্ভাবের কারণে প্রতিদিন অনেক মুমূর্ষ রোগী হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছে। কিন্তু সকল হাসপাতালে পর্যাপ্ত অক্সিজেন সরবরাহ ব্যবস্থা না থাকায় সকল রোগীদেরকে প্রয়োজনীয় অক্সিজেন সরবরাহ করা দুরুহ হয়ে পড়ছে। এ বাস্তবতা বিবেচনায় কোভিড সংক্রান্ত National Technical Technical Committee এর পরামর্শ অনুযায়ী ৩০টি সরকারী হাসপাতালে Central

Oxygen Plant স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। তবে ডিপিপিতে না থাকার বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক বা বিশ্বব্যাংক সভাকে অবহিত করতে পারেন মর্মে তিনি জানান।

২.৬ বিশ্বব্যাংকের প্রতিনিধি বলেন, করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের শুরুতে এ প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ণের কাজ শুরু হয়। তখন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীদের জন্য যে সার্বক্ষণিক অক্সিজেন সরবরাহের প্রয়োজন হবে এ বিষয়টি জানা ছিল না বিধায় প্রকল্পের ডিপিপিতে Central Oxygen Plant স্থাপন সংক্রান্ত কার্যক্রম ডিপিপিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। কিন্তু এখন আন্তর্জাতিকভাবে কোভিড রোগীদের জন্য হাসপাতালে Central Oxygen Plant স্থাপনের পরামর্শ দেয়া হচ্ছে। এ বিষয়টি বিবেচনায় বিশ্বব্যাংক কর্তৃক স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সাথে আলোচনা করে ৩০টি সরকারী হাসপাতালে Central Oxygen Plant স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। তিনি জানান যে, স্থানীয় পর্যায়ে পিসিআর মেশিন সহজলভ্য নয়। আন্তর্জাতিক বাজারেও পিসিআর সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের তুলনায় চাহিদা অনেক বেশী। তাই দেশের স্থানীয় বাজারে দ্রুত পিসিআর মেশিন ক্রয়ের সম্ভাবনা কম। তিনি উল্লেখ করেন যে, Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) এর অর্থায়নে বাস্তবায়নের জন্য কার্যক্রম অন্তর্ভুক্তকরণের লক্ষ্যে খুব শীঘ্রই প্রকল্পের ডিপিপি সংশোধন করা হবে। সেসময় প্রকল্পের ডিপিপিতে Central Oxygen Plant স্থাপন সংক্রান্ত কার্যক্রমটি অন্তর্ভুক্তির শর্তে এ কার্যক্রমটি বাস্তবায়নের অনুমোদন দেয়ার জন্য তিনি অনুরোধ করেন।

২.৭ স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) বলেন, ইউনিসেফ ৩০ টি সরকারী হাসপাতালে Central Oxygen Plant স্থাপনের জন্য যে মূল্য প্রস্তাব করেছে ১০,৮৫২,২৯১ ইউএস ডলার এর সমপরিমাণ ৯২.২৪ কোটি টাকা, তা এ বিভাগের আওতাধীন নিমিউ ও টেমিউ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত প্রাক্কলনের সাথে মিল নেই। ইউনিসেফ কর্তৃক প্রস্তাবিত মুল্য অধিক বলে প্রতীয়মান হয়েছে। এছাড়া, বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে প্রস্তাবিত এ ক্রয় কার্যক্রমটি কোন নীতিমালা ও বিধি বিধান অনুসরণ করে সম্পাদন করা হবে এ বিষয়টি স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন।

২.৮ বিশ্বব্যাংকের প্রতিনিধি বলেন, বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে প্রকল্প পরিচালক কোন কিছু ক্রয় করতে চাইলে সেক্ষেত্রে বিশ্বব্যাংকের ক্রয়নীতিমালা অনুসরণ করতে হয়। কিন্তু এ ক্রয় প্রক্রিয়াটি যেহেতু ইউনিসেফ সম্পাদন করবে, সেক্ষেত্রে ইউনিসেফ UN Procurement Guideline অনুসরণ করে উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি বা সরাসরি দরপত্র পদ্ধতিতে ক্রয় কার্যক্রম সম্পাদন করবে এবং এ ক্রয়ের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বিশ্বব্যাংক হতে সরাসরি ইউনিসেফ কে পরিশোধ করা হবে। ইউনিসেফ দরপত্র আহ্বানপূর্বক প্রাপ্ত দরপত্রসমুহের মুল্যায়ন কার্যক্রম সম্পাদন করে UNICEF Headquarter এর অনুমোদন নিয়ে নির্বাচিত সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করবে মর্মে তিনি জানান। বর্ণিত প্রকল্পের Project Appraisal Document (PAD) এর ৫৮ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপি'র আওতায় মেডিকেল যন্ত্রপাতির ক্রয় কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় যে কোন ইউএন এজেন্সীকে নিয়োজিত করতে পারে। সে আলোকে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পক্ষে ইউনসেফ এ কার্যক্রমটি বাস্তবায়ন করবে। এ বিষয়ে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ অনুমোদন দিতে পারে মর্মে তিনি সভাকে জানান। তিনি আরো জানান যে, ইউনিসেফের সাথে স্বাক্ষরের লক্ষ্যে যে Agreement প্রস্তুত করে অনুমোদনের জন্য স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের উন্নয়ন অনুবিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে, এটি কোন Contract বা Financing Agreement নয়। এটি প্রকৃতপক্ষে একটি Memorandum of Understanding (MoU)। কিন্তু বিশ্বব্যাংকের ভাষায় এটিকে Agreement বলা হয়। সুতরাং ইউনিসেফের এর মাধ্যমে ১০.৫৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে UN Procurement Guideline অনুসরণ করে ৩০টি সরকারী হাসপাতালের জন্য Central Oxygen Plant ক্রয়ের বিষয়টি অনুমোদন করা যেতে পারে মর্মে তিনি পুনরায় অভিমত প্রকাশ করেন।

২.৯ পরিকল্পনা কমিশনের আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগের প্রতিনিধি বলেন সরকারী খাতে বিনিয়োগ প্রকল্প অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ সংক্রান্ত পরিপত্রের অনুচ্ছেদ ১৬.১৯ অনুযায়ী বাস্তবায়ন পর্যায়ে প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান রাখার স্বার্থে সীমিত আকারে নতুন কোন অঙ্গ অন্তর্ভুক্তি বা অনুমোদিত অঙ্গের ব্যয়/পরিমাণের কোন পরিবর্তন জরুরী প্রয়োজন হলে এবং প্রকল্প সংশোধন যদি সময় সাপেক্ষ হয় তাহলে প্রকল্প সংশোধনের পূর্বে পরিকল্পনা কমিশনের অনুমতি

গ্রহণপূর্বক তা করা যাবে। বিভাগ প্রধান, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ জানান যে প্রস্তাবিত Central Oxygen Plant সরাসরি মেডিকেল যন্ত্রপাতির তালিকায় অন্তর্ভুক্ত না থাকলেও তা ডিপিপির অংগ আইসোলেশান ইউনিট বা সিসিইউ এর একটি অপরিহার্য অংশ। তাছাড়া, অনুমোদিত ডিপিপির ১৪.১৩ অনুচ্ছেদে সংযুক্ত যন্ত্রপাতির তালিকা চূড়ান্ত নয় বলে উল্লেখ আছে এবং ডিপিপি'র অংগভিত্তিক প্রাক্কলিত ব্যয়ের মধ্যে মেডিকেল যন্ত্রপাতি/পূর্ত কাজের জন্য সংস্থানকৃত ব্যয়ের সাথে সংগতিপূর্ণ। তাই ৩০টি সরকারী হাসপাতালে Central Oxygen Plant স্থাপন কার্যক্রমটি সম্পুর্ন নতুন অংগ হিসেবে বিবেচনা না করে তা খসড়া তালিকার একটি পরিপূরক আইটেম হিসেবে গণ্য করা যায়। সেজন্য ভবিষ্যতে ডিপিপি সংশোধনকালীন সময়ে অন্তর্ভুক্তির শর্তে প্রস্তাবিত কার্যক্রম বাস্তবায়নের সুপারিশ করা যেতে পারে।

২.১০ সভাপতি এ প্রস্তাবের সাথে একমত পোষণ করে বলেন, জরুরী প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি বিবেচনায় ভবিষ্যতে ডিপিপি সংশোধনকালীন সময়ে অন্তর্ভুক্তির শর্তে ৩০টি সরকারী হাসপাতালে Central Oxygen Plant স্থাপন কার্যক্রমটি বাস্তবায়নের সুপারিশ করা যেতে পারে। পাশাপাশি বিশ্বব্যাংকের পরামর্শ মোতাবেক Project Appraisal Document (PAD) এর উল্লেখিত অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বিবেচ্য কার্যক্রমটি ইউনিসেফের মাধ্যমে ইউনিসেফ কর্তৃক প্রস্তাবিত ১০.৮৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে UN Procurement Guideline অনুসরণ করে ক্রয়ের বিষয়ে অনুমোদনেরও সুপারিশ করা যেতে পারে। সভায় উপস্থিত সকলে এ বিষয়ে একমত পোষণ করেন।

২.১১ স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের বিভাগ প্রধান (পরিকল্পনা) বলেন, বর্ণিত প্রকল্পের আওতায় ইউনিসেফের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী ক্রয়ের জন্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ইউনিসেফের সাথে ১০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে। উক্ত ক্রয় পরিকল্পনায় High Flow Nasal Canulae (HFNC) অন্তর্ভুক্ত নেই। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীদের জন্য High Flow Nasal Canulae (HFNC) জরুরী হয়ে পড়েছে। সেজন্য ইতোপূর্বে ইউনিসেফের সাথে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকের ক্রয় পরিকল্পনায় High Flow Nasal Canulae (HFNC) অর্ন্তভুক্ত করে সমঝোতা স্মারকটি সংশোধনের জন্য বিশ্বব্যাংক হতে অনুরোধ করা হয়েছে মর্মে তিনি জানান।

২.১২ এ পর্যায়ে সভাপতি বলেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সকল ধরণের মেডিকেল যন্ত্রপাতি ক্রয় ও বিতরণের লক্ষ্যে সিএমএসডি সৃষ্টি করা হয়। সম্প্রতি সিএমএসডিতে প্রয়োজনীয় দক্ষ কর্মকর্তা পদায়নের মাধ্যমে সিএমএসডিকে শক্তিশালী করা হয়েছে এবং ক্রয় প্রক্রিয়ায় শতভাগ স্বচ্ছতা নিশ্চিত করে ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পাদন করা হচ্ছে। এমতাবস্থায়, করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীদের জন্য প্রয়োজনীয় High Flow Nasal Canulae (HFNC) ইউনিসেফের মাধ্যমে ক্রয় না করে সিএমএসডির মাধ্যমে ক্রয় করা যেতে পারে। তিনি উল্লেখ করেন যে, করোনা মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ও সুরক্ষা সামগ্রী বিভিন্ন মাধ্যমে ক্রয় করা হচ্ছে। এতে সমন্বয়হীনতা পরিলক্ষিত হচ্ছে এবং ক্রয় কাজে দ্বৈততা সৃষ্টি সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। সেজন্য করোনা মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় মেডিকেল যন্ত্রপাতি ও সুরক্ষা সামগ্রী ক্রয়ে সমন্বয় রক্ষা এবং দ্বৈততা পরিহার করার লক্ষ্যে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালককে সভাপতি করে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ (উন্নয়ন, হাসপাতাল ও পরিকল্পনা অনুবিভাগ), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, সিএমএসডি, সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক এবং সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি কমিটি করা যেতে পারে। সভায় উপস্থিত সকলে এ বিষয়ে একমত পোষণ করেন।

২.১৩ বিশ্বব্যাংকের প্রতিনিধি জানান যে, Project Appraisal Document (PAD) অনুসারে বর্ণিত প্রকল্পের ক্রয় কার্যক্রম সিএমএসডির মাধ্যমে সম্পন্ন করা যেতে পারে। তবে সেক্ষেত্রে প্রতিটি ক্রয় কাজের টেন্ডার কমিটিতে বিশ্বব্যাংকের পক্ষে একজন স্বতন্ত্র ক্রয় পরামর্শক নিয়োগ করতে হবে। তিনি বলেন প্রস্তাবিত High Flow Nasal Canulae (HFNC) সিএমএসডির মাধ্যমে ক্রয়ের উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে। পাশাপাশি ইউনিসেফের ক্রয় পরিকল্পনায় এটি অন্তর্ভুক্ত করে স্বাক্ষরিত চুক্তি সংশোধন করা যেতে পারে। যদি কোন কারণবশতঃ সিএমএসডির মাধ্যমে ক্রয় করা সম্ভব না হয়, সেক্ষেত্রে ইউনিসেফের মাধ্যমে ক্রয়ের সুযোগ থাকবে মর্মে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন।

২.১৪ এ পর্যায়ে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের বিভাগ প্রধান (পরিকল্পনা) বলেন, বাংলাদেশে করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব মোকাবেলায় Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) বিশ্বব্যাংকের সাথে ১০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার Co-lending করবে। উক্ত অর্থ এ প্রকল্পের মাধ্যমে ব্যয় করা হবে। Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) কর্তৃক প্রদেয় অর্থায়নে বাস্তবায়নের জন্য নতুন কার্যক্রম চিহ্নিতপূর্বক এ প্রকল্পের ডিপিপিতে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য ইআরডি হতে তাগিদ দেয়া হচ্ছে। সেলক্ষ্যে প্রকল্পটি সংশোধন করতে হবে। পরিকল্পনা কমিশনের যুগ্ম-প্রধানও জরুরীভিত্তিতে প্রকল্পের ডিপিপি সংশোধনের উদ্যোগ নেয়ার জন্য অনুরোধ করেন। সভাপতি Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) কর্তৃক প্রদেয় অর্থায়নে বাস্তবায়নের জন্য কার্যক্রম আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে চিহ্নিত করে এবং উক্ত কার্যক্রম ডিপিপিতে অন্তর্ভুক্ত করে প্রকল্পের ডিপিপি সংশোধনপূর্বক আগামী ৩ (তিন) সপ্তাহের মধ্যে এ বিভাগে প্রেরণের জন্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তরকে নির্দেশনা দেন।

৩. সিদ্ধান্তঃ

অতঃপর বিস্তারিত আলোচনা শেষে সভায় নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

৩.১ করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীদের জরুরী প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি বিবেচনায় ভবিষ্যতে ডিপিপি সংশোধনকালীন সময়ে ডিপিপিতে অন্তর্ভুক্তির শর্তে ৩০টি সরকারী হাসপাতালে Central Oxygen Plant স্থাপন ও বর্ধিতকরণ কার্যক্রমটি Project Appraisal Document (PAD) এর আলোকে ইউনিসেফের মাধ্যমে বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তাবিত ১০.৮৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে UN Procurement Guideline অনুসরণ করে সংগ্রহের বিষয়ে ও এতদুদ্দেশ্যে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক ইউনিসেফের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরের বিষয়টি অনুমোদনের সুপারিশ করা হলো;

৩.২ প্রকল্পে সংস্থানকৃত ৮২টি পিসিআর মেশিন জরুরীভিত্তিতে সংগ্রহপূর্বক বিভিন্ন জেলায় স্থাপন করতে হবে;

৩.৩ করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীদের জন্য প্রয়োজনীয় High Flow Nasal Canulae (HFNC) সিএমএসডির মাধ্যমে ক্রয়ের উদ্যোগ নিতে হবে। পাশাপাশি ইউনিসেফের ক্রয় পরিকল্পনায় এটি অন্তর্ভুক্ত করে স্বাক্ষরিত চুক্তি সংশোধন করতে হবে;

৩.৪ করোনা মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও সুরক্ষা সামগ্রী ক্রয়ে সমন্বয় রক্ষা ও দ্বৈততা পরিহার করার লক্ষ্যে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক-কে সভাপতি করে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, সিএমএসডি, সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক এবং সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করতে হবে। করোনা সংক্রান্ত সকল ধরণের যন্ত্রপাতি ও সুরক্ষা সামগ্রী ক্রয়ের পরিকল্পনা সুপারিশের জন্য এ কমিটিতে উপস্থাপন করতে হবে।

৩.৫ Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) কর্তৃক প্রদেয় অর্থায়নে বাস্তবায়নের জন্য কার্যক্রম আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে চিহ্নিত করতে হবে এবং উক্ত কার্যক্রম ডিপিপিতে অন্তর্ভুক্ত করে প্রকল্পের ডিপিপি সংশোধনপূর্বক আগামী ৩ (তিন) সপ্তাহের মধ্যে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।

৪. পরিশেষে সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

২১/০৭/২০২০

(মো. আবদুল মান্নান)
সচিব
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
ও সভাপতি
প্রকল্প স্টিয়ারিংকমিটি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
স্বাস্থ্য-১ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

নং-৪৫.০০.০০০০.১৯১.১৪.০৫৮.২০২০(অংশ-১)-৪৮৭

তারিখঃ ২২ ভাদ্র ১৪২৭ বঙ্গাব্দ
০৬ সেপ্টেম্বর ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়: ৩১.০৮.২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নপুষ্ট 'COVID-19 Emergency Response and Pandemic Preparedness' উপর স্টিয়ারিং কমিটি'র ৩য় সভার অনুমোদিত কার্যবিবরণী।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের আওতায় স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নপুষ্ট 'COVID-19 Emergency Response and Pandemic Preparedness' শীর্ষক প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির ৩য় সভা গত ৩১.০৮.২০২০ তারিখে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সভা কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সচিব ও প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটি'র সভাপতি জনাব মো. আবদুল মান্নান। উক্ত সভার অনুমোদিত কার্যবিবরণী সদয় অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এতদ্‌সংগে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: সাত (০৭) পাতা।

মোঃ ইব্রাহীম খলিল
সিনিয়র সহকারী প্রধান
ফোনঃ ৯৫১৪০৯২

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

১. সদস্য (সিনিয়র সচিব), সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।
২. সিনিয়র সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শের-ই-বাংলানগর, ঢাকা। [দৃষ্টি আকর্ষণঃ যুগ্ম-প্রধান, এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগ]
৩. সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা [দৃষ্টি আকর্ষণ: যুগ্মসচিব বাজেট-৪ অধিশাখা]।
৪. সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা [দৃষ্টি আকর্ষণ: যুগ্মসচিব, সিআর অধিশাখা]।
৫. সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা [দৃষ্টি আকর্ষণ: অতিরিক্ত সচিব, বিশ্বব্যাংক অনুবিভাগ]।
৬. সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শের-ই-বাংলানগর, ঢাকা।[দৃঃআঃ মহাপরিচালক সেক্টর-৫]
৭. সদস্য, আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।[দৃষ্টি আকর্ষণঃ যুগ্ম-প্রধান (স্বাস্থ্য)]
৮. সদস্য, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা। [দৃষ্টি আকর্ষণঃ যুগ্ম-প্রধান (আসা)]
৯. মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
১০. বিভাগ প্রধান (পরিকল্পনা), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১১. অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
১২. অতিরিক্ত সচিব (আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও অডিট), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৩. অতিরিক্ত সচিব (হসাপাতাল), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৪. অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পরিকল্পনা), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা
১৫. যুগ্মসচিব (প্রকল্প বাস্তবায়ন), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৬. অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (স্বাস্থ্য), গণপূর্ত অধিদপ্তর, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
১৭. উপ-প্রধান (পরিকল্পনা), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

১৮. উপ-প্রধান (পিএমএমইউ), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৯. উপ-প্রধান (সংযুক্ত), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২০. পরিচালক (পরিকল্পনা ও গবেষণা), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
২১. প্রকল্প পরিচালক, 'COVID-19 Emergency Response and Pandemic Preparedness' শীর্ষক প্রকল্প, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
২২. উপ-প্রকল্প পরিচালক, 'COVID-19 Emergency Response and Pandemic Preparedness' শীর্ষক প্রকল্প, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
২৩. Ms. Iffat Mahmul, Senior Operations Officer, World Bank Office Dhaka, E-32 Agargaon, Sher-E-Bangla Nagar, Dhaka-1207.

অনুলিপি সদয় অবগতি জন্যঃ

১। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাপকম, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
স্বাস্থ্য-১ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

বিষয়ঃ ৩১.০৮.২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত 'COVID-19 Emergency Response and Pandemic Preparedness' শীর্ষক প্রকল্পের ষ্টিয়ারিং কমিটির ৩য় সভার কার্যবিবরণী।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের আওতায় স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন বিশ্বব্যাংকের সহায়তাপুষ্ট 'COVID-19 Emergency Response and Pandemic Preparedness' শীর্ষক প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির ৩য় সভা গত ৩১.০৮.২০২০ তারিখে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে Zoom link এর মাধ্যমে virtually অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সচিব ও প্রকল্প ষ্টিয়ারিং কমিটির সভাপতি জনাব মো. আবদুল মান্নান। সভায় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ স্বশরীরে সভাকক্ষে উপস্থিতিতে এবং অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও সংস্থার সদস্যবৃন্দ virtually যোগদান করেন। সভায় সভাকক্ষে উপস্থিত ও virtually যোগদানকারী কর্মকর্তাবৃন্দের তালিকা পরিশিষ্ট - 'ক' তে সংযুক্ত করা হল।

২. উপস্থাপনা ও আলোচনাঃ

২.১ সভাপতি সভায় উপস্থিত এবং Virtually যোগদানকারী স্টিয়ারিং কমিটি'র সদস্য এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের স্বাগত জানিয়ে সভা শুরু করেন। সংক্ষিপ্ত পরিচিতি পর্বের পর তিনি স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের বিভাগ-প্রধান (পরিকল্পনা)-কে সভার বিষয়বস্তু উপস্থাপনের আহবান জানান। বিভাগ-প্রধান (পরিকল্পনা) জানান যে, সারা বিশ্বের মত বাংলাদেশেও কোভিড-১৯ ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব মহামারী আকারে দেখা দেয়ায় কোভিড-১৯ মোকাবেলায় বাংলাদেশের সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ সংক্রমণ প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ এবং চিকিৎসা ব্যবস্থা শক্তিশালী ও উন্নতিকরণের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের আওতায় স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার ও বিশ্বব্যাংক-এর সহায়তায় 'COVID-19 Emergency Response and Pandemic Preparedness' শীর্ষক প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়, যা গত ১৮ এপ্রিল ২০২০ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে গত ০২ জুন ২০২০ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত একনেক বৈঠকে প্রকল্পটি চূড়ান্ত অনুমোদন লাভ করে। প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ১১২৭৫১.৬১ লক্ষ টাকা, যার মধ্যে জিওবি ২৭৭৫১.৬১ লক্ষ টাকা এবং বিশ্বব্যাংকের অর্থায়ন ৮৫০০০.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল এপ্রিল ২০২০ হতে জুন ২০২৩ পর্যন্ত।

২.২ তিনি আরো জানান যে, আলোচ্য প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপিতে পিসিআরসহ ২১টি (১৭টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ৩টি সংক্রামক ব্যাধি হাসপাতাল ও ১টি বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান- বিআইটিআইডি, চট্টগ্রাম) প্রতিষ্ঠানে আধুনিক মাইক্রোবায়োলজি পরীক্ষাগার সম্প্রসারণ, প্রতিটি জেলা সদর হাসপাতালে ৫-শয্যার ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিট (৩২০ বেড) (ICU) এবং ২০-শয্যার আইসোলেশন সেন্টার (১২৮০ বেড) স্থাপন, ৩টি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, ৮টি অভ্যন্তরীণ বিমানবন্দর এবং ০৩টি সমুদ্র বন্দর (মংলা, পতেঙ্গা ও পায়রা)-এ ১৬টি মেডিকেল সেন্টার স্থাপন, ৪৯২টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ৬৪টি জেলা হাসপাতাল ও ১৭টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে হ্যান্ড ওয়াশ-কর্ণার (পুরুষ ও মহিলা পৃথক)

স্থাপন, ১৭টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালসমূহে Infectious Diseases Department, জেলা পর্যায়ে সিভিল সার্জন কার্যালয়ে ৬৪টি Epedemiological-unit এবং সেকেন্ডারি ও টারশিয়ারী হাসপাতালসমূহে ৮১টি IPC unit স্থাপনের সংস্থান রয়েছে। এছাড়া, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মহাখালিতে ফ্রন্ট লাইন ওয়ার্কারদের (ডাক্তার, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মী, সরকারী কর্মকর্তা, পুলিশ, আনসার প্রমুখ) জন্য একটি ২৫০ শয্যার পৃথক কোভিড-১৯ হাসপাতাল চালু করার সংস্থান রয়েছে। তাছাড়া, এ প্রকল্পের আওতায় ৩২০টি আধুনিক আইসিইউ বিছানা (ICU Bed), ৩২০টি ভেন্টিলেটর, এবং ৮২টি রিয়েল টাইম পিসিআর (RT-PCR) মেশিন এবং মেডিকেল যন্ত্রপাতি ও পিপিই সামগ্রী ক্রয় এবং প্রকল্পের আওতায় সৃষ্ট স্থাপনাগুলোর জন্য প্রয়োজনীয় জনবল চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ করার সংস্থান ছিল বলে তিনি সভাকে অবহিত করেন।

২.৩ এ পর্যায়ে সভাপতি প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কে জানতে চাইলে প্রকল্প পরিচালক জানান যে, ২০১৯-২০ অর্থ বছরের আরএডিপিতে প্রকল্পের অনুকুলে মোট বরাদ্দ ছিল ২০৬০০.০০ লক্ষ টাকা। তন্মেধ্যে জিওবি ৩৯৪২.০০ লক্ষ টাকা; প্রকল্প সাহায্য ১৬৭২৩.০০ লক্ষ টাকা। ২০১৯-২০ অর্থ বছরে মোট ব্যয় হয়েছে ১১৫১১.৪৬ লক্ষ টাকা; বাস্তবায়ন অগ্রগতির হার ৫৫.৮৮%। প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি সম্পর্কে তিনি জানান যে, প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে আইসিইউ বেড (ফুল ফাংশনড এ্যাক্সেসরিজসহ), ইমারজেন্সী ভেন্টিলেটর (এ্যাক্সেসরিজসহ), কম্প্রেসড গ্যাস পাওয়ার ভেন্টিলেটর (এ্যাক্সেসরিজসহ), পাওয়ার এ্যাসিটেড পিউরিফাইং রেসপিরেটর, থ্রি-ফাংশন/ ফাইভ ফাংশন বেড এবং আইআর থার্মোমিটার (হ্যান্ড হেল্ডল) ২.৫ লক্ষ পিপিই (গাউন), এক লক্ষ এন ৯৫ মাস্ক এবং ১৫৫০ টি আইআর থার্মোমিটার ক্রয় করা হয়েছে। এছাড়া, ৪.৭৫ কোটি টাকা ব্যয়ে CoronaBD Mobile App and National Corona Care System on Central Web Application APP, ৮৫.৮০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে Awareness building TVC regarding disposal of COVID-19 dead bodies এবং ৫৮.২২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে TVC Clip for Awareness, Education, Risk Communication & Counter Misinformation তৈরী করা হয়েছে মর্মে সভাকে জানান।

২.৪ এ পর্যায়ে সভাপতি প্রকল্পের প্রস্তাবিত সংশোধিত ডিপিপির বিষয়ে জানতে চাইলে বিভাগ প্রধান (পরিকল্পনা) জানান যে, বাংলাদেশে করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব মোকাবেলায় Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) বিশ্বব্যাংকের সাথে ১০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার Co-lending করবে। উক্ত অর্থ এ প্রকল্পের মাধ্যমে ব্যয় করা হবে। AIIB কর্তৃক প্রদেয় অর্থায়নে বাস্তবায়নের জন্য নতুন কার্যক্রম চিহ্নিতপূর্বক এ প্রকল্পের ডিপিপিতে অন্তর্ভুক্ত করা এবং করোনা ভাইরাসের সংক্রমণের গতি প্রকৃতি পর্যালোচনা করে এ রোগের Prevention and Control mechanism পরিবর্তন হওয়ায়, Bangladesh Prepared and Response Plan for COVID-19 এর আলোকে নতুন কার্যক্রম অন্তর্ভুক্তিকরণ এবং বাস্তবতার আলোকে অংগভিত্তিক অসংগতি দূরীকরণ ও প্রাক্কলিত ব্যয় যুক্তিযুক্ত করার কারণে ডিপিপি সংশোধন করা হচ্ছে। অতঃপর তিনি জানান যে, প্রস্তাবিত সংশোধনে জিওবি বাবদ ৯৭৮৪.৬৬ লক্ষ টাকা হ্রাস করা হয়েছে এবং প্রকল্প সাহায্য ৮৪৯০০.০০ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে। ফলে এক্ষণে প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৭৫১১৫.৩৪ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পেয়ে মোট ১৮৭৮৬৬.৯৬ লক্ষ টাকা দাঁড়িয়েছে, যার মধ্যে জিওবি ১৭৯৬৬.৯৬ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ১৬৯৯০০.০০ লক্ষ টাকা।

২.৫ এ পর্যায়ে সভাপতি সভায় উপস্থিত সদস্যদের মতামত জানতে চাইলে বিশ্বব্যাংকের প্রতিনিধি বলেন প্রস্তাবিত সংশোধিত ডিপিপিতে সকল জেলা সদর হাসপাতালে ১০ শয্যার আইসিইউ ইউনিট স্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে। এছাড়াও ২৭ টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ও ৩টি বিশেষায়িত হসাপাতালে মাইক্রোবাইলোজি ল্যাব স্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে। তিনি উল্লেখ করেন যে, পিসিআর ল্যাবের জন্য মেডিকেল টেকনোলজিষ্ট ও অন্যান্য সহায়ক কর্মচারীর সংকট

রয়েছে। আইসিইউ পরিচালনার জন্য স্পেশালিস্ট ডাক্তার, প্রশিক্ষিত নার্স ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক জনবলের জন্য ডিপিপিতে সংস্থান রাখা প্রয়োজন। উল্লেখ্য, রাজস্বখাতে জনবলের পদসৃষ্টির বিষয়টি সময়সাপেক্ষ বিষয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রকল্পের আওতায় যেসকল নতুন অবকাঠামো নির্মাণ করা হবে সেগুলোর জন্য interim period অর্থাৎ ১(এক) বছরের জন্য চুক্তিভিত্তিক প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগের সংস্থান রাখার জন্য তিনি অনুরোধ করেন। বিভাগ প্রধান জানান যে, প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপিতে চুক্তিভিত্তিক জনবল নিয়োগের সংস্থান ছিল। কিন্তু গত ০৫.০৮.২০২০ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে মুখ্যসচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় সিদ্ধান্ত মোতাবেক চুক্তিভিত্তিক জনবল নিয়োগের প্রস্তাবটি বাদ দেয়া হয়েছে। তবে প্রকল্পের আওতায় যে সকল অবকাঠামো নির্মাণ করা হবে সেগুলো যেন অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে না থাকে সেজন্য বিশ্বব্যাংকের প্রস্তাব বিবেচনায় নিয়ে এক বছরের জন্য পরামর্শক খাতে চুক্তিভিত্তিক জনবল নিয়োগের সংস্থান রাখা যেতে পারে মর্মে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন।

২.৬ বিশ্বব্যাংকের প্রতিনিধি বলেন বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় ভ্যাক্সিন ক্রয়ের প্রস্তাবকে বিশ্বব্যাংক স্বাগত জানায়। তবে ভ্যাক্সিন সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় Cold Chain Management System এবং সরবরাহের জন্য transportation System রয়েছে কিনা তা যাচাই করে দেখার জন্য তিনি অনুরোধ করেন। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি বলেন, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ইপিআই কর্মসূচির আওতায় করোনা ভ্যাক্সিন সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় Cold Chain Management System রয়েছে কিনা তা যাচাই করার জন্য একটি কমিটি গঠন করা যেতে পারে এবং করোনা ভ্যাক্সিন প্রদানের লক্ষ্যে একটি Micro-plan করা যেতে পারে মর্মে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পরিচালক (পরিকল্পনা ও গবেষণা) বলেন, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের টিকাদান কর্মসূচির আওতায় Cold Chain Management System এবং vaccine transpotation system রয়েছে; যা ব্যবহার করে করোনা ভ্যাক্সিন সংরক্ষণ ও সরবরাহ করা যেতে পারে। তবে প্রয়োজন অনুভূত হলে ইপিআইকে সাপোর্ট দেয়ার জন্য vaccine transpotation বাবদ প্রযোজনীয় অর্থের বরাদ্দ সংস্থান রাখা যেতে পারে।

২.৭ সভাপতি বলেন প্রকল্পের আওতায় নির্মিতব্য অবকাঠামোসমূহ যেন অব্যবস্থায় পড়ে না থাকে সেলক্ষ্যে প্রকল্পে চুক্তিভিত্তিক (পরামর্শক খাতে) জনবল নিয়োগের সংস্থান রাখতে হবে। পাশাপাশি প্রকল্প বাস্তবায়নের শুরুতেই উক্ত অবকাঠামোগুলোর জন্য রাজস্ব খাতে জনবলের পদ সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। অতঃপর তিনি বলেন, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ইপিআই কর্মসূচির আওতাধীন Cold Chain Management System এবং vaccine transpotation system ব্যবহার করে করোনা ভ্যাক্সিন সংরক্ষণ ও মাঠ পর্যায়ে সরবরাহ করা হবে। তবে ইপিআইকে অতিরিক্ত সাপোর্ট দেয়ার জন্য প্রস্তাবিত সংশোধনে vaccine transpotation বাবদ প্রয়োজনীয় অর্থের বরাদ্দ সংস্থান রাখা যেতে পারে। এছাড়া, করোনা ভ্যাক্সিন প্রদানের লক্ষ্যে একটি Micro-plan করা যেতে পারে মর্মে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন। সভায় উপস্থিত সকলে এ বিষয়ে একমত পোষণ করেন।

২.৮ এ পর্যায়ে বিভাগ প্রধান (পরিকল্পনা) বলেন আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় ২৭টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পিসিআর ল্যাব স্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে। তিনি উল্লেখ করেন যে, বাংলাদেশে বর্তমানে মোট ৩৭টি সরকারী মেডিকেল কলেজ রয়েছে। তন্মেধ্যে ১০টি মেডিকেল কলেজের কোন অবকাঠামো এখনও তৈরী হয়নি। অবশিষ্ট ২৭টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মধ্যে ঢাকা শহরের ৪টি এবং বিভাগ/জেলা পর্যায়ের ১৯টি সহ মোট ২৩ টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পিসিআর ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। শুধুমাত্র ৪টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পিসিআর ল্যাব নেই। এমতাবস্থায়, সংশোধিত ডিপিপিতে ২৭টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পিসিআর ল্যাব স্থাপনের সংস্থান রাখা হবে কিনা এ বিষয়ে জানতে চাইলে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) বলেন, এখনো জেলা পর্যায়ে করোনা টেস্টিং

সুবিধা পর্যাপ্ত নয়। জেলা পর্যায়ে স্যাম্পল দেয়ার পর রিপোর্ট পেতে ৪/৫ দিন সময় লাগে। সুতরাং জেলা পর্যায়ে পিসিআর ল্যাবের সংখ্যা বাড়ানো উচিত। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পরিকল্পনা ও গবেষণা) বলেন, প্রতিটি বিভাগীয় শহরে এমন একটি ল্যাব থাকা উচিত যেখানে কমপক্ষে দৈনিক ১০০০টি টেস্ট করা যায়। সে অনুযায়ী বিভাগীয় শহরে অবস্থিত মেডিকেল কলেজ হাসপাতালসমূহে ৩/৪টি পিসিআর মেশিন স্থাপন করা যেতে পারে। এছাড়া, বড় জেলাসমূহে (যেমন: কুমিল্লায়) অবস্থিত মেডিকেল কলেজে ২টি করে পিসিআর মেশিন স্থাপন করা যেতে পারে মর্মে তিনি অভিমত পোষণ করেন। এ পর্যায়ে সভাপতি বলেন, ঢাকা ব্যতীত অন্যান্য বিভাগীয় শহরে অবিস্থত মেডিকেল কলেজ হাসপাতালসমূহে প্রতিদিন ১০০০টি টেস্ট করার ক্ষমতাসম্পন্ন পিসিআর ল্যাব স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় পিসিআর মেশিন এবং বড় জেলাসমূহের মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ২টি করে পিসিআর মেশিন এবং অন্যান্য জেলার মেডিকেল কলেজ হাসপাতালসমূহে ১টি করে পিসিআর মেশিন স্থাপন করা যেতে পারে। এ বিষয়ে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পরিকল্পনা) সংশ্লিষ্ট মেডিকেল কলেজ ও জেলাসমূহের সাথে যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় পিসিআর মেশিনের সংখ্যা নির্ধারণ করে আরডিপিপিতে সংস্থান রাখা হবে বলে সভায় জানান। সভায় উপস্থিত সকলে এ বিষয়ে একমত পোষণ করেন।

২.৯ স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের উপ-প্রধান (পরিকল্পনা) বলেন, প্রস্তাবিত সংশোধিত ডিপিপিতে সংযুক্ত ক্রয় পরিকল্পনায় Medical Waste Management Plant স্থাপন কার্যক্রমকে ২০টি প্যাকেজে, ৩০টি হাসপাতালে সেন্ট্রাল অক্সিজেন সিস্টেম স্থাপন কার্যক্রমকে ৩০টি প্যাকেজে, মাইক্রোবায়োলজি ল্যাব স্থাপন কার্যক্রমকে ২৭টি প্যাকেজে, জেলা সদর হাসপাতালে আইসোলেশান সেন্টার ও আইসিইউ ইউনিট স্থাপন কার্যক্রমকে ৬২টি প্যাকেজে এবং মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আইসিইউ ইউনিট স্থাপন কার্যক্রমকে ১০টি প্যাকেজে বিভক্ত করা হয়েছে। গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক ঐ সকল প্যাকেজ প্রস্তুত করা হয়েছে; যা যথাযথ নয় বলে প্রতীয়মান হয়। এছাড়া, প্রস্তাবিত সংশোধিত ডিপিপিতে সংযুক্ত ক্রয় পরিকল্পনায় দরপত্র অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ এবং দরপত্র/ক্রয় পদ্ধতিতে অসংগতি রয়েছে। প্রস্তাবিত সংশোধনে করোনা ভ্যাক্সিন ক্রয় বাবদ অর্থের বরাদ্দ সংস্থান রাখা হলেও ভ্যাক্সিন ক্রয়ের কোন ক্রয় পরিকল্পনা আরডিপিতে সংযুক্ত করা হয়নি। এছাড়া, যে সকল ক্রয় কার্যক্রম ইতিমধ্যে সম্পন্ন হয়ে গেছে সেগুলোর ক্ষেত্রে প্রকল্পের ক্রয় পরিকল্পনায় actual cost and actual date উল্লেখ করা হয়নি। এছাড়াও, প্রকল্পের প্রস্তাবিত সংশোধিত ডিপিপিতে নির্মাণ কাজের নকশা ও পূর্ত-নির্মাণ কাজের ব্যয় প্রাক্কলন সংযুক্ত করা হয়নি; যা আবশ্যিকভাবে সংযুক্ত করা প্রয়োজন মর্মে তিনি সভাকে জানান।

২.১০ বিভাগ প্রধান (পরিকল্পনা) বলেন, প্রস্তাবিত সংশোধনে ৩০টি সরকারী হাসপাতালে সেন্টাল অক্সিজেন সিস্টেম স্থাপন এবং গ্যাস পাইপ লাইন বর্ধিতকরণের প্রস্তাব করা হয়েছে। কিন্তু আরডিপিপিতে হাসপাতালসমূহের নামের তালিকা সংযুক্ত করা হয়নি। অন্যান্য প্রকল্পের অধীনেও এ ধরনের কার্যক্রম বাস্তবায়নাধীন আছে। এ কার্যক্রম বাস্তবায়নে যাতে দ্বৈততা সৃষ্টি না হয় সেজন্য হাসপাতালের তালিকা সংযুক্ত করা সমীচীন হবে। বিশ্বব্যাংকের প্রতিনিধি বলেন, ৩০টি সরকারী হাসপাতালে সেন্ট্রাল অক্সিজেন সিস্টেম স্থাপন এবং গ্যাস পাইপলাইন বর্ধিতকরণ কার্যক্রমটি বিশ্বব্যাংক কর্তৃক ইউনিসেফের মাধ্যমে বাস্তবায়নের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে এবং এটি একটি প্যাকেজের মাধ্যমে ইউএন গাইডলাইন অনুসরণ করে সম্পন্ন করা হবে । সে অনুযায়ী এ কার্যক্রমের ক্রয় পরিকল্পনা সংশোধন করতে হবে মর্মে তিনি সভাকে জানান। প্রকল্পের আরডিপিপিতে সংযুক্ত ক্রয় পরিকল্পনায় প্যাকেজে নির্ধারণের বিষয়ে গণপূর্ত অধিদপ্তরের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী বলেন, প্রতিটি জেলার নির্বাহী প্রকৌশলীগণ তার জেলার হাসপাতালের জন্য দরপত্র প্রক্রিয়া সম্পন্ন করবে বিধায় প্রতিটি জেলার জন্য আলাদা আলাদা প্যাকেজ করা হয়েছে। এর ফলে দ্রুত সময়ে দরপত্র প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে গুণগত মান বজায় রেখে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে মর্মে তিনি সভাকে জানান। সভাপতি বলেন, ক্রয় কার্যক্রমের জন্য জেলাভিত্তিক প্যাকেজ না করে প্রতিটি কার্যক্রমের জন্য গণপূর্ত অধিদপ্তরের জোনভিত্তিক প্যাকেজ করতে হবে এবং প্রতিটি

ক্রয় কার্যক্রমের দরপত্র পদ্ধতি, অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ ও ক্রয় প্রক্রিয়ার সম্ভাব্য তারিখ যথাযথভাবে উল্লেখ করতে হবে। এছাড়া, তিনি প্রস্তাবিত আরডিপিপিতে নির্মাণ কাজের নকশা ও পূর্ত-নির্মাণ কাজের ব্যয় প্রাক্কলন আবশ্যিকভাবে সংযুক্ত করতে হবে মর্মে অভিমত প্রকাশ করেন। সভায় উপস্থিত সকলে এ বিষয়ে একমত পোষণ করেন।

২.১১ স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের বিভাগ প্রধান (পরিকল্পনা) বলেন, প্রস্তাবিত সংশোধিত ডিপিপিতে ৩৭টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে Infectious Disease Department স্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে। ৩৭টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে Infectious Disease Department স্থাপন করা সমীচীন হবে কিনা এ বিষয়ে জানতে চাইলে পরিকল্পনা কমিশনের আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগের যুগ্ম-প্রধান বলেন, মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে একটি নতুন বিভাগ চালু করার জন্য প্রয়োজনীয় সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করা সময়সাপেক্ষ বিষয় বিধায় জরুরী প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি বিবেচনায় মেডিকেল কলেজ হাসপাতালসমূহে Infectious Disease Department না করে Infectious Disease Unit করা যেতে পারে মর্মে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পরিচালক (পরিকল্পনা) বলেন, যে সকল মেডিকেল কলেজের অবকাঠামো এখনও তৈরী হয়নি সেগুলো বাদে অন্যান্য গুলোতে Infectious Disease Unit স্থাপন করা যেতে মর্মে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন। সভাপতি এ বিষয়ে একমত পোষণ করে প্রস্তাবিত সংশোধনে ২৭টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে Infectious Disease Unit স্থাপনের সংস্থান রাখার জন্য অনুরোধ করেন। সভায় উপস্থিত সকলে এ বিষয়ে একমত পোষণ করেন।

২.১২ স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের উপ-প্রধান (পরিকল্পনা) বলেন প্রস্তাবিত সংশোধনে ১০টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এবং ১০টি জেলা হাসপাতালে Medical Waste Manage Plant স্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে। মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ক্ষেত্রে Waste purifier Capacity 50-75kg/hr ক্ষমতা সম্পন্ন প্রতিটি মেশিনের মূল্য প্রাক্কলন হয়েছে ৫.৫০ কোটি টাকা এবং প্রতিটি প্ল্যান্টের জন্য নির্মাণ ব্যয় ধরা হয়েছে ১.৫৭ কোটি টাকা। অন্যদিকে জেলা হাসপাতালের জন্য একই ক্ষমতা (Waste purifier Capacity 50-75kg/hr) সম্পন্ন প্রতিটি মেশিনের মূল্য ধরা হয়েছে ৪.৫০ কোটি টাকা এবং নির্মাণ ব্যয় ধরা হয়েছে ১.১২ কোটি টাকা। Medical Waste Manage Plant এর মেশিনারীর মূল্য নির্ধারনের ভিত্তি এবং উল্লিখিত মূল্যের তারতম্যের বিষয়ে ব্যাখ্য জানা/আলোচনা প্রয়োজন। এর জবাবে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পরিচালক (পরিকল্পনা) বলেন, জেলা হাসপাতালের ক্ষেত্রে মেশিনের সক্ষমতা 50-75kg/hr এর পরিবর্তে 25-30kg/hr হবে; যা সংশোধন করা হবে। এছাড়া, Medical Waste Manage Plant এর মেশিনারীর মূল্য ম্যানুফেকচারিং কোম্পানীর সাথে যোগাযোগ করে নির্ধারণ করা হয়েছে মর্মে তিনি সভাকে জানান।

২.১৩ স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের উপপ্রধান(সংযুক্ত) বলেন যে, প্রকল্পের আরডিপিপিতে মেডিকেল যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র এবং বিভিন্ন সুরক্ষা সামগ্রীর ক্রয়ের লক্ষ্যে যে unit price উল্লেখ করা হয়েছে, এর কোন Standard Price Schedule না থাকায় প্রস্তাবিত মূল্যের ভেরিফাই করা সম্ভব হয়নি। তারপরও কতিপয় যন্ত্রপাতির unit price অত্যধিক বলে প্রতীয়মান হয়েছে। সুতরাং মেডিকেল যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র এবং অফিস সরঞ্জামের unit price আরো পর্যালোচনা করে unit price নির্ধারণের ভিত্তি সম্পর্কে আরডিপিপিতে একটি ব্যাখ্যা উল্লেখ থাকা সমীচীন হবে। প্রস্তাবিত সংশোধিত প্রকল্পের আওতায় প্রস্তাবিত সেন্ট্রাল অক্সিজেন সিস্টেম রিফিল করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অর্থ, পিসিআর ল্যাবের জন্য প্রয়োজনীয় এমএসআর ও টেস্টিং কিট এবং আইসিইউ ইউনিটের জন্য প্রকল্প মেয়াদে প্রয়োজনীয় পর্যাপ্ত এমএসআর সামগ্রী ক্রয়ের লক্ষ্যে আরডিপিপিতে প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান রাখা সমীচীন হবে। আরডিপিপিতে উদ্যোগী মন্ত্রণালয় হিসেবে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় উল্লেখ করা হয়েছে; প্রকৃতপক্ষে এটি হবে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়। এ বিষয়টি সংশোধন করতে হবে।

২.১৪ অর্থ বিভাগের যুগ্মসচিব বলেন, প্রকল্পের পিআইইউ'র জনবলের বিষয়ে অর্থ বিভাগের জনবল নির্ধারণ কমিটির সুপারিশ গ্রহণ করা হয়নি; এ লক্ষ্যে জরুরীভিত্তিতে অর্থ বিভাগে প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে। সভাপতি প্রকল্পের পিআইইউ'র জনবলের প্রস্তাব জরুরীভিত্তিতে অর্থ বিভাগে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করেন। সভাপতি সভায় উপস্থিত সকলে এ বিষয়ে একমত পোষণ করেন।

২.১৫ সভায় জানানো হয় যে, প্রকল্পের পিআইইউ এর জন্য একটি Trade-Mill for Office staff ক্রয়ের প্রস্তাব করা হয়েছে, যা বাদ দেয়া যেতে পারে। গাড়ী ভাড়া করার বিষয়ে একটি টেবিল আরডিপিপিতে সংযুক্ত করা হয়েছে; যা বোধগম্য নয় বিধায় এটি আরো স্পষ্টীকরণ করা যেতে পারে মর্মে তিনি সভাকে অবহিত করেন। সভাপতি উল্লিখিত বিষয়সমূহ সংশোধন করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।

২.১৬ অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পরিকল্পনা) বলেন যে, করোনা ভাইরাসের প্রকৃত সংক্রমণ জানার জন্য র‍্যাপিড (এন্টিজেন) টেষ্ট খাতে আরো অতিরিক্ত অর্থের সংস্থান করতে হবে। এছাড়াও কন্ট্রাক্ট ট্রেসিং-এর জন্য টেলিফোন খাতে পর্যাপ্ত বরাদ্দ বৃদ্ধি প্রয়োজন। এ বিষয়ে সভাপতি একমত পোষণ করেন।

৩. সিদ্ধান্তঃ

অতঃপর বিস্তারিত আলোচনা শেষে সভায় নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

৩.১ প্রকল্পের আওতায় নির্মিতব্য আইসিইউ ইউনিট ও পিসিআর ল্যাব এর জন্য অত্যাবশ্যকীয় কারিগরী ও সহযোগী জনবল প্রস্তাবিত সংশোধিত ডিপিপিতে পরামর্শক খাতে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের সংস্থান রাখতে হবে। পাশাপাশি প্রকল্প বাস্তবায়ন পর্যায়ে উক্ত স্থাপনাগুলোর জন্য রাজস্ব খাতে জনবলের পদ সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে;

৩.২ স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ইপিআই কর্মসূচির আওতাধীন Cold Chain Management System এবং vaccine transpotation system ব্যবহার করে করোনা ভ্যাক্সিন সংরক্ষণ ও মাঠ পর্যায়ে সরবরাহ করা হবে। তাই প্রস্তাবিত সংশোধনে vaccine transpotation বাবদ প্রযোজনীয় অর্থের বরাদ্দ সংস্থান রাখতে হবে;

৩.৩ করোনা ভ্যাক্সিন ক্রয়ের জন্য ৬০০.০০ (ছয়শত) কোটি টাকার বরাদ্দ সংস্থান রাখতে হবে এবং এর স্বপক্ষে একটি ক্রয়পরিকল্পনা এবং সংগৃহীত ভ্যাক্সিন যথাযথভাবে বিতরণের লক্ষ্যে একটি Micro-plan তৈরী করে আরিডপিপিতে সংযুক্ত করতে হবে;

৩.৪ ঢাকা ব্যতীত অন্যান্য বিভাগীয় শহরে অবিস্থত মেডিকেল কলেজ হাসপাতালসমূহে প্রতিদিন ১০০০টি টেস্ট করার ক্ষমতাসম্পন্ন পিসিআর ল্যাব স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত পিসিআর মেশিন এবং বড় জেলাসমূহের মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ২টি করে এবং অন্যান্য জেলার মেডিকেল কলেজ হাসপাতালসমূহে ১টি করে পিসিআর মেশিন স্থাপনের সংস্থান রাখতে হবে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মেডিকেল কলেজ ও জেলা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষসমূহের সাথে যোগাযোগ করে দ্বৈততা পরিহার পূর্বক প্রয়োজনীয় পিসিআর মেশিনের সংখ্যা নির্ধারণ করে আরডিপিপিতে সংস্থান রাখতে হবে;

৩.৫ কার্যবিবরণী ২.৯ নং অনুচ্ছেদের আলোচনা অনুযায়ী প্রকল্পের পূর্ত নির্মাণ কাজকে জেলাভিত্তিক প্যাকেজ না করে প্রতিটি কার্যক্রমের জন্য গণপূর্ত অধিদপ্তরের জোনভিত্তিক প্যাকেজ করতে হবে এবং প্রতিটি ক্রয় কার্যক্রমের দরপত্র পদ্ধতি, অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ ও ক্রয় প্রক্রিয়ার সম্ভাব্য তারিখ যথাযথভাবে ক্রয় পরিকল্পনায় উল্লেখ করতে হবে এবং প্রস্তাবিত আরডিপিপিতে নির্মাণ কাজের নকশা ও পূর্ত-নির্মাণ কাজের ব্যয় প্রাক্কলন আবশ্যিকভাবে সংযুক্ত করতে হবে।

৩.৬ ৩০টি সরকারী হাসপাতালে সেন্ট্রাল অক্সিজেন সিস্টেম স্থাপন এবং গ্যাস পাইপলাইন বর্ধিতকরণ কার্যক্রমটি বিশ্বব্যাংকের পরামর্শ অনুযায়ী একটি প্যাকেজ হিসেবে ইউনিসেফ-এর মাধ্যমে ক্রয়ের বিষয়ে ক্রয় পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। আরডিপিপিতে ৩০টি হাসপাতালের নামের তালিকা সংযুক্ত করতে হবে এবং এ কার্যক্রম বাস্তবায়নে যাতে দ্বৈততা সৃষ্টি না হয় সে বিষয়ে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে;

৩.৭ প্রস্তাবিত সংশোধনে ৩৭টির পরিবর্তে ২৭টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে Infectious Disease Department এর পরিবর্তে Infectious Disease Unit স্থাপনের সংস্থান রাখতে হবে;

৩.৮ প্রকল্পের আরডিপিপিতে মেডিকেল যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র এবং অফিস সরঞ্জামের unit price আরো পর্যালোচনা করে যুক্তিযুক্ত পর্যায়ে নির্ধারণ করতে হবে এবং unit price নির্ধারণের ভিত্তি সম্পর্কে আরডিপিপিতে একটি ব্যাখ্যা উল্লেখ করতে হবে;

৩.৯ প্রস্তাবিত সংশোধিত প্রকল্পের আওতায় সৃস্ট সেন্ট্রাল অক্সিজেন সিস্টেম রিফিল করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অক্সিজেন, পিসিআর ল্যাবের জন্য প্রয়োজনীয় এমএসআর ও টেস্টিং কিট এবং আইসিইউ ইউনিটের জন্য প্রয়োজনীয় এমএসআর সামগ্রী ক্রয়ের লক্ষ্যে আরডিপিপিতে পর্যাপ্ত অর্থের সংস্থান রাখতে হবে;

৩.১০ আরডিপিপিতে উদ্যোগী মন্ত্রণালয় হিসেবে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এর পরিবর্তে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় উল্লেখ করতে হবে;

৩.১১ রেপিড (এন্টিজেন) টেষ্ট এবং কন্ট্রাক্ট ট্রেসিং এর জন্য সংশ্লিষ্ট খাতে পর্যাপ্ত অর্থের সংস্থান রাখতে হবে;

৩.১২ প্রকল্পের পিআইইউ'র জনবলের বিষয়ে অর্থ বিভাগের জনবল নির্ধারণ কমিটির সুপারিশ গ্রহণ করতে হবে। সেলক্ষ্যে জরুরীভিত্তিতে জনবলের প্রস্তাব অর্থ বিভাগে প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে;

৩.১৩ প্রকল্পের আওতায় Trade-Mill for Office staff ক্রয়ের প্রস্তাব বাদ দিতে হবে;

৩.১৪ প্রকল্পের আওতায় গাড়ী ভাড়া করা সংক্রান্ত টেবিলটি আরো স্পষ্টীকরণ করতে হবে।

৩.১৫ ৩.১-৩.১৪ অনুচ্ছেদের পর্যবেক্ষণের আলোকে প্রকল্পের প্রস্তাবিত সংশোধিত ডিপিপি পুনর্গঠন করে আগামী ২ (দুই) সপ্তাহের মধ্যে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগে দাখিল করতে হবে।

৪. পরিশেষে সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

০৬ ০৯. ২০২০

(মো. আবদুল মান্নান)
সচিব
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
ও সভাপতি
প্রকল্প ষ্টিয়ারিংকমিটি

গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
যুগ্মসচিব সরকারি ও বেসরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা অধিশাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

স্মারক নং- স্বাপকম/স্বাঃসেঃবি/যুগ্মসচিব(সেঃস্বাঃব্যবঃ)/বিবিধ-২০২০/ ৫৪

১৪ পৌষ ১৪২৭
তারিখঃ ২৯ ডিসেম্বর ২০২০

বিষয়ঃ নীলফামারী জেলার সৈয়দপুর ফাইলেরিয়া হাসপাতাল, নীলফামারী সদর হাসপাতাল ও ঠাকুরগাঁও সদর হাসপাতাল পরিদর্শনের দাখিলকৃত প্রতিবেদন।

সূত্রঃ স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের স্মারক নং- স্বাপকম/স্বাঃসেঃবি/যুগ্মসচিব(সেঃস্বাঃব্যবঃ)/বিবিধ-২০২০/৫৭, তারিখঃ ২৮/১০/২০২০খ্রিঃ

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত স্মারকসমূহের প্রেক্ষিতে নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক গত ১১-১৪ নভেম্বর ২০২০ তারিখ পর্যন্ত নীলফামারী জেলার সৈয়দপুর ফাইলেরিয়া হাসপাতাল, নীলফামারী সদর হাসপাতাল ও ঠাকুরগাঁও সদর হাসপাতালসহ অন্যান্য উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এর কোভিড-১৯ ও ল্যাবঃ পরিদর্শন করতঃ সুপারিশ প্রতিবেদন সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদ্‌সঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তঃ বর্ণনামতে।

২৯.১২.২০২০
(উম্মে সালমা তানজিয়া)
যুগ্মসচিব (সঃ ও বেঃসঃস্বাঃ ব্যবস্থাপনা)
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
ফোন: ৯৫৭৭৯৮১
ই-মেইলঃ tanzia1086@gmail.com

সচিব
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

অনুলিপিঃ

১। জেলা প্রশাসক, নীলফামারী/ঠাকুরগাঁও।
২। সিভিল সার্জন, নীলফামারী/ঠাকুরগাঁও।
৩। অধ্যাপক ডাঃ মোয়াজ্জেম হোসেন, পরিচালক, থ্যালাসেমিয়া হাসপাতাল এন্ড ইনস্টিটিউট, ফাইলেরিয়া এন্ড জেনারেল হাসপাতাল।
৪। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
৫। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়।
৬। উপসচিব, প্রশাসন-১ অধিশাখা, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়।
৭। উপসচিব, প্রশাসন-৪ (মনিটরিং ও সমন্বয়),স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়।
৮। উপসচিব, জনস্বাস্থ্য-১ অধিশাখা, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়।
৯। অতিরিক্ত সচিব (হাসপাতাল), মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়।
১০। যুগ্মসচিব (সরকারি ও বেসরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা-২ অধিশাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.mohfw.gov.bd

হাসপাতাল পরিদর্শন ছক

[পরিদর্শনকারী কর্মকর্তা পরিদর্শন ছকে সংযুক্ত 'হাসপাতাল পরিদর্শনে অনুসরণীয় নির্দেশমালা' মোতাবেক পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করবেন]

প্রথমভাগঃহাসপাতাল কর্তৃক পূরণীয়

১.১। পরিদর্শনকারী অফিসারের নাম ও পদবী ঃ উম্মে সালমা তানজিয়া।
যুগ্মসচিব, সরকারী ও বেসরকারী স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা অধিশাখা।

১.২। পরিদর্শনের তারিখ ও সময়ঃ ঃ ১২/১১/২০২০, সময়-বিকাল ৩:৩০ঘটিকা।

১.৩। পরিদর্শনকৃত প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানাঃ ঃ আধুনিক সদর হাসপাতাল, ঠাকুরাগাঁও।

১.৪। পূর্ববর্তী সর্বশেষ পরিদর্শনকারী অফিসারের পদবী ও পরিদর্শনের তারিখঃ ঃ যুগ্মসচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় , তারিখ-২৪/০৮/২০১৯খ্রিঃ

১.৫। পূর্ববর্তী সর্বশেষ পরিদর্শন প্রতিবেদনের আলোকে গৃহীত কার্যক্রমঃ নির্দেশনা মোতাবেক ডেঙ্গু রোগীর যথাযথ চিকিৎসা সেবা প্রদান।

১.৬। প্রতিষ্ঠান প্রধানের নাম ও কার্যকালঃ ঃ ডাঃ মোঃ নাদিরুল আজিজ, ১৬/০১/২০২০ইং হতে অদ্যাবধি

১.৭। প্রতিষ্ঠানের জনবলের বিবরণঃ

ক্রম	পদবিন্যাস	মঞ্জুরিকৃত পদের সংখ্যা	কর্মরত পদের সংখ্যা	শূণ্য পদের সংখ্যা	জরুরি ভিত্তিতে পূরণ করা প্রয়োজন এমন পদের সংখ্যা (পদের নাম উল্লেখসহ)	মন্তব্য
১।	১ম শ্রেণী	৪০	২০	২৩		
২।	২য় শ্রেণী	৮৯	৮৭	২		
৩।	৩য় শ্রেণী	৩২	১৮	৩৭		
৪।	৪র্থ শ্রেণী	১৮	১৭	১		

১.৮। (ক) প্রতিষ্ঠানের ভৌত অবকাঠামো সংক্রান্ত তথ্যাদি (ভবনের নির্মাণকাল ও সর্বশেষ সংস্কারের বিবরণসহ):পুরাতন ভবন ১৯৮৭ ও নতুন ভবন ০৬/০৮/১৫ হইতে ০৫/১১/২০১৯ পর্যন্ত।

(খ) যানবাহনের সংখ্যা ও অবস্থাঃ এ্যাম্বুলেন্স ২টি, সচল, তবে ১টি অতি পুরাতন।

১.৯। (ক) হাসপাতালে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির বিবরণঃ

ক্রম	উল্লেখযোগ্য যন্ত্রপাতির নাম	সংখ্যা	বর্তমান অবস্থা	মন্তব্য
১।	ডিজিটাল এক্সরে মেশিন উইথ ডবল ডিটেক্টর	০১টি	সচল	
২।	পোর্টেবল এক্সরে মেশিন	০১টি	সচল	
৩।	এক্সরে মেশিন	০২টি	অচল	০৮ বছর যাবত অচল
৪।	এডাল্ট লেপারস্কপি মেশিন	০১টি	স্থাপন করা হয়নি	সম্প্রতি প্রাপ্ত
৫।	আল্ট্রাসনোগ্রাম মেশিন	০৩টি	অচল	০৩ বছর যাবত অচল
৬।	ইসিজি মেশিন	০৪টি	০২ সচল ০২ অচল	
৭।	এ্যানেসথেসিয়া মেশিন	০৮টি	০৫ সচল ০৩ অচল	
৮।	কার্ডিয়াক মনিটর	০২টি	সচল	
৯।	ইলেকট্রিক সাকার মেশিন (এডাল্ট)	০৮টি	সচল	
১০।	ইলেকট্রিক সাকার মেশিন (চাইল্ড)	০৬টি	সচল	
১১।	পালস্ অক্সিমিটার	১৬টি	সচল	
১২।	অক্সিজেন কনসেনট্রেটর	১৮টি	সচল	১৫ টি WHO কর্তৃক, ২টি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, ত্রাণ উপ কমিটি কর্তৃক এবং ০১টি স্থানীয় একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন কর্তৃক সরবরাহকৃত
১৩।	বায়োকেমিস্ট্রি এ্যনালাইজার মেশিন	০১টি	সচল	স্থানীয় ব্যবস্থায় ক্রয়কৃত
১৪।	ইলেকট্রোলাইট এ্যানালাইজার	০১টি	সচল	স্থানীয় ব্যবস্থায় ক্রয়কৃত
১৫।	অটোক্লেভ	০৮টি	০৬ সচল ০২ অচল	

(খ) বিগত পাঁচ বছরে বরাদ্দকৃত অর্থে যন্ত্রপাতি যথাযথভাবে ক্রয় করা হয়েছে কিনা এবং যন্ত্রপাতিগুলো সংশ্লিষ্ট রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ আছে কিনা? (প্রয়োজনে আলাদা কাগজে তথ্য ও মন্তব্য সংযুক্ত করা যেতে পারে) ঃ
বিগত পাঁচ বছরে বরাদ্দকৃত অর্থ দ্বারা যন্ত্রপাতি ক্রয়ের ক্ষেত্রে বিগত ২০১৫-১৬, ২০১৬-১৭,২০১৭-১৮,২০১৮-১৯ অর্থ বছরে সিভিল সার্জন,ঠাকুরগাঁও মহোদয় কর্তৃক যন্ত্রপাতিসহ অন্যান্য এমএসআর সামগ্রী ক্রয় করা হয়েছে। অত্র হাসপাতালে ২০১৯-২০ অর্থ বছরে এমএসআর সামগ্রীসহ যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে তালিকা সংযুক্ত করা হইল।

(গ) হাসপাতালে অব্যবহৃত/অকেজো যন্ত্রপাতির বিবরণঃ

ক্রম	যন্ত্রপাতির নাম	সংখ্যা	ব্যবহার না হওয়ার কারণ	কতদিন যাবৎ অব্যবহৃত/অকেজো	বর্তমান অবস্থা	মন্তব্য
১।	এক্সরে মেশিন	০২টি	অচল	০৮ বছর যাবৎ অকেজো	অচল	উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ বরাবরে ইতিপূর্বে জানানো হয়েছে
২।	আল্ট্রাসনোগ্রাম মেশিন	০৩টি	অচল	তিন বছর যাবত অকেজো	অচল	ঐ
৩।	ইসিজি মেশিন	০৩টি	অচল	তিন বছর যাবত অকেজো	অচল	ঐ
৪।	জেনারেটর	২টি	অচল	১টি তিন বছর যাবতঅকেজো অন্যটি ইনস্টল করা হয়নি	অচল	ঐ
৫।	এ্যানেসথেসিয়া মেশিন	০৩টি	অচল	এক বছর যাবত অকেজো	অচল	ঐ

১.১০। রেজিষ্টার ও গার্ড নথি সম্পর্কিত তথ্যঃ

ক্রম	রেজিষ্টারের নাম (ক্যাশ বইসহ)	খোলার তারিখ	এন্ট্রি সংখ্যা	যথাযথভাবে প্রতিপালিত হ্যাঁ/না	নিরাপদে সংরক্ষিত হ্যাঁ/না	মন্তব্য
১।	বিল রেজিষ্টার	০১/০৭/২০২০	৩টি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
২।	ক্যাশবুক (অফিস)	১৫/১১/২০১৭		হ্যাঁ	হ্যাঁ	
৩।	ক্যাশবুক (নার্স)	০১/৯/২০১৬		হ্যাঁ	হ্যাঁ	
৪।	ক্যাশবুক আয়ুর্বেদিক	০৮/০৮/২০১৯		হ্যাঁ	হ্যাঁ	
৫।	ইউজার ফি	০১/০৭/২০১৮		হ্যাঁ	হ্যাঁ	
৬।	গার্ড ফাইল	পূর্ব হইতে ২০১৮, ২০১৮-২০১৯, ২০১৯-২০২০	৩টি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	

১.১১। হাসপাতালে বেড ও কেবিনের সংখ্যাঃ ১০০ শয্যা হইতে ২৫০শয্যায় উন্নীত। প্রশাসনিক অনুমোদনের প্রক্রিয়াধীন। ২৩টি কেবিন সংরক্ষিত। তন্মধ্যে ২২টি প্রশাসনিক অনুমোদন প্রাপ্তি সাপেক্ষে চালু হবে।

১.১২। জেলা/উপজেলায় বেসরকারি ক্লিনিকের তথ্যঃ সিভিল সার্জন, ঠাকুরগাঁও মহোদয় কর্তৃক পূরণযোগ্য।

ক্রম	ক্লিনিকের নাম	সর্বশেষ পরিদর্শনের তারিখ	লাইসেন্স সংক্রান্ত তথ্য	সেবার মান	ডাক্তারের সংখ্যা	সরকারি ডাক্তার সংখ্যা
--	--	--	--	--	--	--

১.১৩। বিগত পাঁচ বছরের মেডিকেল এন্ড সার্জিক্যাল রিকুইজিস্ট (এমএসআর) সংক্রান্ত তথ্যাদিঃ
(সংযুক্ত সাদা কাগজে লিপিবদ্ধ করতে হবে) ঃ কপি সংযুক্ত

ক্র: নং	অর্থ বছর	প্রকরণ	মূল্য	সংগ্রহ	ব্যবহার	মজুদ
	২০১৯-২০	বিগত পাঁচ বছরে বরাদ্দকৃত অর্থে যন্ত্রপাতি যথাযথভাবে ক্রয় করা হয়েছে কিনা এবং যন্ত্রপাতিগুলো সংশ্লিষ্ট রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ আছে কিনা? (প্রয়োজনে আলাদা কাগজে তথ্য ও মন্তব্য সংযুক্ত করা যেতে পারে): বিগত পাঁচ বছরে বরাদ্দকৃত অর্থ দ্বারা যন্ত্রপাতি ক্রয়ের ক্ষেত্রে ২০১৫-১৬, ২০১৬-১৭,২০১৭-১৮,২০১৮-১৯ অর্থ বছরে সিভিল সার্জন,ঠাকুরগাঁও মহোদয় কর্তৃক যন্ত্রপাতিসহ অন্যান্য এমএসআর সামগ্রী ক্রয় করা হয়েছে। অত্র হাসপাতালে ২০১৯-২০ অর্থ বছরে এমএসআর সামগ্রীসহ যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে তালিকা সংযুক্ত করা হইল।	ঔষধপত্র এবং অন্যান্য সামগ্রি ৫৮৫২৪০৫৯৪/- যন্ত্রপাতি- ১৪১৪৬৮৪৮/-	তালিকা সংযুক্ত		

১.১৪। (ক) শিশু বিকাশ কেন্দ্র আছে কি-না? হ্যাঁ/ না ঃ না

(খ) ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার (ওসিসি) আছে কি না?হ্যাঁ/ না ঃ হ্যাঁ

(গ) জনসচেতনতামূলক কি কি কার্যক্রম আছে? ঃ বিভিন্ন গাইডিং সাইন, সিটিজেন চার্টার, বিভিন্ন স্বাস্থ্যবার্তা সম্বলিত লিফলেট।

(ঘ) হাসপাতালটিক্যাঙ্গারুমাদারকেয়ার(KMC)-এরঅন্তর্ভুক্তকি-না? হ্যাঁ/ না ঃ হ্যাঁ

(ঙ) রোগী কল্যাণ সমিতির সভা নিয়মিত অনুষ্ঠিত হয় কি-না? হ্যাঁ/ না ঃ হ্যাঁ

১.১৫। স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণকারী গড় রোগীর দৈনিক গড় সংখ্যা (পূর্ববর্তী সাত দিনের গড়):

(ক) আউটডোর ঃ ৫১৮জন

(খ) ইনডোর ঃ ৩২০জন

দ্বিতীয়ভাগঃপরিদর্শনকারীকর্মকর্তাকর্তৃকপূরণীয়

২.১। পরিদর্শনকালে উপস্থিতচিকিৎসক নার্সসহ অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের তথ্য

	চিকিৎসক	নার্স	টেকনিশিয়ান	প্রশাসনিক	অন্যান্য
আউটডোর	১০	৪	১২	৮	-
ইনডোর	১০	৫৬	১২	২	-

২.২। উপস্থিতি রেজিষ্টার পর্যালোচনাপূর্বক মতামতঃ

(ক) নিয়মিত উপস্থিতি বিষয়ক: শতভাগ উপস্থিত

(খ) নিয়মিত অফিস ত্যাগ বিষয়ক: নাই

(গ) অন্যান্য (যদি থাকে):

(ঙ) কর্তব্যরত অবস্থায় ডাক্তার/নার্সগণ নির্ধারিত পোশাক (এ্যাপ্রোন) পরিধান করেন কি-না? হ্যাঁ/না ঃ হ্যাঁ

(চ) চিকিৎসকগণ নিয়মিতভাবে সকাল সন্ধ্যা হাসপাতাল রাউন্ড দেন কি-না? হ্যাঁ/না ঃ হ্যাঁ

২.৩। আবাসনব্যবস্থাপনাঃ

(ক) কর্মস্থলে বসবাসকারী চিকিৎসকের সংখ্যাঃ ১৯ জন

(খ) কর্মস্থলের বাহিরে বসবাসকারী চিকিৎসকের অবস্থানের কারণ (যথাযথ অনুমতির বর্ণনাসহ): ০১জন পার্শ্ববর্তী জেলা দিনাজপুর অধিক দুর না হওয়ায় (৬০ কিঃমিঃ) নিজস্ব যানবাহনে নিয়মিত যাতায়াত করেন।

২.৪। চিকিৎসাসেবাঃ

(ক) পরিদর্শন সময়ে রোগীর সংখ্যাঃ আউটডোরঃ ৪৭২ ইনডোরঃ ৩১৬ ভর্তিঃ ১২২

(খ) আউটডোর ও ইনডোর সম্পর্কে সার্বিক মন্তব্যঃ হাসপাতালে আউটডোর রোগীর সকল পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়। ঔষধপত্রের প্রাপ্যতা সন্তোষজনক। ইনডোরের বেড অকুপেন্সী রেট তুলনামূলকভাবে বেশী (৩০৯%)। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সন্তোষজনক। কিন্তু পরিচ্ছন্নতাকর্মী অপ্রতুল। ইনডোর মেডিকেল অফিসার পদায়ন নাই।

(গ) রোগীদের প্রতি চিকিৎসক/নার্স মনোযোগ এবং রোগীদের সাথে সদ্ব্যবহার বিষয়ক মতামত ঃ সন্তোষজনক

২.৫। প্যাথলজি বিভাগের কার্যক্রমঃ

(ক) কী কী সুবিধা বর্তমান (মাসিক সক্ষমতাসহ) ঃ নিরাপদ রক্ত পরিসঞ্চালনের সুবিধাসহ প্রয়োজনীয় সকল বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়।

(খ) গত একমাসের পরীক্ষার পরিমাণ ঃ বিভিন্ন পরীক্ষার প্রতিবেদন ০৬ পাতা (সংযুক্ত)।

(গ) সার্বিক মতামত ঃ প্যাথলজী বিভাগ এবং এর পরীক্ষা কার্যক্রম সন্তোষজনক।

২.৬। ঔষধ ও পথ্য ব্যবস্থাপনাঃ

(ক) হাসপাতালের ঔষধ সরবরাহ সংক্রান্ত তথ্য, সর্বশেষ সরবরাহ ও বর্তমান মজুদ বিবরণীসহ ঃ কপি সংযুক্ত

(খ) হাসপাতালের সম্মুখে ঔষধ মজুদের তথ্য প্রদর্শন করা হয় কিনা? ('না' হলে মতামত প্রয়োজন) ঃ হয়

(গ) হাসপাতালেরঔষধলাল সবুজ মোড়কের কিনা?('না' হলে মতামত প্রয়োজন) হ্যাঁ

(ঘ) চাহিদা মোতাবেক ইনডোর/আউটডোরে ঔষধ সরবরাহ করা হয় কি-না? হ্যাঁ/না ('না' হলে মতামত প্রয়োজন)

(ঙ) হাসপাতালে সরবরাহকৃত পথ্য সরবরাহ প্রক্রিয়া পর্যালোচনাপূর্বক এর মান ও আনুষঙ্গিক বিষয়ে মতামত ঃ সন্তোষজনক

২.৭। পরিষ্কারপরিচ্ছন্নতা ও বর্জ্যব্যবস্থাপনাঃ

(ক) সার্বিকভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে মন্তব্য: সন্তোষজনক

(খ) হাসপাতালের স্টোর রুমের অবস্থা ও এর পরিবেশ বিষয়ে মতামত: সন্তোষজনক

(গ) হাসপাতালের বর্জ্য বিনষ্ট/অপসারণ পদ্ধতির তথ্য ও মতামত: পুরাতন পদ্ধতিতে চলছে। আধুনিক পদ্ধতি প্রবর্তনের জন্য নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, ঠাকুরগাঁও কর্তৃক পরিদর্শন ও স্থান নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে এবং ইনসিনারেটর মেশিন স্থাপনের কাজ প্রক্রিয়াধীন আছে।

(চলমান)

২.৮। আর্থিক ব্যবস্থাপনাঃ

(ক) আদায়কৃত অর্থ সরকারি কোষাগারে যথাযথভাবে জমা করা হয় কি-না? হ্যাঁ/না ঃ হ্যাঁ
(রেজিষ্টার পর্যালোচনা আবশ্যক)

(খ) সরকার নির্ধারিত ইনডোর/আউটডোর ফি ছাড়া অতিরিক্ত কোন অর্থ রোগীদের নিকট থেকে আদায় করা হয় কি-না? হ্যাঁ/না ঃ হ্যাঁ
('হ্যাঁ' হলে মতামত প্রয়োজন)
জেলা সদর হাসপাতাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সিদ্ধান্তক্রমে হাসপাতাল উন্নয়নের লক্ষে উন্নততর সেবা কার্যক্রমের জন্য রোগীর দর্শনার্থীদের নিকট হইতে গেটপাশ বাবদ ১০(দশ) টাকা গ্রহণ করা হয়।

২.৯। অন্যান্য বিষয়াদিঃ

(ক) হাসপাতালটি নারী বান্ধব কিনা? ঃ হ্যাঁ

(খ) হাসপাতালে দালালদের দৌরাত্ম আছে কি-না? হ্যাঁ/না ঃ না

(গ) হাসপাতালের ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা নিয়মিত হয় কিনা। ঃ হয়

(ঘ) এ বছর কয়টি সভা হয়েছে। ০৬টি

(ঙ) সর্বশেষ সভা কবে অনুষ্ঠিত হয়েছে! ২২/১০/২০২০ইং

৩.০। সরকারকে অবহিত করার মত কোন সমস্যা/তথ্য/সুপারিশ থাকলে তার বর্ণনাঃ

১) গত নভেম্বর/২০১৯মাসে ১০০শয্যা হতে ২৫০ শয্যায় উন্নীত আধুনিক সদর হাসপাতাল এর হস্তান্তর গ্রহণ করা হয়। কিন্তু অদ্যাবধি প্রশাসনিক অনুমোদন পাওয়া যায়নি। চাহিদার কপি (কপি সংযুক্ত)।

২) বেড অকুপেন্সী রেট অনুযায়ী জনবল বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

৩) ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট আধুনিক সদর হাসপাতাল, ঠাকুরগাঁও এর জনবলের প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। যা প্রক্রিয়াধীন। (কপি সংযুক্ত)

৪) কোভিড-১৯ ব্যবস্থাপনার জন্য হাসপাতালে RT-PCR ল্যাব স্থাপন প্রয়োজন।

৫) উল্লেখ্য যে, জেলা সদর হাসপাতাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সিদ্ধান্তক্রমে ৪৫ জন পরিছন্নতা কর্মী ও অন্যান্য কর্মী স্থানীয় ব্যবস্থাপনায় কর্মরত আছে।

৬) এ হাসপাতালের ২টি এ্যাম্বুলেন্স এর মধ্যে ১টি অতি পুরাতন হওয়ায় এবং রোগীর চাহিদা বেশি হওয়ায় আরও ২টি নতুন এ্যাম্বুলেন্স প্রয়োজন।

৭) এ হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক পদে কর্মকর্তা পদায়ন আছেন গত ২০১৮সাল হতে যিনি একজন সহকারী পরিচালক পদের সমমান। কিন্তু তাঁর জন্য কোন গাড়ী ও ড্রাইভার বরাদ্দ নাই।

৪.০। পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার সার্বিক মন্তব্যঃ

পরিদর্শনকারী অফিসার
(স্বাক্ষর ও সীল)

ডাঃ মোঃ নাদিরুল আজিজ
তত্ত্বাবধায়ক
আধুনিক সদর হাসপাতাল
ঠাকুরগাঁও।

হাসপাতাল পরিদর্শনে অনুসরণীয় নির্দেশমালা

১। হাসপাতাল পরিদর্শনকারী কর্মকর্তাগণ প্রতিবেদন প্রদানের জন্য সংযুক্ত হাসপাতাল পরিদর্শন ছক ব্যবহার করবেন।

২। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ পরিদর্শন ছকের প্রথম ভাগ স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের ওয়েব পোর্টাল থেকে ডাউনলোড করে পূরণ করে এবং পরিদর্শনের পূর্বে তা পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করবেন।

৩। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের পূরণকৃত অংশ পরিদর্শনকারী কর্মকর্তা পরিদর্শনকালে যাচাই করবেন এবং যথাস্থানে তাঁর মন্তব্য লিপিবদ্ধ করবেন।

৪। হাসপাতালের চিকিৎসা সেবার মান এবং আনুষঙ্গিক বিষয়াদি মূল্যায়নের ক্ষেত্রে যতটা সম্ভব সেবাগ্রহিতার মতামত ও সংশ্লিষ্ট রেকর্ডগত্র যাচাই করবেন।

৫। পরিদর্শনকারী কর্মকর্তা ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ পরিদর্শন ছকে উল্লিখিত প্রযোজ্য সকল তথ্য পূরণ করেপূরণকৃত দুটি ভাগ পরিদর্শন শেষে যথাশীঘ্র সম্ভব হাসপাতাল অনুবিভাগে দাখিল করবেন এবং এর অনুলিপি সংশ্লিষ্ট বিভাগের/অঞ্চলের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে প্রদান করবেন।

৬। দায়িত্বপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিবগনণ প্রতি ০৩ মাসে অন্তত ০১টি এবং অন্যান্য কর্মকর্তাগণ প্রতি ০২ মাসে নূন্যপক্ষে ০১টি পরিদর্শন সম্পন্ন করবেন।

৭। পরিদর্শন প্রতিবেদনসমূহ প্রাপ্তিসাপেক্ষে হাসপাতাল অনুবিভাগ ত্রৈমাসিকভিত্তিতে সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে পর্যালোচনা সভার

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
স্বাস্থ্য স্থাপনা নির্মাণ/ সংস্কার / মেরামত কার্যক্রম পরিদর্শন ছক

ষ্ঠানঃ গণপূর্ত বিভাগ, ঠাকুরগাঁও উপজেলা: ঠাকুরগাঁও সদর জেলা: ঠাকুরগাঁও অর্থবছর: ২০১৯-২০২০

	নির্মাণ, সংস্কার ও মেরামত কাজের নাম ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ:	বাস্তবায়নকারী সংস্থাপন নাম:	চুক্তিমূল্য ও অর্থের উৎস (পিএফডি/পরিচালক বাজেট):	চুক্তি অনুযায়ী কাজ শুরু ও সমাপ্তির তারিখ:	সাইনবোর্ড আছে কিনা	চুক্তি মোতাবেক কাজের ভৌত অগ্রগতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং আর্থিক অগ্রগতির শতকরা হার	সুবিধাভোগী/ ব্যবহারকারী কর্তৃক প্রমাণকসহ সমাপ্ত কাজ বুঝে নেয়ার তারিখ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে):	উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের পরিবীক্ষণ (পরিদর্শন বই অনুসারে)
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
	ঠাকুরগাঁও সদর হাসপাতাল ১০০ শয্যা থেকে ২৫০ শয্যায় উন্নিত করন কাজ।	গণপূর্ত বিভাগ, ঠাকুরগাঁও	২৬৬৯.৪২	শুরু তারিখ: ২৪/৫/১৫ শেষেরতারিখ:১৩/১১/১৬				
	ঠাকুরগাঁও আধুনিক সদর হাসপাতালে গ্যাসস্থাপন করণ কাজ।		২৬৫.৩৪	শুরু তারিখ: ১৩/৫/১৯ শেষের তারিখ:২৯/৫/২০				
	ঠাকুরগাঁও সদর হাসপাতাল ক্যাম্পাসে ড্রাইভার শেডসহ গাড়ীর গ্যারেজ নির্মাণ কাজ।		১৮.০০	শুরু তারিখ: ৩/৬/২০ শেষের তারিখ:২৫/৬/২০				
	ঠাকুরগাঁও সদর হাসপাতালেরঅভ্যন্তরীণ ও বহিঃস্থ পানির লাইন পরিবর্তনসহ আনুষাঙ্গিক মেরামত কাজ।		১৯.০০	শুরু তারিখ: ১৭/৬/২০ শেষের তারিখ:৩০/৬/২০				
	ঠাকুরগাঁও সদর হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়কের অফিস কক্ষের প্রয়োজনীয় মেরামত ও সংস্কার এবং পোস্ট মর্টেম ঘরের প্রয়োজনীয় সংস্কারসহ অন্যান্য কাজ।		১৮.০০	শুরু তারিখ: ০১/৬/২০ শেষের তারিখ:২৫/৬/২০				
	ঠাকুরগাঁও সদর হাসপাতালের পানি সরবরাহের জন্য সাব-মার্সিবল পাম্প স্থাপন, নিরাপত্তা লাইট সরবরাহ এবং এইচ.টি ক্যাবল পরিবর্তনসহ অভ্যন্তরীন বহিস্থ বৈদ্যুতিক কাজ।		১৭.৯৯	শুরু তারিখ: ০১/৬/২০ শেষের তারিখ:২৫/৬/২০				
	শিশু বিভাগের ওয়েটিং শেড বারান্দা নির্মাণ, শিশু ওয়ার্ডের দক্ষিণ পার্শে ড্রেনের উপর স্লাব দিয়ে ও ড্রেন সংস্কারসহ হাসপাতালের বাহিরে রংকরন কাজ।		১৯.০০	শুরু তারিখ: ১৭/৬/২০ শেষের তারিখ:৩০/৬/২০				
	নার্সিং ইনস্টিটিউট ঠাকুরগাঁও গাড়ীর গ্যারেজ তৈরি করণ, স্টোর রুম সংস্কার সহ আনুষাঙ্গিক মেরামত ও সংস্কার কাজ।		১৪.২৫	শুরু তারিখ: ০১/৬/২০ শেষের তারিখ:২৫/৬/২০				
	নার্সিং ইনস্টিটিউট ঠাকুরগাঁও এর ভবনের ছাদে হল রুমের সংস্কার করণ, কর্মচারীদের ওয়াস রুমের ব্যবস্থা করণসহ অন্যান্য মেরামত কাজ।		১৮.০০	শুরু তারিখ: ৩/৬/২০ শেষের তারিখ:২৪/৬/২০				
	ঠাকুরগাঁও সদর হাসপাতালের পুরাতন স্থাপনার গ্রীল, কলাপসিবল গেট পরিবর্তন, বিভিন্ন ওয়ার্ডের নষ্ট কাঠের দরজাগুলো পরিবর্তন, চিকিৎসকদের রুমসহ ওয়ার্ডে টাইলস করণ, হাসপাতালের অভ্যন্তরে প্লাস্টিক প্রেইট করণসহ অন্যান্য আনুষাঙ্গিক মেরামত কাজ (অর্থ বছরঃ-২০১৯-২০)।		২৩.৭৫	শুরু তারিখ: ২৫/৫/২০ শেষের তারিখ:১৫/৬/২০				
	ঠাকুরগাঁও হাসপাতালের ডেড হাউজের মেঝেতে টাইলস করণ, বহিঃ বিভাগ ও অন্তঃ বিভাগের সকল টয়লেটের প্রয়োজনীয় ফিটিংস পরিবর্তন সহ অন্যান্য কাজ (অর্থ বছরঃ-২০১৯-২০)।		৯.৫০	শুরু তারিখ: ২৫/৫/২০ শেষের তারিখ:১৮/৬/২০				
	ঠাকুরগাঁও সদর হাসপাতালের নষ্ট ফ্যান পরিবর্তন, অকেজো বৈদ্যুতিক ফিটিংস পরিবর্তন, বিদ্যমান অকেজো অভ্যন্তরীণ বৈদ্যুতিক লাইন এবং বহিঃ বৈদ্যুতিক সিকিউরিটি লাইট পরিবর্তন সহ আনুষাঙ্গিক বৈদ্যুতিক মেরামত কাজ (অর্থ বছরঃ-২০১৯-২০)।		৯.৪৯	শুরু তারিখ: ৭/৫/২০ শেষের তারিখ:৩১/৫/২০				

র্বক মন্তব্য:

স্বাক্ষর ও তারিখ
পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবি:

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা-২ অধিশাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.mohfw.gov.bd

হাসপাতাল পরিদর্শন ছক

প্রথমভাগঃ হাসপাতাল কর্তৃক পূরণীয়

১। পরিদর্শনকারী অফিসারের নাম ও পদবীঃ জনাব উম্মে সালমা তান জিয়া, যুগ্মসচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

২। পরিদর্শনের তারিখ ও সময়ঃ ১২/১১/২০২০ খ্রিঃ

৩। পরিদর্শনকৃত প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানাঃ জেনারেল হাসপাতাল, নীলফামারী

৪। পূর্ববর্তী সর্বশেষ পরিদর্শনকারী অফিসারের পদবী ও
পরিদর্শনের তারিখঃ ডাঃ শেখ মোঃ মনজুর রহমান, পরিচালক (অর্থ), ০৬/১০/২০২০ খ্রিঃ

৫। পূর্ববর্তী সর্বশেষ পরিদর্শন প্রতিবেদনের আলোকে গৃহীত কার্যক্রমঃ স্বাস্থ্য সেবার সার্বিক উন্নয়ন সাধন।

৬। প্রতিষ্ঠান প্রধানের নাম ও কার্যকালঃ ডাঃ মোহাম্মদ মেজবাহুল হাসান চৌধুরী, সুপারিনটেনডেন্ট ১৩/১০/২০ খ্রিঃ হতে অদ্যাবধি।

৭। প্রতিষ্ঠানের জনবলের বিবরণঃ

ক্রম	পদবিন্যাস	মঞ্জুরিকৃত পদের সংখ্যা	কর্মরত পদের সংখ্যা	শূণ্য পদের সংখ্যা	জরুরি ভিত্তিতে পূরণ করা প্রয়োজন এমন পদের সংখ্যা (পদের নাম উল্লেখসহ)	মন্তব্য
১	১ম শ্রেণী	৫৭	০৯	৪৮	সিঃকনঃ-৯ জন (সার্জারী, গাইনী, শিশু, চক্ষু, অর্থ সার্জারী, কার্ডিওঃজি, ইএনটি, রেডিওলজি, এ্যানেসথেশিয়া)/ জুনিঃনঃ-১২ (সার্জারী, গাইনী, শিশু, চক্ষু, অর্থ সার্জারী, কার্ডিওলজি, ইএনটি, রেডিওলজি, এ্যানেসথেশিয়া, চর্ম ও যৌন, প্যাথলজি, মেডিসিন) আরএমও, আরপি, আরএস-০৩ জন, রেজিষ্টার, সহকারী রেজিষ্টার, ইএমও, সহকারী সার্জন-১৭ প্রয়োজন।	বর্তমানে অত্র প্রতিষ্ঠানে ৩০ জন চিকিৎসক প্রেষণে কর্মরত আছেন
২	২য় শ্রেণী	১৪৮	৮৮	৬০		
৩	৩য় শ্রেণী	৬১	১৭	৪৪	মেডিঃটেকঃ রেডিওগ্রাফি, কার্ডিওগ্রাফী	
৪	৪র্থ শ্রেণী	২৪	২০	০৪		

৮। (ক) প্রতিষ্ঠানের ভৌত অবকাঠামো সংক্রান্ত তথ্যাদি (ভবনের নির্মাণকাল ও সর্বশেষ সংস্কারের বিবরণসহ):২৫/০৭/২০১৫ খ্রিঃ

(খ) যানবাহনের সংখ্যা ও অবস্থাঃ এ্যাম্বুলেন্স ০২টি সচল (সাধারণ রোগী পরিবহনের জন্য এ কটি ও কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগী পরিবহন এ ব্যবহারের জন্য ০১টি।

৯। (ক) হাসপাতালে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির বিবরণঃ

ক্রম	উল্লেখযোগ্য যন্ত্রপাতির নাম	সংখ্যা	বর্তমান অবস্থা	মন্তব্য
১	এক্সরে মেশিন	০৫	সচল-৩, অচল-২	
২	আলট্রাসনোগ্রাম মেশিন	০৩	সচল-১, অচল-২	প্রয়োজন-০১টি
৩	ই সি জি মেশিন	০২	সচল-২	প্রয়োজন-০১টি
৪	এ্যানেসথেশিয়া মেশিন	০৭	সচল-৪, অচল-৩	
৫	সি-আরম	০১	সচল-১	
৬	ডেন্টাল ইউনিট	-	-	প্রয়োজন-০১টি
৭	মাক্রোসকোপ	০৩	সচল-৩	
৮	ডায়াথার্মি মেশিন	০৪	সচল-৪	
৯	অটোক্লেব	০৫	সচল-৫	

(খ) বিগত পাঁচ বছরে বরাদ্দকৃত অর্থে যন্ত্রপাতি যথাযথভাবে ক্রয় করা হয়েছে কিনা এবং যন্ত্রপাতিগুলো সংশ্লিষ্ট ০৪রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ আছে কিনা? (প্রয়োজনে আলাদা কাগজে তথ্য ও মন্তব্য সংযুক্ত করা যেতে পারে):

(গ) হাসপাতালে অব্যবহৃত/অকেজো যন্ত্রপাতির বিবরণঃ

ক্রম	যন্ত্রপাতির নাম	সংখ্যা	ব্যবহার না হওয়ার কারণ	কতদিন যাবৎ অব্যবহৃত/অকেজো	বর্তমান অবস্থা	মন্তব্য
	প্রযোজ্য নহে					

১০। রেজিষ্টার ও গার্ড নথি সম্পর্কিত তথ্যঃ

ক্রম	রেজিষ্টারের নাম (ক্যাশ বইসহ)	খোলার তারিখ	এন্ট্রি সংখ্যা	যথাযথভাবে প্রতিপালিত হ্যাঁ/না	নিরাপদে সংরক্ষিত হ্যাঁ/না	মন্তব্য
	ক্যাশবহি বেতন প্রদান বহি	০৪/০৮/২০১৯	২৭৮	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
	বেতন প্রদান বহি	২৫/০৭/২০১৯	৩৮৩	হ্যাঁ	হ্যাঁ	

১১। হাসপাতালে বেড ও কেবিনের সংখ্যাঃ বেড-২৫০, কেবিন-০৩টি

১২। জেলা/উপজেলায় বেসরকারি ক্লিনিকের তথ্যঃ

ক্রম	ক্লিনিকের নাম	সর্বশেষ পরিদর্শনের তারিখ	লাইসেন্স সংক্রান্ত তথ্য	সেবার মান	ডাক্তারের সংখ্যা	সরকারি ডাক্তার সংখ্যা
	প্রজোয্য নহে					

১৩। বিগত পাঁচ বছরের মেডিকেল এন্ড সার্জিক্যাল রিকুইজিস্ট (এমএসআর) সংক্রান্ত তথ্যাদিঃ
(সংযুক্ত সাদা কাগজে লিপিবদ্ধ করতে হবে)

ক্রম	অর্থ বছর	প্রকরণ	মূল্য	সংগ্রহ	ব্যবহার	মজুদ
	২০১৯-২০২০	এমএসআর	৭,১৮,৭৮,৩০০/-	৫,৯৬,২৮,৫৫৬/-	চলমান	

১৪। (ক) শিশু বিকাশ কেন্দ্র আছে কি-না? না
(খ) ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার (ওসিসি) আছে কি না?হ্যাঁ
(গ) জনসচেতনতামূলক কি কি কার্যক্রম আছে?করোনা সচেতনতা বিষয়ক ব্যানার ও লিফলেট বিতরণ, পাবলিক ওয়াসিং পয়েন্ট স্থাপন এবং অডিও সিস্টেম এর মাধ্যমে স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক বিভিন্ন বার্তা প্রচার করা।
(ঘ) হাসপাতালটি ক্যাঞ্জারু মাদার কেয়ার (KMC)-এর অন্তর্ভুক্ত কি-না? হ্যাঁ
(ঙ) রোগী কল্যাণ সমিতির সভা নিয়মিত অনুষ্ঠিত হয় কি-না? না

১৫। স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণকারী গড় রোগীর দৈনিক গড় সংখ্যা (পূর্ববর্তী সাত দিনের গড়):
(ক) আউটডোর : ০৪/১১/২০২০ হতে ১১/১১/২০২০ পর্যন্ত মোট ৫৩৭০ জন, গড়-৭৬৭ জন।
(খ) ইনডোর : মোট ১৩৫৬ জন, গড়-১৯৪ জন।

দ্বিতীয় ভাগঃ পরিদর্শনকারী কর্মকর্তা কর্তৃক পূরণীয়

১। পরিদর্শনকালে উপস্থিত চিকিৎসক নার্সসহ অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের তথ্য

	চিকিৎসক	নার্স	টেকনিশিয়ান	প্রশাসনিক	অন্যান্য
আউটডোর	০৯	০৭	০৬	০১	১২
ইনডোর	০৯	৩০	০২	০১	১৮

২। উপস্থিতি রেজিষ্টার পর্যালোচনাপূর্বক মতামতঃ
(ক) নিয়মিত উপস্থিতি বিষয়ক: সন্তোষজনক
(খ) নিয়মিত অফিস ত্যাগ বিষয়ক: সন্তোষজনক
(গ) অন্যান্য (যদি থাকে):
(ঙ) কর্তব্যরত অবস্থায় ডাক্তার/নার্সগণ নির্ধারিত পোশাক (এ্যাপ্রোন) পরিধান করেন কি-না? হ্যাঁ
(চ) চিকিৎসকগণ নিয়মিতভাবে সকাল সন্ধ্যা হাসপাতাল রাউন্ড দেন কি-না? হ্যাঁ

৩। আবাসন ব্যবস্থাপনাঃ

(ক) কর্মস্থলে বসবাসকারী চিকিৎসকের সংখ্যাঃ ০৮

(খ) কর্মস্থলের বাহিরে বসবাসকারী চিকিৎসকের অবস্থানের কারণ (যথাযথ অনুমতির বর্ণনাসহ):

৪। চিকিৎসাসেবাঃ

(ক) পরিদর্শন সময়ে রোগীর সংখ্যাঃ আউটডোরঃ ৫০০, ইনডোরঃ১৭৭,ভর্তিঃ৪০

(খ) আউটডোর ও ইনডোর সম্পর্কে সার্বিক মন্তব্যঃ কাজের মান সন্তোষজনক

(গ) রোগীদের প্রতি চিকিৎসক/নার্স মনোযোগ এবং রোগীদের সাথে সদ্ব্যবহার বিষয়ক মতামতঃ সন্তোষজনক

৫। প্যাথলজি বিভাগের কার্যক্রমঃ

(ক) কী কী সুবিধা বর্তমান (মাসিক সক্ষমতাসহ)ঃ প্যাথলজি সংক্রান্ত সকল প্রকার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়।

(খ) গত এক মাসের পরীক্ষার পরিমাণঃ ১৫০০

(গ) সার্বিক মতামতঃ সন্তোষজনক।

৬। ঔষধ ও পথ্য ব্যবস্থাপনাঃ

(ক) হাসপাতালের ঔষধ সরবরাহ সংক্রান্ত তথ্য, সর্বশেষ সরবরাহ ও বর্তমান মজুদ বিবরণীসহ

(খ) হাসপাতালের সম্মুখে ঔষধ মজুদের তথ্য প্রদর্শন করা হয় কিনা? ('না' হলে মতামত প্রয়োজন)ঃ হ্যাঁ

(গ) হাসপাতালের ঔষধ লাল সবুজ মোড়কের কিনা?('না' হলে মতামত প্রয়োজন) -হ্যাঁ

(ঘ) চাহিদা মোতাবেক ইনডোর/আউটডোরে ঔষধ সরবরাহ করা হয় কি-না? হ্যাঁ/না ('না' হলে মতামত প্রয়োজন)- হ্যাঁ

(ঙ) হাসপাতালে সরবরাহকৃত পথ্য সরবরাহ প্রক্রিয়া পর্যালোচনাপূর্বক এর মান ও আনুষঙ্গিক বিষয়ে মতামত-সন্তোষজনক।

৭। পরিষ্কারপরিচ্ছন্নতা ও বর্জ্যব্যবস্থাপনাঃ

(ক) সার্বিকভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে মন্তব্য: সন্তোষজনক।

(খ) হাসপাতালের স্টোর রুমের অবস্থা ও এর পরিবেশ বিষয়ে মতামত: সন্তোষজনক।

(গ) হাসপাতালের বর্জ্য বিনষ্ট/অপসারণ পদ্ধতির তথ্য ও মতামত: সন্তোষজনক।

৮। আর্থিক ব্যবস্থাপনাঃ

(ক) আদায়কৃত অর্থ সরকারি কোষাগারে যথাযথভাবে জমা করা হয় কি-না? হ্যাঁ/না
(রেজিষ্টার পর্যালোচনা আবশ্যক)- হ্যাঁ

(খ) সরকার নির্ধারিত ইনডোর/আউটডোর ফি ছাড়া অতিরিক্ত কোন অর্থ রোগীদের নিকট থেকে আদায় করা হয় কি-না? না
('হ্যাঁ' হলে মতামত প্রয়োজন)

৯। অন্যান্য বিষয়াদিঃ

(ক) হাসপাতালটি নারী বান্ধব কিনা? হ্যাঁ

(খ) হাসপাতালে দালালদের দৌরাত্ম আছে কি-না? না

(গ) হাসপাতালের ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা নিয়মিত হয় কিনা- না

(ঘ) সর্বশেষ সভা কবে অনুষ্ঠিত হয়েছে-০৯/০৬/২০১৮

১০। সরকারকে অবহিত করার মত কোন সমস্যা/তথ্য/সুপারিশ থাকলে তার বর্ণনাঃ (ক) জনবলের চাহিদা-পদ শূন্য থাকায় জরুরী ভিত্তিতে সিঃকনঃ (সার্জারী, গাইনী, শিশু, চক্ষু, অর্থ সার্জারী, কার্ডিওলজি, ইএনটি, রেডিওলজি, এ্যানেসথেশিয়া), জুনিঃকনঃ (সার্জারী, গাইনী, শিশু, চক্ষু, অর্থ সার্জারী, কার্ডিওলজি, ইএনটি, রেডিওলজি, এ্যানেসথেশিয়া, চর্ম ও যৌন, প্যাথলজি, মেডিসিন) আরএমও, আরপি, আরএস, রেজিষ্টার, সহকারী রেজিষ্টার, ইএমও, সহকারী সার্জন পদায়ন প্রয়োজন। (খ) এ্যাম্বুলেন্স-০১টি, সুপারিনটেনডেন্ট এর গাড়ী-০১টি ও ড্রাইভার-০১ জন, দেন্টাল চেয়ার-০১টি, নিরাপত্তার জন্য উক্ত হাসপাতালে আনসার পদায়নের প্রয়োজন। সিনিয়র কনসালটেন্ট ইএনটি, শিশু, রেডিওলজিষ্ট ও জুনিয়র কনসালটেন্ট কার্ডিওলজি স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে ওএসডি সংযুক্তিতে উক্ত প্রতিষ্ঠানে কর্মরত আছেন। তাদের ওএসডি বাতিলকরণপূর্বক নীলফামারী জেনারেল হাসপাতালে শূন্য পদে পদায়নের ব্যবস্থাকরণ। এছাড়া একটি আধুনিক ষ্টোর ও ডিজিটাল রেফারেল সিস্টেম করা প্রয়োজন।

১১। পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার সার্বিক মন্তব্যঃ সন্তোষজনক।

২১.১.২০২১

পরিদর্শনকারী অফিসার
(স্বাক্ষর ও সীল)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তত্বাবধায়ক এর কার্যালয়
সৈয়দপুর ১০০ শয্যা হাসপাতাল,
সৈয়দপুর , নীলফামারী।
Saidpur 100beds@hospi.dghs.gov.bd

স্মারক নং - সুপার/সৈয়দ/১০০শয্যা /২০২০/ তাং- ১১/১১/২০২০ ইং।

হাসপাতাল পরিদর্শন চুকঃ

০১। পরিদর্শনকারী অফিসারের নাম ও পদবী ঃ জনাবা, উম্মে সালমা তানজিয়া , যুগ্ম সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা ।
০২। পরিদর্শনের তারিখ ও সময়ঃ ১১/১১/২০২০ইং।
০৩। পরিদর্শনকৃত প্রতিষ্টানের নাম ও ঠিকানাঃ সৈয়দপুর ১০০ শয্যা হাসপাতাল, সৈয়দপুর, নীলফামারী ।
০৪। পূর্ববর্তী সর্বশেষ পরিদর্শন কারী অফিসারের পদবী ও পরিদর্শনের তারিখঃ জনাব মনোজ কান্তি রায়, যুগ্ম সচিব ১৭/১০/২০ইং।
০৫। পূর্ববর্তী সর্বশেষ পরিদর্শন প্রতিবেদনের আলোকে গৃহীত কার্যক্রমঃ স্বাস্থ্য সেবার সার্বিক উন্নয়ন সাধন ।
০৬। প্রতিষ্টান প্রধানের নাম ও কার্যকাল ঃ ডাঃ মোঃ শহিদুল্লাহ ,তত্ত্বাবধায়ক ০৫/০২/২০ইং হইতে ০৭/১০/২০ইং এবং সুপারিনটেনডেন্ট ০৮/১০/২০ইং হইতে অদ্যবধি।
০৭। প্রতিষ্টানের জনবলের বিবরণঃ

ক্রঃনঃ	পদ বিন্যাস	মঞ্জুরীকৃত পদের সংখ্যা	কর্মরত পদের সংখ্যা	শূন্য পদের সংখ্যা	জরুরী ভিত্তিতে পূরন করা প্রয়োজন এমন পদের সংখ্যা (পদের নাম উল্লেখসহ)	মন্তব্য
০১	১ম শ্রেনী	৩৯	০৯	৩০	সিঃ কনঃ / জুনিঃকনঃ সার্জারী,মেডিসিন,গাইনী,শিশু,চক্ষু, অর্থ সার্জারী, কার্ডিওলজি,ইএনটি, রেডিওলজি,প্যাথলজি এবং মেডিকেল অফিসার প্রয়োজন ১০ জন।	
০২	২য় শ্রেনী	৯৭	৫৩	৪৪		
০৩	৩য় শ্রেনী	৩৪	০৯	২৫	মেডিঃটেকঃ রেডিওগ্রাফি।	
০৪	৪র্থ শ্রেনী	১৮	১০	০৮		

০৮। ক) প্রতিষ্টানের ভৌত অবকাঠামো সংক্রান্ত তথ্যাদি (ভবনের নির্মাণকাল ও সর্বশেষ সংস্কারের বিবরণসহ)ঃ ২৮/০৫/২০১৭ইং
খ) যানবাহন সংখ্যা ও অবস্থাঃ এ্যাম্বুলেন্স দুই টি সচল (সাধারণ রোগী পরিবহনের জন্য একটি ও কোভিড -১৯ আক্রান্ত রোগী পরিবহন এ ব্যবহৃত একটি ।
০৯। ক) হাসপাতালে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির বিবরণঃ

ক্রম	উল্লেখ যোগ্য যন্ত্রপাতির নাম	সংখ্যা	বর্তমান অবস্থা	মন্তব্য
০১।	এক্সরে মেশিন	০২ টি	সচল	
০২।	আলট্রাসনোগ্রাম মেশিন	০২ টি	সচল	
০৩।	ই সি জি মেশিন	০১ টি	সচল	প্রয়োজন-০১ টি ।
০৪।	এ্যানেসথেশিয়া মেশিন	০১ টি	সচল	প্রয়োজন-০১ টি ।
০৫।	ও টি লাইট	০১ টি	সচল	
০৬।	ডেন্টাল ইউনিট	-	-	প্রয়োজন -০১ টি
০৭।	মাইক্রোসকোপ	০৪ টি	সচল	
০৮।	ডায়াথার্মি মেশিন	০২ টি	সচল ০১টি	প্রয়োজন -০১ টি
০৯।	ওটি টেবিল	০২ টি	সচল ০১টি	প্রয়োজন -০১ টি

খ) বিগত পাচঁ বছরে বরাদ্দকৃত অর্থে যন্ত্রপাতি যথাযথভাবে ক্রয় করা হয়েছে কিনা এবং যন্ত্রপাতিগুলো সংশ্লিষ্ট রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ আছে কিনা?(প্রয়োজনে আলাদা কাগজে তথ্য ও মন্তব্য সংযুক্ত করা যেতে পারে)ঃ
গ) হাসপাতালে অব্যবহৃত/অকেজো যন্ত্রপাতির বিবরণঃ

ক্রঃ নং	যন্ত্রপাতির নাম	সংখ্যা	ব্যহার না হওয়ার কারণ	কতদিন যাবৎ অব্যবহৃত/অকেজো	বর্তমান অবস্থা	মন্তব্য
	প্রযোজ্য নহে ।					

১০। রেজিষ্টার ও গার্ড নথি সম্পর্কিত তথ্য:

ক্র: নং	রেজিষ্টারের নাম (ক্যাশ বইসহ)	খোলার তারিখ	এন্ট্রি সংখ্যা	যথাযথভাবে প্রতিপালিত হ্যাঁ/ না	নিরাপদে সংরক্ষিত হ্যাঁ/না	মন্তব্য
	ক্যাশবহি	১৬/০৮/২০১৮ইং	৪৯০	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
	বেতন প্রদান বহি	০১/০৮/২০১৬ইং	৫০০	হ্যাঁ	হ্যাঁ	

১১। হাসপাতালে বেড ও কেবিনের সংখ্যাঃ হাসপাতালে বেড সংখ্যা -১০০, কেবিন- ০৩টি।

১২। জেলা/উপজেলায় বেসরকারী ক্লিনিকের তথ্যঃ প্রজয্যে নহে।

ক্রম	ক্লিনিকের নাম	সর্বশেষ পরির্দশনের তারিখ	লাইসেন্স সংক্রান্ত তথ্য	সেবার মান	ডাক্তারের সংখ্যা	মন্তব্য
	প্রজয্যে নহে।					

১৩। বিগত পাচঁ বছরের মেডিকেল এন্ড সার্জিক্যাল রিকুইজিস্ট(এমএসআর) সংক্রান্ত তথ্যাদিঃ

ক্রম	অর্থ বছর	প্রকরণ	মূল্য	সংগ্রহ	ব্যবহার	মজুদ
	২০১৯-২০২০ইং	এমএসআর	৩,৩০,০০,০০০/-	৩,১৬,৬৯,২৫৪/-	চলমান	

১৪।

ক) শিশু বিকাশ কেন্দ্র আছে কি-না? হ্যাঁ/না - না।

খ) ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার(ওসিসি) আছে কি-না? হ্যাঁ/না - না।

গ) জনসচেতনতামূলক কি কি কার্যক্রম আছে? করোনা সচেতনতা বিষয়ক ব্যানার ও লিফটেট বিতরন,পাবলিক ওয়াসিং পয়েন্ট স্থাপন,জীবানুমুক্ত করন টানেল, এবং অডিও সিস্টেম এর মাধ্যমে স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক বিভিন্ন বার্তা প্রচার করা।

ঘ) হাসপাতালটি ক্যাঙ্গারু মাদার কেয়ার এর অর্ন্তভুক্ত কি-না? হ্যাঁ/না – হ্যাঁ।

ঙ) রোগী কল্যাণ সমিতির সভা নিয়মিত অনুষ্ঠিত হয় কি-না? হ্যাঁ/না – না ।

১৫। স্বাস্থ্য সেবা গ্রহনকারী গড় রোগীর দৈনিক গড় সংখ্যা (পূর্ববর্তী সাত দিনের গড়)ঃ

ক) আউটডোর ঃ ০৯/১০/২০২০ইং হইতে ১৫/১০/২০২০ইং পর্যন্ত মোট ৩৬৬৮ জন গড় - ৫২৪ জন।

খ) ইনডোর ঃ মোট ৭১৫ জন গড় -১০৩জন।

দ্বিতীয় ভাগঃ পরিদর্শনকারী কর্মকর্তা কর্তৃক পূরনীয় ঃ

০১। পরিদর্শনকালে উপস্থিত চিকিৎসক নার্সসহ অন্যান্য কর্মকর্তা কর্মচারীগনের তথ্য।

	চিকিৎসক	নার্স	টেবনিশিয়ান	প্রশাসনিক	অন্যান্য
আউটডোর	০৮ জন	১০ জন	০২ জন	০১ জন	১০ জন
ইনডোর	০৭ জন	১০ জন	০১ জন	০১ জন	১৫ জন

০২। উপস্থিতি রেজিষ্টার পর্যালোচনা পূর্বক মতামতঃ

ক) নিয়মিত উপস্থিত বিষয়কঃ সন্তোষ জনক।
খ) নিয়মিত অফিস ত্যাগ বিষয়কঃ সন্তোষ জনক।
গ) অন্যান্য (যদি থাকে)ঃ
ঙ) কর্তব্যরত অবস্থায় ডাক্তার/নার্স নিধারিত পোশাক(এ্যাপ্রোন) পরিধান করেন কি-না? হ্যাঁ / না - হ্যাঁ
চ) চিকিৎসকগন নিয়মিতভাবে সকাল সন্ধা হাসপাতাল রাউন্ড দেন কি-না? হ্যাঁ / না - হ্যাঁ

০৩। আবাসন ব্যবস্থাপনা:

ক) কর্মস্থলে বসবাসকারী চিকিৎসকের সংখ্যা : ০৯ জন।
খ) কর্মস্থলের বাহিরে বসবাসকারী চিকিৎসকের অবস্থানের কারণ(যথাযথ অনুমতির বর্ণনাসহ)ঃ কর্মস্থলের বাহিরে কেউ অবস্থান করেন না।

০৪। চিকিৎসা সেবাঃ

ক) পরিদর্শন সময়ে রোগীর সংখ্যা: আউটডোরঃ ৪৮৫ জন ইনডোর ঃ ১০২ জন ভর্তি ঃ ২৫ জন ।
খ) আউটডোর ও ইনডোর সম্পর্কে সার্বিক মন্তব্যঃ কাজের মান সন্তোষ জনক ।
গ) রোগীর প্রতি চিকিৎসক/নার্স মনোযোগ এবং রোগীদের সাথে সদ্ব্যব্যহার বিষয়ক মতামত ঃ সন্তোষ জনক ।

০৫। প্যাথলজি বিভাগের কার্যক্রম:

ক) কী কী সুবিধা বর্তমান (মাসিক সক্ষমতাসহ)ঃ প্যাথলজি সংক্রান্ত সকল প্রকার পরিক্ষা নিরীক্ষা করা হয়।
খ) গত এক মাসের পরীক্ষা পরিমাণঃ ১৩০০ জন ।
গ) সার্বিক মতামতঃ সন্তোষ জনক।

০৬। ঔষধ ও পথ্য ব্যবস্থাপনাঃ

ক) হাসপাতালের ঔষধ সরবরাহ সংক্রান্ত তথ্য সর্বশেষ সরবরাহ ও বর্তমান মজুদ বিবরণীসহ।
খ) হাসপাতালের সম্মুখে ঔষধ মজুদের তথ্য প্রদর্শন করা হয় কি না?('না' হলে মতামত প্রয়োজন)-হ্যাঁ।
গ) হাসপাতলের ঔষধ লাল সবুজ মোড়কের কিনা? ('না' হলে মতামত প্রয়োজন) - হ্যাঁ।
ঘ) চাহিদা মোতাবেক ইনডোর/আউটডোরে ঔষধ সরবরাহ করা হয় কি-না? হ্যাঁ/না ('না' হলে মতামত প্রয়োজন) - হ্যাঁ।
ঙ) হাসপাতাল সরবরাহকৃত পথ্য সরবরাহ প্রক্রিয়া পর্যালোচনা পূর্বক এর মান ও আনুষঙ্গিক বিষয়ে মতামত-সন্তোষজনক।

০৭। পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা ও বর্জ্যব্যবস্থাপনাঃ

ক) সার্বিক ভাবে পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে মন্তব্যঃ সন্তোষ জনক।
খ) হাসপাতালের স্টোর রুমের অবস্থা ও এর পরিবেশ বিষয়ে মতামত: সন্তোষ জনক।
গ) হাসপাতালের বর্জ্য বিনষ্ট/অপসারণ পদ্ধতির তথ্য ও মতামত: সন্তোষ জনক।

০৮। আর্থিক ব্যবস্থাপনাঃ

ক) আদায়কৃত অর্থ সরকারী কোষাগারে যথাযথভাবে জমা করা হয় কি-না? হ্যাঁ/না (রেজিষ্টার পর্যালোচনা আবশ্যক) - হ্যাঁ ।
খ) সরকার নির্ধারিত ইনডোর/আউটডোর ফি ছাড়া অতিরিক্ত কোন অর্থ রোগীদের নিকট থেকে আদায় করা হয় কি-না? হ্যাঁ/না - না।

('না' হলে মতামত প্রয়োজন)

০৯। অন্যান্য বিষয়াদিঃ

ক) হাসপাতালটি নারী বান্ধব কিনা? - হ্যাঁ ।
খ) হাসপাতালে দালালের দৌরাত্ব আছে কি-না হ্যাঁ/ না - না
গ) হাসপাতালের ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা নিয়মিত হয় কিনা। হ্যাঁ
ঘ) সর্বশেষ সভা কবে অনুষ্ঠিত হয়েছে - ২৬/০২/২০২০ইং।

০৩। সরকারকে অবহিত করার মত কোন সমস্যা/তথ্য/ সুপারিশ থাকলে তার বর্ণনা:(ক) জনবলের চাহিদা-পদ শুন্য থাকায় জরুরী ভিত্তিতে সিনিয়র কনঃ সার্জারী,মেডিসিন,শিশু,গাইনী,চক্ষু,ইএনটি,কার্ডিওলজি,জুনিঃকঃ অর্থ সার্জারী,মেডিসিন,চক্ষু,ইএনটি,শিশু,গাইনী,কার্ডিওলজি,রেডিওলজি,প্যাথলজি পদায়ন প্রয়োজন (খ) এ্যাম্বুলেন্স-০২টি। (গ) তত্ত্বাবধায়কের গাড়ী-০১টি।(ঘ) ডেন্টাল চেয়ার-০১টি। (ঙ) হাসপাতালটি জন্মলগ্ন থেকে ২৭৪২ জেলা কোডে পরিচালিত হইলেও ২০১৯-২০ ইং অর্থ বছর হইতে ১২৭০২১৪ অন্যান্য কোডে বেতন ও ভাতাদির বরাদ্দ প্রদান করা হইতেছে। পুনরায় পুর্বের ন্যায় জেলা কোডে(২৭৪২) বেতন ও ভাতাদি চালু করণের জন্য আবেদন করা হইল। চ) সম্প্রতি আনসার নিয়োগের পরিপত্র জারি হইলেও অন্যান্য কোডে থাকায় অত্র হাসপাতালে আনসার পদায়নের বরাদ্দ প্রদান করা হয় নাই। বিধায় এই হাসপাতালে আনসার নিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনে সবিনয় অনুরোধ করা হইল।

০৪। পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার সার্বিক মন্তব্যঃ সন্তোষ জনক।

১১.০১.২০২১.
পরিদর্শনকারী অফিসার
(স্বাক্ষর ও সীল)

গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
যুগ্মসচিব সরকারি ও বেসরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা অধিশাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

স্মারক নং- স্বাপকম/স্বাঃসেঃবি/যুগ্মসচিব(সঃস্বাঃব্যবঃ)/বিবিধ-২০২০/৫৮৩ তারিখঃ ২৭ পৌষ ১৪২৭ / ১১ জানুয়ারি ২০২১

বিষয়ঃ শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, কিশোরগঞ্জ সরেজমিন পরিদর্শনের দাখিলকৃত প্রতিবেদন।

সূত্রঃ স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের স্মারক নং- স্বাপকম/স্বাঃসেঃবি/যুগ্মসচিব(সঃস্বাঃব্যবঃ)/বিবিধ-২০২০/৬৮, তারিখঃ ২২/১২/২০২০খ্রিঃ

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত স্মারকসমূহের প্রেক্ষিতে নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক গত ২৭-২৮ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখ পর্যন্ত শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, কিশোরগঞ্জ হাসপাতালসহ অন্যান্য উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স পরিদর্শন করতঃ সুপারিশ প্রতিবেদন সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদ্সঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তঃ বর্ণনামতে।

১১.০১.২০২১
(উম্মে সালমা তানজিয়া)
যুগ্মসচিব (সঃ ও বেঃসঃস্বাঃ ব্যবস্থাপনা)
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
ফোন: ৯৫৭৭৯৮১
ই-মেইলঃ tanzia1086@gmail.com

সচিব
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

অনুলিপিঃ

১। জেলা প্রশাসক, কিশোরগঞ্জ।
২। পরিচালক, শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, কিশোরগঞ্জ।
৩। সিভিল সার্জন, কিশোরগঞ্জ।
৪। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
৫। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়।
৬। উপসচিব, প্রশাসন-১ অধিশাখা, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়।
৭। উপসচিব, সরকারী স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা-১,স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়।
৮। উপসচিব, প্রশাসন-৪ (মনিটরিং ও সমন্বয়),স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়।
৯। উপসচিব, জনস্বাস্থ্য-১ অধিশাখা, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়।
১০। অতিরিক্ত সচিব (হাসপাতাল), মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়।
১১। যুগ্মসচিব (সরকারি ও বেসরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়।

গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
সরকারী স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা-২, অধিশাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.mohfw.gov.bd

হাসপাতাল পরিদর্শন ছক

পরিদর্শনকারী কর্মকর্তা পরিদর্শন ছকে সংযুক্ত 'হাসপাতাল পরিদর্শনে অনুসরনীয় নির্দেশমালা' মোতাবেক পরিদর্শন কার্য্যক্রম পরিচালনা করবেন।

প্রথম ভাগঃ হাসপাতাল কর্তৃক পূরণীয়ঃ-

১.১। পরিদর্শনকারী অফিসারের নাম ও পদবীঃ- উম্মে সালমা তানজিয়া
যুগ্মসচিব
সরকারী ও বেসরকারী স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা অধিশাখা
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রনালয় ।

১.২। পরিদর্শনের তারিখ ও সময়ঃ- ২৭-১২-২০২০ইং।

১.৩। পরিদর্শনকৃত প্রতিষ্টানের নাম ও ঠিকানাঃ- শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল,কিশোরগঞ্জ।

১.৪। পূর্ববর্তী সর্বশেষ পরিদর্শনকারী অফিসারের পদবী ও পরিদর্শনের তারিখঃ- ইতোপূর্বে প্রোগ্রামে মাধ্যমে পরিদর্শন হয় নাই।

১.৫। পূর্ববর্তী সর্বশেষ পরিদর্শন প্রতিবেদনের আলোকে গৃহীত কার্য্যক্রমঃ- প্রযোজ্য নহে।

১.৬। প্রতিষ্টান প্রধানের নাম ও কার্যকালঃ- ডাঃ মোঃ এহসানুল হক
যোগদান ৩১/১০/২০২০ইং হতে অদ্যাবধি ।

১.৭। প্রতিষ্টানের জনবলের বিবরনঃ-

ক্রঃ নং	পদবিন্যাস	মঞ্জুরীকৃত পদের সংখ্যা	কর্মরত পদের সংখ্যা	শূন্য পদের সংখ্যা	জরুরী ভিত্তিতে পূরন করা প্রয়োজন এমন পদের সংখ্যা (পদের নাম উল্লেখ সহ)	মন্তব্য
১	১ম শ্রেণী	১১৮	৪৭	৭১	৭১	পদ ভিত্তিক তালিকা সংযুক্ত।
২	২য় শ্রেণী	৩৪৬	২১৩	১৩৩	১৩৩	,,
৩	৩য় শ্রেণী	১০৪	১০	৯৪	৭২	,,
৪	৪র্থ শ্রেণী	৩৬	০০	৩৬	৩৬	,,
৫	আউটসোর্সিং	১০৩	১০৩	০০	৩১১	,,
ভূতাপেক্ষভাবে অনুমোদনের জন্য আবেদিত					১১৩	,,
	মোট	৩৭৩	৩৩৪	৭৩৬	১২২১	

১.৮। (ক) প্রতিষ্টানের ভৌত অবকাঠামো সংক্রান্ত তথ্যাদি (ভবনের নির্মাণকাল ও সর্বশেষ সংস্কারের বিবরন সহ):

প্রাক্কলন লক্ষ টাকায়	খরচ লক্ষ টাকায়	নির্মাণ কাজ শুরু	নির্মাণ কাজ শেষ	হস্তান্তর
২০৬৫৬.৬১	২০৫৩১.৪৭	০৫.১২.২০১৩	৩০-০৬-২০১৮	০১-১০-২০১৮ হাসপাতাল ভবন

(খ) যানবাহনের সংখ্যা ও অবস্থা ঃ- ০২টি এ্যাম্বুল্যান্স । বর্তমান সচল অবস্থায় আছে।

২৭/12/2020
(ডাঃ মোঃ এহসানুল হক)
কোড নং-৩৯২৭৬
পরিচালক
শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, কিশোরগঞ্জ।

। (ক) হাসপাতালে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির বিবরন ঃ-

ক্রমিক নং	উল্লেখযোগ্য যন্ত্রপাতির নাম	সংখ্যা	বর্তমান অবস্থা	মন্তব্য
০১	তালিকা সংযুক্ত (প্রকল্পের যন্ত্রপাতি)			

(খ) বিগত পাঁচ বছরে বরাদ্দকৃত অর্থে যন্ত্রপাতি যথাযথভাবে ক্রয় করা হয়েছে কিনা এবং যন্ত্রপাতি গুলো সংশ্লিষ্ট রেজিষ্ট্রারে লিপিবদ্ধ আছে কিনা ? (প্রয়োজনে আলাদা কাগজে তথ্য ও মন্তব্য সংযুক্ত করা যেতে পারে):- হ্যাঁ।

(গ) হাসপাতালে অব্যবহৃত / অকেজো যন্ত্রপাতির বিবরন:

ক্রমিক নং	যন্ত্রপাতির নাম	সংখ্যা	ব্যবহার না হওয়ার কারণ	মন্তব্য
০১	হাসপাতালে কোন অব্যবহৃত / অকেজো যন্ত্রপাতি নাই।			

১.১০। রেজিষ্টার ও গার্ড নথি সম্পর্কিত তথ্যঃ

ক্রমিক নং	রেজিষ্টারের নাম (ক্যাশ বইসহ)	খোলার তারিখ	এন্ট্রি সংখ্যা	যথাযথভাবে প্রতিপালিত হ্যাঁ/না	নিরাপদে সংরক্ষিত হ্যাঁ/না	মন্তব্য
০১	ক্যাশবই	০১/০৫/২০১৯	০১	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
০২	অর্থ পরিশোধ রেজিষ্টার	১৬/০৪/২০১৯	০১	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
০৩	বিল রেজিষ্টার	৩০/০৬/২০২০	০১	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
০৪	অর্থ বরাদ্ধ রেজিষ্টার	৩০/০৬/২০২০	০১	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
০৫	ইউজার ফি আদায় রেজিষ্টার বহিঃ /জরুরী,কেবিন,ভর্তি	৩০/০৬/২০২০	০১	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
০৬	ইউজার ফি আদায় রেজিষ্টারবহিঃ টিকেট	০১/০১/২০২০	০১	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
০৭	ইউজার ফি আদায় রেজিষ্টার প্যাথলজী	০১/০১/২০২০	০১	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
০৮	ইউজার ফি আদায় রেজিষ্টার আলট্রাসনো /এক্স-রে,সিটিস্ক্যান	০১/০১/২০২০	০১	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
০৭	ইউজার ফি ক্যাশ বই	১৫/০৮/২০১৯	০১	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
০৮	ইস্যু রেজিষ্টার	৩/০১/২০১৯	০১	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
০৯	নৈমিত্তক ছুটি রেজিষ্টার	০১/০১/২০২০	০১	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
১০	পত্র গ্রহন রেজিষ্টার	০১/০৮/২০১৯	০১	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
১১	পত্র বিতরণ রেজিষ্টার	০২/০৭/২০২০	০১	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
১২	পরিদর্শন রেজিষ্টার	১৬/০৭/২০২০	০১	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
১৩	গার্ড ফাইল	১৮/১২/২০১৯	০১	হ্যাঁ	হ্যাঁ	

27/12/2020

(ডাঃ মোঃ এহসানুল হক)
কোড নং-৩৯২৭৬
পরিচালক
শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, কিশোরগঞ্জ।

হাসপাতালে বেড ও কেবিনের সংখ্যা ঃ-

৪২০টি জেনারেল বেড ও ৮০টি কেবিন মোট- ৫০০ শয্যা। (বিস্তারিত কপি সংযুক্ত)।

(কোভিড- ১২০ শয্যা (ওয়ার্ড-৬০ শয্যা, কেবিন-৪০টি, আইসিউই-১০ শয্যা, আইসোলেশন- ১০শয্যা)।
নন-কভিড- ৩৮০ শয্যা। (ওয়ার্ড-৩৪০টি কেবিন-৪০টি) ।

১.১২। জেলা/উপজেলায় বেসরকারী ক্লিনিকের তথ্য ঃ-

ক্রমিক নং	ক্লিনিকের নাম	সর্বশেষ পরিদর্শনের তারিখ	লাইসেন্স সংক্রান্ত তথ্য	সেবার মান	ডাক্তারের সংখ্যা	সরকারী ডাক্তারের সংখ্যা
০১	প্রযোজ্য নহে					

১.১৩।

বিগত ৫ বছরের মেডিকেল এন্ড সার্জিকেল রিকুইজিষ্ট (এমএসআর) সংক্রান্ত তথ্যাদি ঃ- (সংযুক্ত সাদা কাগজে লিপিবদ্ধ করতে হবে)

ক্রমিক নং	অর্থ বছর	প্রকরণ	মূল্য	সংগ্রহ	ব্যবহার	মজুদ
০১	২০১৮-২০১৯	তালিকা সংযুক্ত				
০২	২০১৯-২০২০	তালিকা সংযুক্ত				

১.১৪।

ক) শিশু বিকাশ কেন্দ্র আছে কিনা? হ্যাঁ

খ) ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার (ওসিসি) আছে কিনা? প্রক্রিয়াধীণ

গ) জনসচেতনতামূলক কি কি কার্যক্রম আছে? হ্যাঁ

ঘ) হাসপাতালটি কেঙ্গারু মাদারকেয়ার (কেএমসি)-এর অন্তর্ভুক্ত কি-না? প্রক্রিয়াধীন

ঙ) রোগী কল্যাণ সমিতির সভা নিয়মিত অনুষ্ঠিত হয় কিনা? হ্যাঁ

১.১৫। স্বাস্থ্য সেবা গ্রহনকারী গড় রোগীর দৈনিক গড় সংখ্যা (পূর্ববর্তী সাত দিনের গড়)

ক) আউটডোর - ৯২৯

খ) ইনডোর- ৩২৬

গ) জরুরী বিভাগ- ১১৮

27/12/2020
(ডাঃ মোঃ এহসানুল হক)
কোড নং-৩৯২৭৬
পরিচালক
শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল
কলেজ হাসপাতাল, কিশোরগঞ্জ।

দ্বিতীয়ভাগ পরিদর্শনকারী কর্মকর্তা কর্তৃক পূরনীয় ঃ-

২.১। পরিদর্শনকালে উপস্থিত চিকিৎসক নার্সসহ অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের তথ্যঃ-

বিভাগ	চিকিৎসক	নার্স	টেকনিশিয়ান	প্রশাসনিক	অন্যান্য	মন্তব্য
আউটডোর	১৮	০৫	০৪	০৯	১০৩ জন আউটসোর্সিং	১১৩ জন দৈনিক ভিত্তিতে নিয়োজিত।
ইনডোর	২৮	২০২	০	০	০	

*** শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ-এর ৫১জন ক্লিনিক্যাল চিকিৎসক কর্মরত আছেন।

২.২। উপস্থিতি রেজিষ্টার পর্যালোচনাপূর্বক মতামত ঃ-

ক) নিয়মিত উপস্থিতি বিষয়ক ঃ হ্যাঁ।

খ) নিয়মিত অফিস ত্যাগ বিষয়ক ঃ হ্যাঁ।

গ) অন্যান্য (যদি থাকে) ঃ-

ঘ) কর্তব্যরত অবস্থায় ডাক্তার/ নার্সগন নির্ধারীত পোশাক (এপ্রোন) পরিধান করেন কিনা? হ্যাঁ

ঙ) চিকিৎসকগন নিয়মিতভাবে সকাল সন্ধ্যা হাসপাতাল রাউন্ড দেন কিনা? হ্যাঁ

২.৩। আবাসন ব্যবস্থাপনাঃ-

ক) কর্মস্থলে বসবাসকারী চিকিৎসকের সংখ্যাঃ- ৪৬

খ) কর্মস্থলের বাহিরে বসবাসকারী চিকিৎসকের অবস্থানের কারণ (যথাযথ অনুমতির বর্ণনাসহ) ঃ-

২.৪। চিকিৎসাসেবা ঃ-

ক) পরিদর্শন সময়ে রোগীর সংখ্যাঃ- আউটডোরঃ- ইনডোরঃ- ভর্তিঃ-

খ) আউটডোর ও ইনডোর সম্পর্কে সার্বিক মন্তব্য ঃ-

গ) রোগীদের প্রতি চিকিৎসক/নার্স মনোযোগ এবং রোগীদের সাথে সদ্ব্যবহার বিষয়ক মতামত

২.৫। প্যাথলজী বিভাগের কার্যক্রম ঃ-

ক) কি কি সুবিধা বর্তমান (মাসিক সক্ষমতাসহ) কপি সংযুক্ত।

খ) গত ০১ (এক) মাসের পরিক্ষার পরিমান ঃ- কপি সংযুক্ত

গ) সার্বিক মতামত ঃ-

২.৬। ঔষধ ও পথ্য ব্যবস্থাপনা ঃ-

ক) হাসপাতালের ঔষধ সরবরাহ সংক্রান্ত তথ্য, সর্বশেষ সরবরাহ ও বর্তমান মজুদ বিবরণীসহ (কপি সংযুক্ত)।

খ) হাসপাতালের সম্মুখে ঔষধ মজুদের তথ্য প্রদর্শন করা হয় কিনা? হ্যাঁ (না হলে মতামত প্রয়োজন)

গ) হাসপাতালের ঔষধ লাল সবুজ মোড়কের কিনা? হ্যাঁ (না হলে মতামত প্রয়োজন)

ঘ) চাহিদা মোতাবেক ইনডোর/আউটডোর এ ঔষধ সরবরাহ করা হয় কিনা? হ্যাঁ (না হলে মতামত প্রয়োজন)

ঙ) হাসপাতালের সরবরাহকৃত পথ্য সরবরাহ প্রক্রিয়া পর্যালোচনা পূর্বক এর মান ও আনুষাঙ্গিক বিষয়ে মতামত

পরিষ্কারপরিচ্ছন্নতা ও বর্জ্যব্যবস্থাপনাঃ

(ক) সার্বিকভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে মন্তব্য: সন্তোষজনক।

(খ) হাসপাতালের স্টোর রুমের অবস্থা ও এর পরিবেশ বিষয়ে মতামত: সন্তোষজনক।

(গ) হাসপাতালের বর্জ্য বিনষ্ট/অপসারণ পদ্ধতির তথ্য ও মতামত: সন্তোষজনক।

২.৮। আর্থিক ব্যবস্থাপনাঃ

(ক) আদায়কৃত অর্থ সরকারি কোষাগারে যথাযথভাবে জমা করা হয় কি-না? হ্যাঁ (রেজিষ্টার পর্যালোচনা আবশ্যক) (রেজিষ্টার পর্যালোচনা আবশ্যক) (কপি সংযুক্ত)

(খ) সরকার নির্ধারিত ইনডোর/আউটডোর ফি ছাড়া অতিরিক্ত কোন অর্থ রোগীদের নিকট থেকে আদায় করা হয় কি-না? না ('হ্যাঁ' হলে মতামত প্রয়োজন)

৯। অন্যান্য বিষয়াদিঃ

(ক) হাসপাতালটি নারী বান্ধব কিনা? হ্যাঁ

(খ) হাসপাতালে দালালদের দৌরাত্ম আছে কি-না? না

(গ) হাসপাতালের ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা নিয়মিত হয় কিনা- হ্যাঁ

(ঘ) এ বছর কয়টি সভা হয়েছে। -০৪টি

ঙ) সর্বশেষ সভা কবে অনুষ্ঠিত হয়েছে-২/০৮২০২০ খ্রিঃ

৩.০। সরকারকে অবহিত করার মত কোন সমস্যা/তথ্য/সুপারিশ থাকলে তার বর্ণনাঃ লোকবলের অভাব রয়েছে। আউটসোর্সিং বিষয়ে কিছু সমস্যা রয়েছে যার দ্রুত সমাধান করা প্রয়োজন।

৪.০। পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার সার্বিক মন্তব্যঃ সন্তোষজনক। অবকাঠামো বিবেচনায় বাংলাদেশের অন্যতম একটি চমৎকার হাসপাতাল। এ এলাকার জনগণের স্বাস্থ্য সেবা প্রদানে এ হাসপাতালটিকে 'সেন্টার অব এক্সিলেন্স' হিসেবে গড়া তোলা প্রয়োজন।

১১.০১.২০২১

পরিদর্শনকারী অফিসার

(স্বাক্ষর ও সীল)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা-২ অধিশাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.mohfw.gov.bd

হাসপাতাল পরিদর্শন ছক

[পরিদর্শনকারী কর্মকর্তা পরিদর্শন ছকে সংযুক্ত 'হাসপাতাল পরিদর্শনে অনুসরণীয় নির্দেশমালা' মোতাবেক পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করবেন]

প্রথমভাগঃ হাসপাতাল কর্তৃক পুরণীয়

১.১। পরিদর্শনকারী অফিসারের নাম ও পদবীঃ মোঃ বেলাল উদ্দিন, অতিরিক্ত সচিব (চাঃদাঃ) স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ,

১.২। পরিদর্শনের তারিখ ও সময়ঃ ২৮-১১-২০২০ ইং

১.৩। পরিদর্শনকৃত প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানাঃ রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, রংপুর

১.৪। পূর্ববর্তী সর্বশেষ পরিদর্শনকারী অফিসারের পদবী ও পরিদর্শনের তারিখঃ

১.৫। পূর্ববর্তী সর্বশেষ পরিদর্শন প্রতিবেদনের আলোকে গৃহীত কার্যক্রমঃ

১.৬। প্রতিষ্ঠান প্রধানের নাম ও কার্যকালঃ ডাঃ মোঃ কাওসার আলী

১.৭। প্রতিষ্ঠানের জনবলের বিবরণঃ

ক্রম	পদবিন্যাস	মঞ্জুরিকৃত পদের সংখ্যা	কর্মরত পদের সংখ্যা	শূণ্য পদের সংখ্যা	জরুরি ভিত্তিতে পূরণ করা প্রয়োজন এমন পদের সংখ্যা (পদের নাম উল্লেখসহ)	মন্তব্য
১	১ম শ্রেণী	২৭৫	২০৬	৭২		
২	২য় শ্রেণী	১০০৬	৯২০	৮৬		
৩	৩য় শ্রেণী	১২০	৮৮	৩২		
৪	৪র্থ শ্রেণী	৪৪৫	৩১৮	১২৭		

১.৮। (ক) প্রতিষ্ঠানের ভৌত অবকাঠামো সংক্রান্ত তথ্যাদি (ভবনের নির্মাণকাল ও সর্বশেষ সংস্কারের বিবরণসহ):
(খ) যানবাহনের সংখ্যা ও অবস্থাঃ ০৬ (ছয়) টি,

২৮.১১.২০২০
ডাঃ মোঃ [illegible] আলী
পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)
রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল।

১.৯। (ক) হাসপাতালে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির বিবরণঃ

ক্রম	উল্লেখযোগ্য যন্ত্রপাতির নাম	সংখ্যা	বর্তমান অবস্থা	মন্তব্য
১।				

(খ) বিগত পাঁচ বছরে বরাদ্দকৃত অর্থে যন্ত্রপাতি যথাযথভাবে ক্রয় করা হয়েছে কিনা এবং যন্ত্রপাতিগুলো সংশ্লিষ্ট রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ আছে কিনা? (প্রয়োজনে আলাদা কাগজে তথ্য ও মন্তব্য সংযুক্ত করা যেতে পারে):

(গ) হাসপাতালে অব্যবহৃত/অকেজো যন্ত্রপাতির বিবরণঃ

ক্রম	যন্ত্রপাতির নাম	সংখ্যা	ব্যবহার না হওয়ার কারণ	কতদিন যাবৎ অব্যবহৃত/অকেজো	বর্তমান অবস্থা	মন্তব্য

১.১০। রেজিষ্টার ও গার্ড নথি সম্পর্কিত তথ্যঃ

ক্রম	রেজিষ্টারের নাম (ক্যাশ বইসহ)	খোলার তারিখ	এন্ট্রি সংখ্যা	যথামথভাবে প্রতিপালিত হ্যাঁ/না	নিরাপদে সংরক্ষিত হ্যাঁ/না	মন্তব্য
১	ক্যাশ বই					

১.১১। হাসপাতালে বেড ও কেবিনের সংখ্যাঃ মোট বেড সংখ্যা = ১০০০, মোট কেবিন = ৪২টি এবং পেয়িং বেড মোট = ১৬০ টি ।

১.১২। জেলা/উপজেলায়বেসরকারি ক্লিনিকের তথ্যঃ

ক্রম	ক্লিনিকের নাম	সর্বশেষ পরিদর্শনের তারিখ	লাইসেন্স সংক্রান্ত তথ্য	সেবার মান	ডাক্তারের সংখ্যা	সরকারি ডাক্তার সংখ্যা

১.১৩। বিগত পাঁচ বছরের মেডিকেল এন্ড সার্জিক্যাল রিকুইজিস্ট (এমএসআর) সংক্রান্ত তথ্যাদিঃ
(সংযুক্ত সাদা কাগজে লিপিবদ্ধ করতে হবে)

ক্রম	অর্থ বছর	প্রকরণ	মূল্য	সংগ্রহ	ব্যবহার	মজুদ

১.১৪। (ক) শিশু বিকাশ কেন্দ্র আছে কি-না? হ্যাঁ/ না

(খ) ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার (ওসিসি) আছে কি না? হ্যাঁ/ না

(গ) জনসচেতনতামূলক কি কি কার্যক্রম আছে?

(ঘ) হাসপাতালটি ক্যাঙ্গারু মাদার কেয়ার (KMC)-এর অন্তর্ভুক্ত কি-না? হ্যাঁ/ না

(ঙ) রোগী কল্যাণ সমিতির সভা নিয়মিত অনুষ্ঠিত হয় কি-না? হ্যাঁ/ না

১.১৫। স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণকারী গড় রোগীর দৈনিক গড় সংখ্যা (পূর্ববর্তী সাত দিনের গড়):

(ক) আউটডোর : ৩০৪ জন (গত ০৭ দিনের গড়) ।

(খ) ইনডোর : ৩৭৮ জন (গত ০৭ দিনের গড়) ।

২৪.১১.২০২০
ডাঃ মোঃ রুস্তম আলী
পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)
রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ।

রংপুর মেডিকেলকলেজহাসপাতাল, রংপুর। " নমুনা ছক"

ক্রমিকনং	উল্লেখযোগ্য যন্ত্রপাতিরনাম	সংখ্যা	বর্তমানঅবস্থা	মন্তব্য
01	MRI Machine 1.5 Tesla	১	অচল	
02	MRI Machine 0.3 Tesla	১	অচল	
03	CT Scan Machine 64 Slice	১	অচল	
04	CT Scan Machine Single Slice	১	অচল	
05	X-Ray Machine (100 MA) Escort	১	অচল	
06	X-Ray Machine (500 MA) Model Listem Rex-550 RF	১	অচল	
07	X-Ray Machine (500 MA) Diagnose-4082	১	অচল	
08	Digital X-Ray Machine (DR)(500MA)	২	অচল	
09	Ultra- sonogram Machine (4d Color Doppler) Philips	২	সচল	
10	Ultra- sonogram Machine (Color Doppler) Hitachi	৪	৩টি সচল	
11	ECG Machine	১০	৫টি সচল	
12	Echo Color Doppler	৫	২টি সচল	
13	Dialysis Machine	২৮	১৫ টিসচল	
14	Colonoscopy Machine	৩	১ টিসচল	
15	N.G.O Gram Machine	১	অচল	
16	Auto Meted Hematology Analyzer (Sysmex XE-2001)	১	অচল	
17	Semi Auto Chemistry Analyzer (3300 State Fax)	১	অচল	
18	Electro Light Analyzer (Bio Light-2000	১	অচল	
19	Urine Chemistry Analyzer (H-5000)	১	অচল	
20	X-ray Ural of ESWL	১	অচল	
21	Auto Cleve Machine	২	১টি সচল	
22	Endoscopy Machine (Set)	৪	২টি সচল	

দ্বিতীয় ভাগঃ পরিদর্শনকারী কর্মকর্তা কর্তৃক পূরণীয়

২.১। পরিদর্শনকালে উপস্থিত চিকিৎসক নার্সসহ অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের তথ্য

	চিকিৎসক	নার্স	টেকনিশিয়ান	প্রশাসনিক	অন্যান্য
আউটডোর	৩৬	২০৩	২৭	৪১	
ইনডোর	৯৮০	৩৩৫			

২.২। উপস্থিতি রেজিষ্টার পর্যালোচনাপূর্বক মতামতঃ

(ক) নিয়মিত উপস্থিতি বিষয়ক: যথা সময় উপস্থিত হয়

(খ) নিয়মিত অফিস ত্যাগ বিষয়ক: যথা সময় অফিস ত্যাগ করে।

(গ) অন্যান্য (যদি থাকে):

(ঙ) কর্তব্যরত অবস্থায় ডাক্তার/নার্সগণ নির্ধারিত পোশাক (এ্যাপ্রোণ) পরিধান করেন কি-না? হ্যাঁ/না হ্যাঁ।

(চ) চিকিৎসকগণ নিয়মিতভাবে সকাল সন্ধ্যা হাসপাতাল রাউন্ড দেন কি-না? হ্যাঁ/না দেওয়া হয়।

২.৩। আবাসন ব্যবস্থাপনাঃ

(ক) কর্মস্থলে বসবাসকারী চিকিৎসকের সংখ্যাঃ

(খ) কর্মস্থলের বাহিরে বসবাসকারী চিকিৎসকের অবস্থানের কারণ (যথাযথ অনুমতির বর্ণনাসহ)ঃ আবাসন ব্যবস্থা অপ্রতুল

২.৪। চিকিৎসাসেবাঃ

(ক) পরিদর্শন সময়ে রোগীর সংখ্যাঃ আউটডোরঃ ৫৮৭ ইনডোরঃ ১৪২৬ ভর্তিঃ ১৪২৩

(খ) আউটডোর ও ইনডোর সম্পর্কে সার্বিক মন্তব্যঃ

(গ) রোগীদের প্রতি চিকিৎসক/নার্স মনোযোগ এবং রোগীদের সাথে সদ্ব্যবহার বিষয়ক মতামত

২.৫। প্যাথলজি বিভাগের কার্যক্রমঃ

(ক) কী কী সুবিধা বর্তমান (মাসিক সক্ষমতাসহ)

(খ) গত এক মাসের পরীক্ষার পরিমাণ — ৩২৫০

(গ) সার্বিক মতামত

২.৬। ঔষধ ও পথ্য ব্যবস্থাপনাঃ

(ক) হাসপাতালের ঔষধ সরবরাহ সংক্রান্ত তথ্য, সর্বশেষ সরবরাহ ও বর্তমান মজুদ বিবরণীসহ

(খ) হাসপাতালের সম্মুখে ঔষধ মজুদের তথ্য প্রদর্শন করা হয় কি-না? ('না' হলে মতামত প্রয়োজন) হয়

(গ) হাসপাতালেরঔষধলাল সবুজ মোড়কের কিনা? ('না' হলে মতামত প্রয়োজন) হয়

(ঘ) চাহিদা মোতাবেক ইনডোর/আউটডোরে ঔষধ সরবরাহ করা হয় কি-না? হ্যাঁ/না ('না' হলে মতামত প্রয়োজন) [illegible]

(ঙ) হাসপাতালে সরবরাহকৃত পথ্য সরবরাহ প্রক্রিয়া পর্যালোচনাপূর্বক এর মান ও আনুষঙ্গিক বিষয়ে মতামত সরবরাহ করা

চাহিদা অনুযায়ী মান সম্মত পথ্য সরবরাহ করা হয়।

২.৭। পরিষ্কারপরিচ্ছন্নতা ও বর্জ্যব্যবস্থাপনাঃ

(ক) সার্বিকভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে মন্তব্য: সার্বিক অবস্থা ভালো।

(খ) হাসপাতালের স্টোর রুমের অবস্থা ও এর পরিবেশ বিষয়ে মতামত:

(গ) হাসপাতালের বর্জ্য বিনষ্ট/অপসারণ পদ্ধতির তথ্য ও মতামত: বর্জ্য ব্যবস্থাপনা (বিনষ্টের কাজ) [illegible] করা হয়েছে। [illegible]

২.৮। আর্থিক ব্যবস্থাপনাঃ

(ক) আদায়কৃত অর্থ সরকারি কোষাগারে যথাযথভাবে জমা করা হয় কি-না? হ্যাঁ/না
(রেজিষ্টার পর্যালোচনা আবশ্যক) প্রতি সপ্তাহে চালানের মাধ্যমে জমা হয়।

(খ) সরকার নির্ধারিত ইনডোর/আউটডোর ফি ছাড়া অতিরিক্ত কোন অর্থ রোগীদের নিকট থেকে আদায় করা হয় কি-না? হ্যাঁ/না

('হ্যাঁ' হলে মতামত প্রয়োজন)

২.৯। অন্যান্য বিষয়াদিঃ

(ক) হাসপাতালটি নারী বান্ধব কিনা? হ্যাঁ

(খ) হাসপাতালে দালালদের দৌরাত্ম আছে কি-না? হ্যাঁ/না

(গ) হাসপাতালের ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা নিয়মিত হয় কিনা। হ্যাঁ

(ঘ) এ বছর কয়টি সভা হয়েছে। প্রতি মাসে ১টি

(ঙ) সর্বশেষ সভা কবে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

৩.০। সরকারকে অবহিত করার মত কোন সমস্যা/তথ্য/সুপারিশ থাকলে তার বর্ণনাঃ

৪.০। পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার সার্বিক মন্তব্যঃ (ক) হাসপাতালের নিয়মিত পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করা দরকার। (খ) ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীর সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল রয়েছে।

পরিদর্শনকারী অফিসার
(স্বাক্ষর ও সীল)

মোঃ হেলাল উদ্দিন
অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা)
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১২.১

"মুজিববর্ষে স্বাস্থ্যখাত
এগিয়ে যাবে অনেক ধাপ।"

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
প্রশাসন-২ অধিশাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.hsd.gov.bd

স্মারক নম্বর : ৪৫.০০.০০০০.১৪১.৪৩.০২৩.২০-১০৭৬

তারিখ : ২৯ ডিসেম্বর ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ
১৪ পৌষ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

বিষয়: **৩ নং ভবনের ৩য় ও ৪র্থ তলার ওয়াশরুম ব্যবহার সংক্রান্ত।**

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের ৩ নং ভবনের ৩য় ও ৪র্থ তলার পশ্চিম পার্শ্বে অবস্থিত ওয়াশরুম স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের পুরুষ ও মহিলা একসাথে ব্যবহার করা অশোভন ও দৃষ্টিকটু। উক্ত ওয়াশরুমগুলো ব্যবহারের ক্ষেত্রে নির্দেশক্রমে ৩ নং ভবনের পশ্চিম পার্শ্বে অবস্থিত ৩য় তলার ওয়াশরুম শুধুমাত্র **'মহিলাদের'** এবং ৪র্থ তলার ওয়াশরুম শুধুমাত্র **'পুরুষদের'** ব্যবহারের জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

০২। বর্ণিতাবস্থায়, ওয়াশরুমগুলো প্রয়োজনীয় মেরামত ও সংস্কার করার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

২৯/১২/২০২০
মোঃ আবদুছ সালাম
উপসচিব
ফোন : ৯৫৪০৭২১
ইমেইল : admin2@hsd.gov.bd

নির্বাহী প্রকৌশলী
গণপূর্ত বিভাগ, ইডেন ভবন
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

অনুলিপি সদয় অবগতি জন্য (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের ৩ নং ভবনের ৩য় ও ৪র্থ তলার শাখা/অধিশাখা/অনুবিভাগ/দপ্তরে কর্মরত সকল কর্মচারী।
২) উপসচিব (প্রশাসন-২), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়।
৩) উপসচিব (প্রশাসন-২), স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
৪) যুগ্মসচিব (প্রশাসন) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।

মঞ্জুরি ও বরাদ্দের দাবিসমূহ (পরিচালন) ২০২০-২১

মঞ্জুরি নং - ২৪

১২৭ - স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ

১২৭০১ - সচিবালয়

(অংকসমূহ হাজার টাকায়)

প্রাতিষ্ঠানিক গ্রুপ/কোড	অপারেশন কোড	অর্থনৈতিক গ্রুপ/কোড	বিবরণ	বাজেট ২০২০-২১	সংশোধিত ২০১৯-২০	বাজেট ২০১৯-২০
			পরিচালন কার্যক্রম			
			সাধারণ কার্যক্রম			
১২৭০১০১			**সচিবালয়, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ**			
১২৭০১০১১১০৫১২			**সচিবালয়, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ**			
			আবর্তক ব্যয়			
		৩১	**কর্মচারীদের প্রতিদান (Compensation)**			
		৩১১১	**নগদ মজুরি ও বেতন**			
		৩১১১১০১	মূল বেতন (অফিসার)	৮,৭৬,৫০	৭,৬০,০০	৮,৩০,৮১
		৩১১১২০১	মূল বেতন (কর্মচারী)	২,২৬,৬০	২,১৫,০০	১,৬৬,১৭
		৩১১১৩০১	দায়িত্ব ভাতা	০	১,০০	০
		৩১১১৩০২	যাতায়াত ভাতা	৩,৬০	৩,৬০	৩,৬০
		৩১১১৩০৬	শিক্ষা ভাতা	১৪,৫০	১৪,৫০	১৩,৫০
		৩১১১৩১০	বাড়ি ভাড়া ভাতা	৩,১৯,৫৭	৩,০২,৯১	২,৭৬,৯৪
		৩১১১৩১১	চিকিৎসা ভাতা	৪৫,০০	৪৫,০০	৫০,০০
		৩১১১৩১২	মোবাইল/সেলফোন ভাতা	৫,৫০	৫,৫০	৫,০০
		৩১১১৩১৩	আবাসিক টেলিফোন নগদায়ন ভাতা	১২,০০	১২,০০	১২,০০
		৩১১১৩১৪	টিফিন ভাতা	৩,০০	৩,০০	৩,১৫
		৩১১১৩১৬	ধোলাই ভাতা	৫০	৫০	৫০
		৩১১১৩২৫	উৎসব ভাতা	১,৭৫,৩০	১,৬৬,১৭	১,৬৬,১৭
		৩১১১৩২৮	শ্রান্তি ও বিনোদন ভাতা	২৮,০০	২৭,৭০	২৭,৭০
		৩১১১৩৩১	আপ্যায়ন ভাতা	১,৫০	১,৫০	১,৫০
		৩১১১৩৩২	সম্মানী ভাতা	২০,০০	২০,০০	২০,০০
		৩১১১৩৩৫	বাংলা নববর্ষ ভাতা	১৬,৬২	১৬,৬২	১৬,৬২
		৩১১১৩৩৮	অন্যান্য ভাতা	২০,০০	২০,০০	২০,০০
		৩১১১৩৩৯	পাচক ভাতা	৩,৮৫	৩,৮৫	৭৫
		৩১১১৩৪০	নিরাপত্তা ভাতা	৩,৮৫	৩,৮৫	৭৫
			উপমোট - নগদ মজুরি ও বেতন:	**১৭,৭৫,৮৯**	**১৬,২২,৭০**	**১৬,১৫,১৬**
			উপমোট - কর্মচারীদের প্রতিদান (Compensation):	**১৭,৭৫,৮৯**	**১৬,২২,৭০**	**১৬,১৫,১৬**
		৩২	**পণ্য ও সেবার ব্যবহার**			
		৩২১১	**প্রশাসনিক ব্যয়**			
		৩২১১১০২	পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী	২৭,০০	২৫,০০	২৫,০০
		৩২১১১০৬	আপ্যায়ন ব্যয়	৯০,০০	৯০,০০	৯০,০০
		* ৩২১১১১০	আইন সংক্রান্ত ব্যয়	১৩,০০	৫০,০০	৫০,০০
		৩২১১১১১	সেমিনার/কনফারেন্স ব্যয়	১,০০,০০	৪০,০০	১,০০,০০
		* ৩২১১১১৭	ইন্টারনেট/ ফ্যাক্স/ টেলেক্স	১০,০০	৮,০০	৮,০০
		* ৩২১১১১৯	ডাক	১,০০	১,০০	১,০০
		* ৩২১১১২০	টেলিফোন	১২,০০	১০,০০	১৮,০০
		* ৩২১১১২৫	প্রচার ও বিজ্ঞাপন ব্যয়	৫,০০	৫,০০	০
		* ৩২১১১২৭	বইপত্র ও সাময়িকী	৮,০০	৭,০০	৭,০০

মঞ্জুরি ও বরাদ্দের দাবিসমূহ (পরিচালন): ১২৭০১-সচিবালয়

(অংকসমূহ হাজার টাকায়)

প্রাতিষ্ঠানিক গ্রুপ/কোড	অপারেশন কোড	অর্থনৈতিক গ্রুপ/কোড	বিবরণ	বাজেট ২০২০-২১	সংশোধিত ২০১৯-২০	বাজেট ২০১৯-২০
		৩২১১১২৮	প্রকাশনা	১০,০০	১০,০০	১০,০০
		** ৩২১১১৩১	আউটসোর্সিং	১৫,০০	১,৫০	০
			উপমোট - প্রশাসনিক ব্যয়:	**২,৮৮,০০**	**২,৪৭,৫০**	**৩,০৯,০০**
		৩২২১	**ফি, চার্জ ও কমিশন**			
		৩২২১১০৮	ব্যাংক চার্জ	১,০০	১,০০	১,০০
		৩২২১১০৯	ব্যবস্থাপনা ব্যয়	১৫,০০	১৫,০০	০
		৩২২১১১২	পরীক্ষা ফি	৫০,০০	৬০,০০	৬০,০০
			উপমোট - ফি, চার্জ ও কমিশন:	**৬৬,০০**	**৭৬,০০**	**৬১,০০**
		৩২৩১	**প্রশিক্ষণ**			
		৩২৩১৩০১	প্রশিক্ষণ	৭০,০০	৮০,০০	৮০,০০
			উপমোট - প্রশিক্ষণ:	**৭০,০০**	**৮০,০০**	**৮০,০০**
		৩২৪৩	**পেট্রোল, ওয়েল ও লুব্রিকেন্ট**			
		৩২৪৩১০১	পেট্রোল, ওয়েল ও লুব্রিকেন্ট	১,৪০,০০	১,৪০,০০	১,৪০,০০
			উপমোট - পেট্রোল, ওয়েল ও লুব্রিকেন্ট:	**১,৪০,০০**	**১,৪০,০০**	**১,৪০,০০**
		৩২৪৪	**ভ্রমণ ও বদলি**			
		৩২৪৪১০১	ভ্রমণ ব্যয়	১,৯০,০০	১,৫০,০০	১,৯০,০০
			উপমোট - ভ্রমণ ও বদলি:	**১,৯০,০০**	**১,৫০,০০**	**১,৯০,০০**
		৩২৫২	**চিকিৎসা ও শল্য চিকিৎসা সরঞ্জামাদি সরবরাহ**			
		* ৩২৫২১০৫	চিকিৎসা ও শল্য চিকিৎসা সরঞ্জামাদি সরবরাহ	৫০০,০০,০০	১৪২,৫০,৪৫	২১৫,০০,০০
			উপমোট - চিকিৎসা ও শল্য চিকিৎসা সরঞ্জামাদি সরবরাহ:	**৫০০,০০,০০**	**১৪২,৫০,৪৫**	**২১৫,০০,০০**
		৩২৫৫	**মুদ্রণ ও মনিহারি**			
		৩২৫৫১০১	কম্পিউটার সামগ্রী	৩০,০০	১,১৫,০০	৮০,০০
		৩২৫৫১০৪	স্ট্যাম্প ও সিল	৫,০০	৫,০০	৫,০০
		৩২৫৫১০৫	অন্যান্য মনিহারি	১,৩০,০০	১,২৫,০০	১,২৫,০০
			উপমোট - মুদ্রণ ও মনিহারি:	**১,৬৫,০০**	**২,৪৫,০০**	**২,১০,০০**
		৩২৫৭	**পেশাগত সেবা, সম্মানী ও বিশেষ ব্যয়**			
		৩২৫৭১০৩	গবেষণা	২৫,০০	২৫,০০	২৫,০০
		৩২৫৭১০৫	উদ্ভাবন	৬০,০০	১০,০০	০
		৩২৫৭১০৬	শুদ্ধাচার	২৫,০০	২০,০০	২০,০০
		৩২৫৭২০৬	সম্মানী	১০০,০০,০০	০	০
		৩২৫৭৩০১	অনুষ্ঠান/ উৎসবাদি	২৭,৩৩	২৫,০০	২৫,০০
			উপমোট - পেশাগত সেবা, সম্মানী ও বিশেষ ব্যয়:	**১০১,৩৭,৩৩**	**৮০,০০**	**৭০,০০**
		৩২৫৮	**মেরামত ও সংরক্ষণ**			
		৩২৫৮১০১	মোটরযান	৩০,০০	২৫,০০	২৫,০০
		৩২৫৮১০২	আসবাবপত্র	৫,০০	১০,০০	০
		৩২৫৮১০৩	কম্পিউটার	৭,০০	৭,০০	৭,০০
		৩২৫৮১০৪	অফিস সরঞ্জামাদি	০	৫,০০	০
		* ৩২৫৮১০৫	অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি	০	০	৫০,০০,০০
		*** ৩২৫৮১০৮	অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা	২২৪,০০,০০	৮০,০০,০০	৮০,০০,০০
		* ৩২৫৮১৪০	মোটরযান রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়	৩,২০,০০	৩,১০,০০	৩,১০,০০
			উপমোট - মেরামত ও সংরক্ষণ:	**২২৭,৬২,০০**	**৮৩,৫৭,০০**	**১৩৩,৪২,০০**
			উপমোট - পণ্য ও সেবার ব্যবহার:	**৮৩৮,১৮,৩৩**	**২৩৬,২৫,৯৫**	**৩৫৯,০২,০০**
		৩৬	**অনুদান**			
		৩৬৩১	**আবর্তক অনুদান**			
		** ৩৬৩১১০৭	বিশেষ অনুদান	৭,০০,০০	১৭,০০,০০	৭,০০,০০
			উপমোট - আবর্তক অনুদান:	**৭,০০,০০**	**১৭,০০,০০**	**৭,০০,০০**
			উপমোট - অনুদান:	**৭,০০,০০**	**১৭,০০,০০**	**৭,০০,০০**

১৩.৩ (১৫৮)

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০২০-২০২১ অনুযায়ী ফিডব্যাক কর্মশালায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের হাজিরা তালিকাঃ

তাং: ১৩.০১.২০২০

সময়: দুপুর ০৩.০০ ঘটিকা

ক্র:নং:	নাম ও পদবী	অনুবিভাগ/অধিশাখা/ শাখা	ফোন/মোবাইল ও ই-মেইল	স্বাক্ষর
১.	[illegible] এম [illegible] আবু মনসুর পরিচালক	স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট	01715114286	[signature] 13-01-21
২.	ড. লায়লা আখতার উপপরিচালক (উপসচিব)	স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট	02 44826828 [illegible] lailadls@yahoo.com	Akhter 13.01.2021
৩.	ডা: [illegible] উপ-পরিচালক এমআইএস	স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	01912476026 dr.jashimuddin@mis.dghs.gov.bd	[signature]
৪.	মো: আইয়ুব হোসেন পরিচালক (চ:দা:)	ঊর্ধ্ব প্রশাসন অধিদপ্তর	01711670282 ayub64hossain@gmail.com	[signature] 13.01.21
৫.	তানভীর আহমেদ সহকারী পরিচালক	ঊর্ধ্ব প্রশাসন অধিদপ্তর	01717-637236 tanvirdgda@gmail.com	[signature] 13.1.21
৬.	সুলতানা পারভীন সহকারি পরিচালক	ডি জি এন এম	01715407929 soltanaparvin7929@gmail.com	[signature] ১৩.০১.২০২১
৭.	মো: সাইফুদ্দিন আকন্দ উর্ধ্বতন প্রোগ্রামার	টেমো	01711039929 temo.gov@gmail.com	[signature] 13.01.2021
৮.	প্রকৌ: এম. এন. নাজিমুদ রহমান; টেকনিক্যাল ম্যানেজার (ট্রেনিং)	NEMEMW & TC	01714258340 tonmoyeee@yahoo.com	[signature] ১৩/০১/২০২১
৯.	প্রকৌ: মো: [illegible] [illegible]	NEMEMW TC	01304012245 [illegible]	[signature] ১৩/১/২০২১
১০.	মো: [illegible] প্রশাসনিক কর্মকর্তা	HSD	01715-839850	[signature] ১৩/১/২১
১১.	মো: [illegible] প্রশাসনিক কর্মকর্তা	TEMO	01712161976	[signature] ১৩/১/২১

ক্র:নং:	নাম ও পদবী	অনুবিভাগ/অধিশাখা/ শাখা	ফোন/মোবাইল ও ই-মেইল	স্বাক্ষর
১২.	Mst. Farida Yesmin NO DPM (HRIS)	DGNM	01735217075 fariday...	
১৩.	মো: লোকমান হোসেন [illegible]	DGHS	01[illegible]21008311 lokman@mis.dghs.gov.bd	
১৪.	মো: আব্দুল হামিদ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	HED	01727344256 enghamed1967@gmail.com	
১৫.	এ কে এম আমিনুল ইসলাম পরিচালক [illegible]	HED	01712002790	
১৬.				
১৭.				
১৮.				
১৯.				
২০.				
২১.				
২২.				
২৩.				
২৪.				
২৫.				